বিশ্ব-বিমোহন নাটক !

[বহু অপেরাপার্টি ও নাট্য-সমাজে অভিনীত নাটকের তালিকা]

প্রবীণ কবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ-প্রণীত

হরিশ্চন্দ্র	১॥০	অনন্ত-মাহাত্ম্য	১॥০
সংসার-চক্র	১॥০	চন্দ্রকেতু	১॥০
সরমা	১॥০	মিবার-কুমারী	১॥০
সিন্ধু বধ ১॥০ সতী	১॥০	মথুরা-মিলন	১॥০
ধাত্রীপান্না	১॥০	অদৃষ্ট	১॥০

সংমা বা বিজয়-বসন্ত ১॥০

সুকবি ৺কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

ত্রিশঙ্কুর স্বর্গলাভ ১॥০

অংশুমান্	১॥০	জড় ভরত	১।০

পণ্ডিত-প্রবর শ্রীরামচন্দ্র ভ কাব্যবিশারদ-প্রণীত

পাঞ্চালী	১॥০	পুষ্কল-মোচন	১।০
ভীষ্ম-বিজয়	১।০	ভার্গব-বিজয়	১॥০

সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধ ১॥০

শ্রীরাইচরণ কাব্য-বিনোদ প্রণীত		শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন-প্রণীত	
গন্ধেশ্বরী	১॥০	শ্মশানে মিলন	১॥০
কর্ম্মফল	১॥০	যুগল বীর-কুমার	১॥০
পাষণ্ড-দলন	১॥০	শৈশব সাধনা	১॥০
শ্বেতার্জ্জুন	১॥০	বিক্রমাদিত্য	১॥০

প্রবীণ কবি ৺প্রমথনাথ কাব্যতীর্থ-প্রণীত

জয়দেব	১॥০	শিবি-চরিত	১॥০

শ্রীসতীশচন্দ্র কবিভূষণ-প্রণীত	শ্রীপশুপতি চৌধুরী-প্রণীত
প্রমতি ১॥০ পূর্ণাহুতি ১॥০	শ্মশান ১॥০ কল্যাণী ১॥০
শ্রীঅভয়চরণ দত্ত-প্রণীত	শ্রীভোলানাথ রায়-প্রণীত
মান্ধাতা ১॥০	কুবলাশ্ব ১॥০

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু-প্রণীত

সগরাভিষেক	১।০	প্রমীলা	১॥০

পাল ব্রাদার্স, ৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, (ডি) যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

শ্বেতার্জ্জুন

নাটক

কবিরত্ন, কবিরঞ্জন, কাব্যবিনোদ,

শ্রীরাইচরণ সরকার বি, এ প্রণীত

(৺শশিভূষণ অধিকারী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত
গ্রাণ্ড অপেরাপার্টিতে অভিনীত)

কলিকাতা ;
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো
১৩৩৪

মূল্য ১॥০ মাত্র।

"শ্বেতার্জ্জুন" প্রণেতার

আর ৪ খানি নূতন নাটক

Published by R. C. Dey for PAUL BROTHERS & Co.

7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta.

Printed by L. M. Ray, LALIT PRESS.

8, Ghose Lane, Calcutta.

1927

ভারতের

মহাভারতের মহাকবি

পণ্ডিত ৺ কাশীরাম দাস

মহোদয়ের পুণ্যস্মৃতিষু—

হে কবিশেখর!

আপনারই মহাভারতরূপ মহাকাব্যোদ্যানের একটিমাত্র ক্ষুদ্র পুষ্প চয়ন করিয়া, কল্পনার চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া আপনার উদ্দেশে—আপনার আর কি প্রীতিসাধন করিব? নিজেরই প্রীত্যর্থ পুষ্পা-ঞ্জলি প্রদান করিয়া নিজেকে সার্থক ও ধন্য মনে করিতেছি।

গুণমুগ্ধ

নাট্যকার

ভূমিকা।

মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বান্তর্গত শ্বেতবাহুর আখ্যায়িকা অবলম্বনে এই নাটক বিরচিত। নাট্যকার—সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাইচরণ সরকার বি, এ, মহাশয়। রাইচরণ বাবুর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই, তাঁহার "গন্ধেশ্বরী", "কর্ম্মফল", পাষণ্ড-দলন" "বেদ-উদ্ধার" প্রভৃতি নাটক অভিনয় ক্ষেত্রে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে, এবং তাঁহার যে সকল নাটক পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, তাহাও নাট্যামোদী সুধীবর্গের নিকট সাদরে গৃহীত ও অধীত হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার নাট্যাবলী হৃদয়গ্রাহিতায় নাট্য-সাহিত্যের শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহার নাটকের ঘটনার পারিপাট্য, রচনার বৈচিত্র্য এবং ভাষার সৌন্দর্য্য ও ভাবমাধুর্য্যে এমন এক অভিনবত্ব আছে, যাহা অভিনয়ে বা পঠনে যেমন চিত্তকে সহজেই বিমুগ্ধ করিয়া দেয়, তেমনি তাঁহার সুললিত সঙ্গীতগুলির মাধুরিমা হৃদয়কে বিমোহিত করিয়া যেন কোন এক স্বপ্নরাজ্যে লইয়া যায়।

আমরা অসার যা-তা নাটকাদি প্রকাশে কদাচ হস্তক্ষেপ করি না। আমরা এ যাবৎ আমাদিগের সহৃদয় গ্রাহকবর্গের প্রীতিবর্দ্ধনার্থ বহুচেষ্টায় ও অজস্র অর্থব্যয়ে খুব ভাল নাটকাদি প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। এইবার আমরা শ্রীযুক্ত রাইচরণ বাবুর সকল নাটকই ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া আমাদিগের পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিব। এখন আমাদের এই প্রচেষ্টা সর্ব্বসাধারণের আনন্দবর্দ্ধনে সমর্থ হইলে আমাদিগের উদ্যম সার্থক মনে করিব।

অক্ষয় তৃতীয়া
২১শে বৈশাখ, ১৩৩৪

অনুগত
প্রকাশক।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ (নন্দদুলাল)। শিব। তত্ত্বজ্ঞান। প্রপঞ্চ। ব্রহ্মশাপ। জলদেবগণ।

অর্জ্জুন—তৃতীয় পাণ্ডব।
যবনাশ্ব—পাণ্ডবপক্ষীয় বীর।
বৃষকেতু— ঐ
অনুশাল্য (দৈত্য)—ঐ
শ্বেতবাহু—ত্রিনেত্র নগরের রাজা।
সিংহবাহু—ঐ ভ্রাতা।
বৃষধ্বজ—ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র।
হংসধ্বজ—ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
সুমন্ত্র—ঐ মন্ত্রী।
গুর্জ্জরসিংহ—ঐ সেনাপতি।
কুশধ্বজ—সিংহবাহুর পুত্র।
দধিমুখ—রাজ-শ্যালক।
অম্বুবল—দৈত্যরাজ।
রুদ্রানন্দ—জনৈক শাক্ত।
জম্বুস্বামী—জনৈক পরমহংস।
রেণুশর্ম্মা—রাজগুরু।
জয়গোপাল—ঐ পুত্র।

গন্ধর্ব্বগণ, ঋষিগণ, বৈষ্ণবগণ, ব্রাহ্মণগণ, শিষ্যগণ, ভিখারীগণ, বালক-সেনাগণ, মায়াবিগণ, সৈনাগণ, বালকগণ, দানবতেজ, জল্লাদ, ভৃত্য ইত্যাদি।

স্ত্রী।

দুর্গা (কালী)। গঙ্গা। রাজলক্ষ্মী। স্বপ্নদেবী। মায়া। মায়াবিনীগণ। সতীশক্তিগণ।

কমলা (বড়রাণী) } শ্বেতবাহুর পত্নী।
অমলা (ছোটরাণী) }
সুশীলা—সিংহবাহুর স্ত্রী।
অরুণা—বৃষধ্বজের স্ত্রী।
কুঞ্চলিকা—রাজকন্যা।
লীলা—মন্ত্রিকন্যা।
কালিন্দী—ধাত্রী।

ব্রাহ্মণী, গোয়ালিনী, মালিনী, নর্ত্তকীগণ প্রভৃতি।

শ্বেতার্জ্জুন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কালী-মন্দির।

সশিষ্য রুদ্রানন্দ ও সিংহবাহু।

শিষ্যগণ।—

গান।

জয় জয় কল্যাণি-কালিকে।
নগনন্দিনী জগন্নন্দিনী শশাঙ্কভালিকে ॥
মুক্তিদায়িনী, সর্ব্বশুভকারিণী,
আনন্দ-বিধায়িনী, পাপ-তাপহারিণী,
ভব-দেহিনী—ভব-গেহিনী, ভুবন-পালিকে ॥

রুদ্র। তিমিরবসনা ঘোরা অমা বিভাবরী!
নরকের অন্ধ তমসায়
সমাচ্ছন্ন বসুধা—গগন!
উড়িছে অম্বরে মেঘ যমদূতাকৃতি।
মনে হয়, কৃষ্ণকায় ভৈরব বিহঙ্গ

উড়ে এসে প্রেত-দেশ হ'তে
বসিয়াছে ভূমিতলে—
ঘোরাকার পক্ষপুট করিয়া প্রসার।
ঘর্ঘর সঘন মেঘের গর্জ্জন
কাঁপাইয়া নিখিল জগৎ,
চক্‌মক্‌ চক্‌মক্‌ চলিছে বিজলী
কুটিলগামিনী কাল-ভুজঙ্গিনী প্রায়।
ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ ঝিল্লীরব ধ্বনিত চৌদিকে।
অদূরে জম্বুকবৃন্দ করে হর্ষোল্লাস।
এস মা, কালিকে! তোর পূজার সময়।
অর্চ্চনা করিব আজ নরবলি দানে।
আয় মা—আয় মা শ্যামা, হর-মনোরমা!
আয় মা, পূরাতে মোর দীন-আকিঞ্চন—
যাও সবে, নরবলি কর আয়োজন।

[শিষ্যগণের প্রস্থান।

মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শবশিবারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাং।
কর্ণালম্বিত বালযুগ্ম ভয়দাং মুক্তস্রজাংমালিনীং॥
বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজে নরশির খড়্গঞ্চ সব্যেতরে।
দানাভীতি বিমুক্ত কেশনিচয়াং বন্দে সদা কালিকাম্॥ [প্রণাম]

পূজোপকরণ ও যূপকাষ্ঠ লইয়া পুনঃ
শিষ্যগণের প্রবেশ।

সিংহ। আনিয়াছি পূজার সম্ভার।
রুদ্র। সিংহবাহু!

সিংহ। আজ্ঞা করুন।

রুদ্রা। আন গিয়া সে বন্দীরে বন্দীবাস হ'তে। [সিংহবাহু যাইতে উদ্যত হইলে] আচ্ছা, তুমি থাক ; আর কেউ গিয়ে নিয়ে এস।

[একজন শিষ্যের প্রস্থান।

এতানি গন্ধপুষ্পানি কালিকায়ৈ দদে। এস ধূপঃ—এস দীপঃ। এতানি গন্ধ জবা বিল্বদলানি কালিকায়ৈঃ দদে। এস ধূপঃ—এস দীপঃ।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥

কৈ—এখনও আস্‌ছে না যে। বিলম্ব কেন ?

সিংহ। ঐ যে আস্‌ছে।

শৃঙ্খলিত শ্বেতবাহুকে লইয়া শিষ্যের প্রবেশ।

রুদ্রা। মহারাজ !

শ্বেত। আজ্ঞা করুন !

রুদ্রা। কি দেখ্‌ছ ?

শ্বেত। দেবীর পূজা।

রুদ্রা। নাসিকা কুঞ্চন হচ্ছে যে ! ভয় হচ্ছে ?

শ্বেত। মায়ের কাছে সন্তান আগত—কিসের ভয় ?

রুদ্রা। ভয় নাই ? ভাল—ভাল। আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ ?

শ্বেত। পরিচয় দিলেন কৈ ?

রুদ্রা। আমি রুদ্রানন্দ।

শ্বেত। জিনেত্র নগরের রাজ-পুরোহিত ?

রুদ্রা। তা' হ'লে চিন্‌তে পেরেছ ? না, বোধ হয়, এখনও চিন্‌তে পার নাই। বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে রাজ্যে ঘোষণা করেছিলে—বিষ্ণু

পূজা ব্যতীত অন্য দেবতায় শক্তিপূজা তামসিক পূজা, শক্তি-পূজা সম্পূর্ণ নিষেধ। কেমন—এ কথা সত্য কি না ?

শ্বেত। সত্য—ঘুণাক্ষরেও মিথ্যা নয়।

রুদ্রা। আমি তোমার আদেশ অমান্য ক'রে কালিকার অর্চ্চনা করছিলাম, সত্য কি না ?

শ্বেত। সত্য।

রুদ্রা। ছাগ উৎসর্গের সময় তুমি আমার মস্তকের জটাভার ছিন্ন ক'রে অপমানিত—লাঞ্ছিত—দলিত ক'রে বিতাড়িত করেছিলে, মনে পড়ে ?

শ্বেত। মহাপাপী আমি, দন্তে তৃণ ল'য়ে ক্ষমা চাচ্ছি। [জানু পাতিলেন]

রুদ্রা। আহা—হা! কি করছ ? ত্রিনেত্র নগরের রাজা তুমি—নিঃস্ব পুরোহিত ব্রাহ্মণ আমি; আমার কাছে তোমার ক্ষমা ভিক্ষা সাজে! নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের মত নিস্তেজ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের কাছে তোমার ক্ষমা ভিক্ষা শোভা পায় ? যদি সে তেজ থাকৃত, তবে যে মুহূর্ত্তে শিরোজটা ছিঁড়ে ফেলেছিলে, সেই মুহূর্ত্তে একটা প্রলয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরি অগ্নিস্রাবের মত গর্জ্জে উঠে তোমাকে পুড়িয়ে ছাই-ভস্ম ক'রে ফেল্‌তাম। একটা প্রচণ্ড উল্কার মত সটুকে প'ড়ে তোমার উচ্চশির চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ফেল্‌তাম। সে তেজ নাই—সে শক্তি নাই, তাই সুশান্ত মেষের মত তোমার অতিমাত্র অত্যাচার সহ্য ক'রে অশ্রুপাত করতে করতে রাজ্য ত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছি। এসেছি—কিন্তু শপথ করেছি, তোমায় ক্ষমা করব না।

শ্বেত। তখন বুঝি নাই—বুঝতে পারি নাই যে কালী কৃষ্ণ অভিন্ন। তাই—

রুদ্রা। তাই ব্রাহ্মণের উত্তমাঙ্গের রক্তস্রাব করেছিলে? যে স্থানে এই মস্তকের উষ্ণরক্ত পড়েছিল, সে স্থান কি এখনও সেইভাবে বর্ত্তমান আছে? রসাতলে যায় নাই? ওমা দানবদলনী কালিকে! সন্তানের দুর্দ্দশা দেখে এখনও নীরব আছিস্? এত পাষাণী তুই? বুঝেছ, শ্বেতবাহু! ঠিক বুঝেছ—যে কালী কৃষ্ণ এক? কি ক'রে বুঝ্‌লে? ঐ আসন্নমৃত্যুর করালী মূর্ত্তি দেখে? এই উর্দ্ধগত রক্তপায়ী খড়্গ দেখে?

শ্বেত। ক্ষত্রিয় আমি, মৃত্যুর ভয় করি না। মরণের ভয়ে আমি বল্‌ছি না যে, কালী কৃষ্ণ এক। যেমন অগ্নি আর অগ্নিশিখা। তবে গুরুদেবের বিশদ ব্যাখায় কতকটা বুঝেছি। তাই অনুতপ্ত আমি, ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌ছি।

রুদ্রা। প্রথমেই ত জানিয়েছি—ক্ষমা নাই—প্রস্তুত হও, শ্বেতবাহু! মা তোমার রক্ত চায়—দানব তুমি।

শ্বেত। সন্তানের রক্ত মা চান্ না, রক্ত চাইছেন আপনি। আমি প্রস্তুত; আপনার জ্বলন্ত প্রতিহিংসানল আমার তরল রক্তে নির্ব্বাপিত করুন।

রুদ্রা। তাই কর্‌ব—তাই কর্‌ব। হাড়িকাঠে গলা দাও।

[সিংহবাহু ও শিষ্যগণ শ্বেতবাহুকে অবনমিত করিলেন]

শ্বেত। দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু পতিত পাবন!
পতিতের এ জীবন কর হে পাবন।
দীনের শরণ তুমি অগতির গতি,
দয়া কর দীনহীনে হে কমলাপতি!

রুদ্রা। জয় মা কালিকার জয়! [খড়্গ-উত্তোলন]

সিংহ। জ্যোতিষ্মান্ তেজোপুঞ্জ বিবস্বান্ প্রায়
আচম্বিতে কলেবরে উঠিল জ্বলিয়া,
সর্ব্ব অবয়ব যেন হ'ল প্রভাসিত—

অতুলিত স্বর্গীয় প্রভায় !
প্রসন্ন বদন ওই আনন্দ-বিম্বিত,
সমুজ্জ্বল নয়ন যুগল।
দ্বিজবর ! নতজানু করি অনুনয়,
নাহি কাজ ভক্ত-বলিদানে।

রুদ্রা। নির্ব্বাক্ হও, অর্ব্বাচীন ! বৃহস্পতিকে উপদেশ দিচ্ছ ?

সিংহ। হেন স্পর্দ্ধা নাহি মম, দেব !
তবু মম হৃদয়ের অন্তস্তল হ'তে—
কে যেন কহিছে মোরে সজীব ভাষায়,
রাজা নহে বধ্য আপনার।
রাজ-রক্ত করিলে মোক্ষণ,
নারকীয় নিগ্রহের র'বে না অবধি।
আবার—আবার বলি নতজানু হ'য়ে,
রাজা নহে বধ্য আপনার।

রুদ্রা। আমার প্রত্যেক শুভানুষ্ঠানের অন্তরায় তুই, আমি তোর কোন কথা শুন্‌ব না। জয় মা কালিকার জয় ! [খড়্গ উত্তোলন]

সিংহ। ওই—ওই কালীর কপালে
সহসা জ্বলিল বহ্নি দহিতে জগৎ !
ওই—ওই বাম হস্ত হতেছে কম্পিত !
ওই—ওই ভীমখড়্গ হয় উত্তোলিত !
ওই—ওই বদনের বিশাল ব্যাদান—
গ্রাসিতে উদ্যত যেন নিখিল সংসার।
ক্ষান্ত হও, দ্বিজবর ! কহি বারংবার,
ক্ষান্ত হও দাসের বচনে।

রুদ্রা। আবার আবার তোর উন্মত্ত প্রলাপ ?
আরে—আরে প্রগল্‌ভ বর্ব্বর !
পুনঃ পুনঃ মোর আদেশ উপেক্ষা ?
শিষ্যগণ ! দুর্ব্বৃত্তরে করহ বন্ধন।

সিংহ। কার সাধ্য আমায় বন্ধন করে ? আরে রে দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণ ! ন্যায়ের বুকে পদাঘাত ক'রে—প্রতিহিংসায় অন্ধ হ'য়ে নিষ্ঠুর জল্লাদের কার্য্য কর্‌ছ ? মনে ভেবেছ—রাজার শরীরে খড়্গাঘাত কর্‌বে ? আমার প্রাণ থাক্‌তে তা হবে না।

রুদ্রা। তবে প্রাণ দে। [বধোদ্যত]

সিংহ। দেখি, কে কার প্রাণ নেয় ? [খড়্গ কাড়িয়া লইয়া শ্বেতবাহুর বন্ধনমোচনপূর্ব্বক] যাও, মহারাজ ! অবিলম্বে চ'লে যাও।

রুদ্রা। রুদ্রানন্দ বেঁচে থাক্‌তে নয়। [আক্রমণোদ্যত]

সিংহ। বেঁচে থাক্‌তে নয় ? তবে জীবন দাও। [আঘাতোদ্যত]

শ্বেত। করিও না ব্রহ্মবধ। [সবেগে প্রস্থান।

রুদ্রা। যাও সবে ব্যাধ সম পশ্চাতে পশ্চাতে।

[শিষ্যগণের প্রস্থান।

সিংহ। [উন্মত্তবৎ] কারো রক্ষা নাই—কারো রক্ষা নাই।

[দ্রুত প্রস্থান।

রুদ্রা। তোরও রক্ষা নাই।

[দ্রুত প্রস্থান।

নেপথ্যে সিংহ। ঝাঁপ দাও, মহারাজ ! সরিৎ মাঝারে।
আত্মরক্ষা কর ত্বরা দ্রুত সন্তরণে।

নেপথ্যে শ্বেত। শান্ত হও কল্লোলিনি !
বাঁচাও—বাঁচাও আজি বিপন্নের প্রাণ।

শ্বেতবাহুর প্রবেশ।

শ্বেত। এই যে—এই যে বেলাভূমি।
অতীব দুর্গম পথ চলিব কেমনে ?
অবসন্ন শরীর আমার,
স্খলিত চরণ মোর প্রতি পাদক্ষেপে,
বিঘূর্ণিত মস্তক আমার।
তরঙ্গে-তরঙ্গে অঙ্গ হইল বিক্ষত।
ঘন ঘন বহিতেছে শ্বাস,
কণ্ঠাগত জীবন আমার। উঃ। [বসিয়া পড়িলেন।]

দ্রুতপদে সিংহবাহুর প্রবেশ।

সিংহ। আঁধার—আঁধার—গভীর আঁধার!
দেখি না আঁধারে মোর গন্তব্যের পথ!
কোথা গেল—কোথা পাব সন্ধান তাঁহার ?
চমক'—চমক' পুনঃ চমক' বিদ্যুৎ!
ওই—ওই অপ্রশস্ত পথ।

শ্বেত। ওই বুঝি আসিতেছে অরাতি আবার!
এবার জীবন মম করিবে সংহার।
পলাবার শক্তি নাহি আর। [পতন]

সিংহ। এই—এই—এই কি সে মহারাজ ?
দাদা! দাদা!

শ্বেত। মধুর—মধুর সম্বোধন!
বহুদিন দাদা ডাক শুনি নি' শ্রবণে।
নির্ব্বাসিত করিয়াছি স্নেহের অনুজে,

আজ—আজ দশম বরষে।
বাঁচিয়া কি আছে মোর স্নেহের সোদর ?

সিংহ। বেঁচে আছি—বেঁচে আছি, দাদা !

শ্বেত। এসেছ—এসেছ, ভাই ?
আলিঙ্গন দিয়ে ভাই ! শান্তি দাও মোরে
পশিলাম মৃগয়ার্থে গভীর গহনে
অনুচর পরিবৃত হ'য়ে।
মৃগশিশু অনুসরি' দ্রুত
সঙ্গভ্রষ্ট হইলাম আমি।
তাই রুদ্রানন্দ বন্দী করিল আমায়।
যদি তুমি উপস্থিত না থাকিতে তথা,
সুনিশ্চয় হারাতাম প্রাণ।
যে মহত্ত্ব দেখাইলে, ভাই,
অলৌকিক—অপার্থিব—অতীব বিরল !
ক্ষম' ভাই ! অগ্রজের দোষ।

সিংহ। ক্ষম' দাদা ! অপরাধ মম।

শ্বেত। এতদিন কোথা ছিলে তুমি ?

সিংহ। এতদিন ছিনু আমি রুদ্রানন্দ সনে।

শ্বেত। সিংহবাহু !

সিংহ। দাদা !

শ্বেত। দশ বৎসর পরে পাইয়া তোমায়
উচ্ছ্বসিত প্রাণে মোর কত যে আহ্লাদ,
ভাষা তাহা বর্ণিতে অক্ষম !
কিন্তু ভাই ! মনে হয় এবে,

তব মুখ না দেখাই ছিল শ্রেয়স্কর।
জাগে মনে রুদ্রানন্দ কেমন নিষ্ঠুর ?

সিংহ। নাহি ছিল নিষ্ঠুরতা তাঁর।

শ্বেত। রুদ্রানন্দে নিষ্কলঙ্ক করি'
মিথ্যাকথা কহিছ আমায় ?
মৃত্যুই মঙ্গল তব।
করিলে জীবন দান রুদ্রানন্দ করে
আদেশ দিব না তব জীবন বধিতে।
আজীবন থাক পুনঃ হ'য়ে নির্ব্বাসিত,
এ মুহূর্ত্তে কর রাজ্য ত্যাগ।

সিংহ। দাদা! দাদা!

শ্বেত। রাজা হবে? রাজা হবে? কি আপত্তি আছে?
হও রাজা—পাল' প্রজা পুত্রনির্ব্বিশেষে।
এ মুহূর্ত্তে বনবাসে চলিলাম আমি। [গমনোদ্যত]

সিংহ। সিংহাসনে নাহি আকিঞ্চন।
কেন যাবে রাজ্য তব করি' বিসর্জ্জন ?
আমি যাই—আমি যাই ছাড়ি' মাতৃভূমি।
আছে কি জীবিত দাদা, সে শিশু কুমার ?
ছ'মাস বয়সে যারে করি' পরিহার
হইয়াছি নির্ব্বাসিত ?
আছে কি জীবিত তার মাতা অভাগিনী ?
থাকে যদি দেখিও তাদের।
পলাও—পলাও দাদা, পলাও অচিরে ;
শত্রু বুঝি আসিছে হেথায়।

রুদ্রা। [নেপথ্য হইতে]

মন্ত্রবলে বিদূরি' আঁধার,

বনদেশ আলোকিত করিব অচিরে।

দূর হও, অন্ধ অন্ধকার !

সিংহ। ওই—ওই ভাতিল আলোক !

আসিতেছে রুদ্রানন্দ শিষ্যগণ সনে।

পলাও—পলাও, দাদা !

পলাও সত্বর।

রুদ্রানন্দের প্রবেশ।

রুদ্রা। পলাবার অবকাশ কোথা ?

তোদের বাঁধিব এবার কঠোর নিগড়ে।

সিংহ। কি—কি বাঁধিবে মোদের ?

কে বাঁধিবে ? তুমি ? হও অগ্রসর।

রুদ্রা। এবার তবে এ তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের ক্ষমতা দেখ।

সিংহ। ব্রাহ্মণ ! তুমি যেমন ভূতসিদ্ধ, আমিও তেমনি ভৈরব-সিদ্ধ ; তোমার যত শক্তি থাকে, প্রয়োগ কর।

রুদ্রা। আরে—রে বলদৃপ্ত বর্ব্বর ! আমার ক্ষমতায় উপেক্ষা ? এইবার তবে আত্মরক্ষা কর্। [ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ] এস—এস, ভূতগণ ! আমার শত্রু ধ্বংস কর।

শ্বেত। ঐ—ঐ—[চক্ষু চাপিয়া] কি ভীমা মূরতি !

সিংহ। ভয় নাই—ভয় নাই, দাদা। [ধূলি নিক্ষেপ] পোড়াও ও ভূতগণে।

রুদ্রা। আগুন—আগুন।

পুড়ে যায়—পুড়ে যায় এ বিশ্ব-সংসার।

ওই ভূতগণ দগ্ধ হ'য়ে গেল !
পুড়ে মরি—পুড়ে মরি—পুড়ে মরি—

[দ্রুত প্রস্থান।

সিংহ। ভূতসিদ্ধ তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ কখন্ কি বেশে আসে, বলা যায় না। [কুণ্ডলী অঙ্কিত করিয়া] এই কুণ্ডলীর মধ্যে থেকো, দাদা ! কিছুতেই ভয় পেয়ো না।

ওই—ওই ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধরি'
আসিতেছে রুদ্রানন্দ
করিবারে আক্রমণ,
সিংহরূপে করিব সংহার।

[প্রস্থান।

দ্রুতপদে রুদ্রানন্দের প্রবেশ।

রুদ্রা। সিংহরূপে সিংহবাহু আসিছে পশ্চাতে।
কি উপায়ে আত্মরক্ষা করিব এখন ?
যাই—যাই ধান্য হ'য়ে পড়ি ছড়াইয়া।

[বেগে প্রস্থান।

দ্রুতপদে সিংহবাহুর প্রবেশ।

সিংহ। ধান্য হ'য়ে রুদ্রানন্দ পড়িল ছড়ায়ে,
ভক্ষিব সে ধান্যরাশি পক্ষীরূপী হ'য়ে।

[দ্রুত প্রস্থান।

দ্রুতপদে রুদ্রানন্দের প্রবেশ।

রুদ্রা। পক্ষীরূপে ধান্যরাশি করিছে অশন,
ব্যাধ হ'য়ে প্রাণ তার করিব হনন। [প্রস্থান।

দ্রুতপদে সিংহবাহুর প্রবেশ।

সিংহ। 　ব্যাধ হ'য়ে রুদ্রানন্দ আসিছে তাড়া'য়ে
　　　　সর্প হ'য়ে করিব দংশন।

[প্রস্থান।

সশিষ্য রুদ্রানন্দের প্রবেশ।

রুদ্রা। ময়ূর—ময়ূর-ময়্—না, না, সে মন্ত্র ত মনে পড়্ছে না! সর্প হ'য়ে সিংহবাহু ঐ যে দংশন কর্তে আস্ছে! রক্ষা কর—রক্ষা কর।

দ্রুতপদে সিংহবাহুর প্রবেশ।

সিংহ। 　শমন রক্ষিবে তোমা শমনের পুরে। [বধোদ্যত]

রুদ্রা। 　রক্ষা কর—রক্ষা কর বিপন্ন ব্রাহ্মণে।

সহসা গুর্জ্জরসিংহের প্রবেশ।

গুর্জ্জর। 　ভয় নাই—ভয় নাই, বিপন্ন ব্রাহ্মণ!
　　　　আরে—আরে দস্যু দুরাচার!
　　　　করিস্ নিগ্রহ হেন ভূদেব ব্রাহ্মণে?
　　　　ছেদিব মস্তক তোর সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে। [কৃপাণ উত্তোলন]

শ্বেত। 　ক্ষান্ত হও, সেনাপতি!
　　　　বধিও না ভ্রাতারে আমার।

গুর্জ্জর। 　কে এ! মহারাজ? মহারাজ!
　　　　আপনিও বন্দী দস্যু-করে?

শ্বেত। এই দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণ আমার প্রাণবধে উদ্যত হয়েছিল। আমার স্নেহের অনুজ এই সিংহবাহু আমায় রক্ষা করেছে; তাকে বধ ক'রো না। প্রাণাধিক সিংহবাহু! আমাকে ক্ষমা কর, ভাই। [জানু পাতিলেন]

সিংহ। দাদা! ছোট ভাই আমি, আমার কাছে কি ক্ষমা ভিক্ষা সাজে? [তুলিলেন] চল্‌লাম দাদা, তোমার আদেশ পালন কর্‌তে। যাবার সময় ব'লে যাই দাদা, রুদ্রানন্দ হ'তে আর কোন ভয় নাই, দাদা! রুদ্রানন্দ গুরুবাক্য তুচ্ছ ক'রে আজ বিভূতি দেখিয়েছেন ব'লে তাঁর পতন হ'ল। আমার শেষ প্রার্থনা, দাদা! রুদ্রানন্দকে মুক্ত ক'রে দাও।

[বেগে প্রস্থান।

শ্বেত। যেয়ো না—যেয়ো না, ভাই! আমি আদেশ প্রত্যাহার কর্‌লাম। গেল—গেল, সেনাপতি! প্রাণাধিক ভাই চ'লে গেল? আমি বুঝেছি—সিংহবাহুর কোন দোষ নাই। এই দুরাচার ব্রাহ্মণের কুপরামর্শে দেবোপম ভাই আমার আদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল।

গুর্জ্জর। আপনার কোন্ আদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন?

শ্বেত। ছাগবলি দিতে আমি যে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেছিলাম, তারই বিরুদ্ধে সিংহবাহু দাঁড়িয়েছিল।

গুর্জ্জর। আপনাকে বধ কর্‌বার জন্য আপনার শয়ন-কক্ষেও প্রবেশ করেছিল, এও বুঝি আপনার বক্তব্য? [সন্দেহ দৃষ্টিক্ষেপ]

শ্বেত। বক্তব্য বৈকি। সেও এই দুর্ব্বৃত্তের পরামর্শে। গুর্জ্জর! ওদের বেঁধে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে যাই চল।

[সশিষ্য রুদ্রানন্দকে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজবহির্বাটীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।

বৈষ্ণবগণ।—

গান।

কর অবিরাম অভিরাম হরিনাম সুধাপান।
সে নামে পাষাণ গলে, ভাসে নয়ন প্রেম-জলে
উথলে হৃদয়-নদে প্রেমের তুফান॥
সংসারের সুখলোভে দুরাশা-নিরাশা ক্ষোভে
বিফলে জীবন চ'লে যায়,
জীবনে আনন্দ-আশা, সুখ-শান্তি-ভালবাসা
মরুভূমে মরীচিকা প্রায়;
(আশা মেটে না—মেটে না)
কুবাসনা পরিহরি বল মুখে হরি হরি
কর সদা হরিগুণগান॥

দ্রুত দধিমুখের প্রবেশ।

দধি। আনে বেতানা! তুপ্—তুপ্। নাত্ পোয়াতে-না-পোয়াতে এগুনো কোত্থেকে এসে জুৎলো? ব্যাতাদেন ষাঁনেন চীৎকানে—গাধান মত ভোৎকানে ঘুমোবে কান্ বাবান সাধ্যি? কত নাত আছে দেখ্ ত?

১ম বৈষ্ণব। রাত আছে কি বলছেন? ঐ যে সূয্যি উঠ্ছে।

দধি। ওতা সূয্যি না তাঁদ? আমান সাথে থাত্তা? আমি নাজান শালা দধিমুখ জানো?

১ম বৈষ্ণব। আপনার নাম দধিমুখ? তবে আপনার মুখে দধি নাই কেন?

দধি। তাই ত! দধি নাই কেন? আখ্যা দাঁনাও—দিদিন কাথে জিগ্যেস্ ক'নে আসি। মনে নেখো আমি নাজান শ্যালক।

১ম বৈষ্ণব। আজ্ঞে, হুজুর! আমাদেব কিছু—

দধি। দোব—দোব। একটা পেন্মেন্ গান গা দেখি?

বৈষ্ণবগণ।—(সুরে) হরিবল—হরিবল হরিবল ভাই রে।
ওই নাম বল্‌তে বল্‌তে মিঠে লাগে, হরিবল ভাই বে।

দধি। [সক্রোধে] আনে ব্যাতানা! তুপ্—তুপ্। একেবানে ভেনা-নাগিনী সুন্থু ক'নে দিলি? সানা নাত্ মদিনান্ পেন্মে মতোযানা হ'য়ে কেমন সনস গান শুন্‌নু, শুনে পেন্মেন্ তুফান উথ্‌তে লাগ্‌ল। বাইজীনা গাইল—[সুরে] পিও—পিও সুনা পেযালা—পিও পিও সুনা পেযালা—পিও পিও সুনা পেয়ালা। য্যায়সা মজা হুযা—দূন্ শালা! সব ভূলে মেনে দিযেছি। তবে সুন্‌তা এই—ব্যাযসা মজা হুযা হুযা হুযা হুযা হুযা হুযা হুয়া হু হু হু হু হু হু হু হু হু। আহা-হা! কি পান মাতান গান! নসে তুব্ তুব্ কন্‌ছে। থিক যেন পেন্মেন্ নসগল্লা। আন তোনা গন্দভ সুনে গাইলি—[সুরে] "অনিবল অনিবল বাই নে!" দূন্ শালা! এক ঝুনি মিথ্যে কথা সাজানো। অনি নাম বল্‌তে বল্‌তে মিত্যি নাগ্‌ল কৈ নে, ব্যাতানা? আমি দধিমুখ—নাজান্ শ্যালক, আমান কাতে মিথ্যেকথা?

১ম বৈষ্ণব। আজ্ঞে হুজুর, রসিক না হ'লে—

দধি। কি? আমি নসিক নই? আমি নস্ বুঝ্‌তে পারি না? বেনো, বেতানা! বেনো। তা' না হ'লে মাথান আন্‌কোফনাগুলো থিনে ফেলে দোব। আহা-হা! এখন যদি বাইজীনা থাক্‌ত?

[বৈষ্ণবগণের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—   [নৃত্যগীত]

মোরা, এসেছি এসেছি সখা,
দিব প্রেম-উপহার।
এ অমিয় হাসি   এ সুষমারাশি
বিলাইব চরণে তোমার॥
পিও সখা, সুধা ভোরপুর,
প্রেম লহরে   দুলিবে সুখে
তৃষা হবে দূর ;
মোরা তব দাসী,   কত ভালবাসি,
ধর বঁধু, সুধার আধার॥

[প্রস্থান।

দধি। ওগো—ওগো আমান্ বুকেন্ ভেতোন্ মিথ্নীন্ থুনি বসিয়ে দিয়ে তোমনা কোথায় যাত্ব, তাঁদ। আন্ একতিবান্ এস ত পান! একেবানে নস্তুকু নিঃশেষ ক'নে নি'।

কমলার প্রবেশ।

কমলা। কি নিঃশেষ কর্‌বি রে, দইয়ে?

দধি। নস্তুকু।

কমলা। রস কিসের?

দধি। কাশ্মিনী মেওয়ান্ নস্।

কমলা। কাশ্মিরী মেওয়া কি, রে মূর্খ?

দধি। মুন্থ আমি—না তুমি? আনে, পোনান্মুখী! স্বন্গ থেকে গোতাকতক অপ্সনা আমায় খুঁজ্‌তে এসেছিন। তানা আমান্ মুয়ে নস্ ধেলে দিনে, আর আমি গনাধঃকন্নন্ কন্নু। বাঃ! তোফা! [জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন]

কমলা। বেলা অনেক হয়েছে—খাবি চল।

দধি। আনে কেও? দিদিমণি? তুমি এসে নসভঙ্গ কন্‌নে? আহা হা! এমন নঙ্গনস্ হখিল!

গীতকণ্ঠে জয়গোপালের প্রবেশ।

জয়।—

গান।

ও ত নয় রে রসরঙ্গ।

ও রসের রসিক হ'লে হয় রে রসভঙ্গ ॥

দধি। এ নসনঙ্গ নয় ত আবান্ নসনঙ্গ কি নে, ব্যাতা?

জয়।— [গীতাংশ]

রসরঙ্গ চাও যদি কর রসিক-সঙ্গ,

হরি ভজ—প্রেমে মজ, তাঁরে কর অন্তরঙ্গ ॥

দধি। এ ব্যাতা পাগল নাকি, দিদি?

জয়।— [গীতাংশ]

এ এক পাগল ভবরঙ্গে দেখ্‌ছে ব'সে রঙ্গ,

তুই কোথায় যাচ্ছিস্ পাপ-স্রোতে ঢেলে দিয়ে অঙ্গ।

কমলা। [জয়গোপালকে] ওর সঙ্গে আপনি বৃথা বকাবকি কর্‌ছেন কেন? ঘরে যান্।

জয়।— [গীতাংশ]

ঘরে যাব প্রাণ কাঁদে মোর নাই কিছু সম্বল।

কাঁপ্‌ছে হিয়া দরশিয়া এ ভব-তরঙ্গ ॥

দধি। চল দিদি, পানিয়ে দাই।

জয়।— [গীতাংশ]

আজকে না হয় পালিয়ে যাবি ল'য়ে ভগ্নীর সঙ্গ।

যখন শমন এসে ধর্‌বে কেশে, তখন নিবি রে কার সঙ্গ ॥

দধি। তবে উপায়?

জয় ।— [গীতাবশেষ]

পাবি উপায়, শ্রীহরির পায় বাঁধ্‌রে মন-কুরঙ্গ,
অবিরল হরি বল—ছেড়ে এ কু-রঙ্গ ॥

[প্রস্থান ।

দধি । আঃ ! বাঁতা গেন, দিদি ! ওতা অমন গায়ে পনা কেন ?

দ্রুতপদে বৃষধ্বজের প্রবেশ ।

বৃষ । মা ! মা ! বিষম অনর্থ ঘটেছে ।

কমলা । কি হয়েছে, বিষু ?

বৃষ । শুন্‌তে পার্‌বে, মা ! শুনে স্থির থাক্‌তে পার্‌বে ? সহস্র হাত মাটীর নীচে সেঁধিয়ে যাবে না ত ? শোন, মা ! গতরাত্রে তোমার বড় স্নেহের ভাই—যাকে তুমি প্রশ্রয় দিয়ে মূর্ত্তিমান্ অত্যাচার ক'রে গ'ড়ে তুলেছ—সেই দুর্ব্বৃত্ত—এই পাপ দধিমুখ—বল্‌তে ঘৃণা হয়—আমার মাতুল দধিমুখ কিশোর দাসের পরিবারের উপর পাশব অত্যাচার করেছে ।

দধি । তোপ্‌নাও বদ্দাৎ ! আমান্ মুখেন্ ওপন্—

বৃষ । তোমার মুখের ওপর লোকে থুৎকার দিচ্ছে । সে থুৎকারের ভাগী একা তুমি নও—আমরাও । ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ !

কমলা । তুই কি বল্‌ছিস্, বিষু ! তোর পূজনীয় মাতুল এ দধিমুখ । তাকে এমন অবাচ্য বল্‌তে তোর একটু সঙ্কোচ হ'ল না ? তোদের সংসারের একমুষ্টি অন্ন খাচ্ছে ব'লে তোরা সকলে ওকে এম্‌নি ভাবে নির্য্যাতিত কর্‌বি ? আমরা আর তোদের সংসারে থাক্‌তে চাই না, যেদিকে দু'চোখ যায়, সেইদিকেই চ'লে যাব ।

বৃষ । কাঁদ্‌ছ, মা ! এ কান্না ত আজ ফুরাবে না । যতদিন বেঁচে থাক্‌বে, ততদিন কাঁদ্‌তে হবে । প্রজারা সব মাতুলের কথা পিতার কাছে জানাতে এসেছে ।

কমলা। আমার ভাই লোকের চু'চক্ষের বালি। তাই সব আমার ভা'য়ের নামে মিথ্যাকলঙ্ক আরোপ কর্‌ছে। মহারাজ যদি তাদের কথায় আমার ভা'য়ের কোন শাস্তি দেন্ ত আমি রাজ্য রসাতল কর্‌ব।

বৃষ। রসাতল কর্‌বে—কর, ক্ষতি নাই। যে রাজ্যে আসুরিক অত্যাচার নিগ্রহিত, সংযমিত, উন্মূলিত না হ'য়ে বরং দিন দিন প্রশ্রয়প্রাপ্ত হ'য়ে বেড়ে ওঠে, সে রাজ্য রসাতলে যাক্। উঃ! কি অত্যাচার!

দধি। অত্যাতান্—অত্যাতান্ কর্‌ত বনি, অত্যাতান্টা কি হয়েতে? কান্ নেতে সে বানীন পুনুষগুলো কোথা গিয়েথিল, আমি সে বাঁনীন ক'তা ছুঁনিকে জোন ক'নে এনে একতু মদ খাথিনুম। এতে আন অত্যাতান্তা কি হয়েথে?

বৃষ। শুন্‌লে মা, শুন্‌লে? তোমার সাম্‌নে তোমার নির্লজ্জ ভ্রাতা কি কালিমাময় আত্মচিত্র এঁকে দেখালে—শুন্‌লে ত? দেখ্‌লে ত? বুঝ্‌লে ত? আরও জান্‌তে চাও, মা? মনে মনে একটা নিরপেক্ষ চিত্র এঁকে তার দিকে একবার তাকাও ত, মা! বুঝ্‌বে—ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌বে, তোমার ভাই মানবরূপী পিশাচ কি না? এ দৌরাত্ম্যের কথা যখন পিতার কানে উঠ্‌বে, তখন তাঁর প্রথম জ্বালাময়ী দৃষ্টি পড়্‌বে—তোমার প্রতি। জানি না—বিধাতার মনে কি আছে!

কমলা। কি হবে, বিষু! এর কি কোন প্রতীকার হ'তে পারে না?

বৃষ। প্রতীকার প্রজাদের হাতে।

কমলা। যাও বাবা, প্রজাদের আশীর্ব্বাদ জানিয়ে আমার নাম ক'রে বল গে—যে, আমার মা বড়রাণী তোমাদের কাছে এইবারকার মত তাঁর ভা'য়ের প্রাণ ভিক্ষা চাইছেন। এবার তিনি এমনই শাসিয়ে দেবেন যে, আর কখন এমন কাজ কর্‌বে না।

বৃষ। আদেশ কর্‌ছ তুমি—যাচ্ছি; কিন্তু ফল কি হবে—জানি না।

কমলা। যদি বুঝ্‌তে পার, কোন ফল হবে না, আমায় অচিরে খবর দিয়ো, বাবা!

বৃষ। খবর জেনে কি কর্‌বে, মা?

কমলা। আমি নিজে গিয়ে তাদের সাম্‌নে দাঁড়াব।

বৃষ। রাজরাণী হ'য়ে তুমি প্রজাদের কাছে যাবে—এ উত্তম!

কমলা। সন্তানের কাছে যাব। সন্তানে আর প্রজায় তফাৎ কি, বিষু?

বৃষ। তোমার কাতরতায় প্রজারা নিরত হ'লেও ধর্ম্ম কখন সইবে না, মা! কোন এক অজানা দিক্‌ হ'তে একটা প্রবল ধ্বংসের বন্যা এসে সমস্ত দেশ ডুবিয়ে দেবে। কপালে যাই থাক্‌—তোমার আদেশে প্রজাদের কাছে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

কমলা। এত পিশাচ তুই কুলাঙ্গার? তুই—

দধি। তুমিও গান্‌ দিখ, দিদি! তবে তোমান্‌ আপদ্‌ বালাই হ'য়ে খান্‌ থাক্‌ব না। বিদেয় দাও, দিদি। [প্রস্থানোদ্যত]

কমলা। যাস্‌ নে—ভাই! [ধরিলেন] আহা! মাতা-পিতাহারা বেচারা ভাইটি আমার! বল্‌ দাদা, আর এমন কাজ কর্‌বি না?

অমলার প্রবেশ।

অমলা। দিদি! দিদি! মহারাজ মৃগয়া হ'তে ফিরে এসেছেন। শীগ্‌গির ঘরে চল।

কমলা। কতক্ষণ এসেছেন?

অমলা। এইমাত্র ফিরে এসেছেন। শুন্‌লাম—বড়ই বিপদে প'ড়েছিলেন, ভগবান্‌ নিতান্ত সহায় ব'লে উদ্ধার পেয়েছেন। দেখ্‌লাম শরীর বড়ই দুর্ব্বল! সত্বর এস!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

জম্বুস্বামীর আশ্রম—নন্দদুলাল-মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

জম্বুস্বামীর প্রবেশ।

জম্বু। সজল-জলদ-শ্যামল তনু—শিখণ্ড-বন্ধক-চূড়ক, পীতকৌষেয়-বাসা, বনমালী, গোপীমানস মোহনমূর্ত্তি কে তুমি সরাট্ পুরুষ ভুবন আলোকিত ক'রে বিরাজমান্? অজ্ঞান আমি, তোমায় চিন্‌তে পারি না—বুঝ্‌তে পারি না। তোমায় কোটী কোটী নমস্কার! অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় কে তুমি বিরাট্ পুরুষ; অতীন্দ্রিয় হ'যে বিরাজমান্? ক্ষুদ্রতম আমি, তোমায় জান্‌তে পারি না—বুঝ্‌তে পারি না। তোমায় কোটী কোটী নমস্কার!

নমো পরমকল্যাণ নমস্তে বিশ্বভাবন,
বাসুদেবায় শান্তায় যদুনাং পতয়ে নমঃ।

জয়গোপালের প্রবেশ।

জয়। প্রভু! [প্রণাম]

জম্বু। কে? জয়গোপাল! এস বাবা, খবর?

জয়। সিংহবাহুর স্ত্রী সুশীলা বোধ হয়, আত্মহত্যা করেছে।

জম্বু। আত্মহত্যা কর্‌বার জন্য সে সতী নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাকে আমি তুলে এনে এইখানেই রেখেছি। সুশীলা সামান্যা রমণী নয়, বাবা, কমলার অংশ।

জয়। এখন আপনার আশ্রয়ে কতকটা শান্তিতে থাকৃতে পা্‌র্‌বে।

জম্বু। আর কোন সংবাদ পেয়েছ?

জয়। আর কোন সংবাদ আমি পাই নাই। আজ আপনাকে একা পেয়ে—প্রভু, একটা কথা বল্‌ব। অন্যের সাম্‌নে বল্‌তে লজ্জা হয়।

জম্বু। কি বল্‌বে—বল, বাবা?

জয়। আপনার কথায় আমি নির্জ্জনে গিয়ে ধ্যান কর্‌তে বসি। চোখ খোলা থাক্‌লে মন বেটা বরং কতকটা আমার বশে থাকে, চোখ বুজ্‌লেই সে এমন বেয়াড়া হ'য়ে ওঠে যে, কিছুতেই বশে আন্‌তে পারি না। এ মন নিয়ে কি কখন সাধন-ভজন করা যায়! যা' হয় একটা সোজা পথ দেখিয়ে দিন্।

জম্বু। ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন নাই—নিষ্কাম কর্ম্ম ক'রে যাও।

জয়। কি রকম?

জম্বু। রোগীর সেবা-শুশ্রূষা কর—বিপন্নের ত্রাণ কর—ব্যথিতের ব্যথা লাঘব কর—জীবের সেবায় আত্মনিয়োগ কর। ভগবানের সাধনার এ বড় উৎকৃষ্ট পথ। এইটুকু মনে রেখো বৎস, কামনা নিয়ে কাজ কর্‌তে নাই।

জয়। এর চেয়ে যখন সাধনার আর অন্য কোন সোজা পথ নাই, প্রভু! তখন এই পথই বেছে নিলাম। ভাল-মন্দ কিছুই আমি জানি না, জয় গুরু ব'লে কাজে লেগে যাব; তার পর যা' কর্‌তে হয়, আপনি কর্‌বেন।

জম্বু। কাল যারা কীর্ত্তন শুনিয়ে গেল, তারা কেন আস্‌ছে না?

জয়। আজ একটা কীর্ত্তন শুন্‌ব, প্রভু!

সুশীলাবেশী নন্দদুলালের প্রবেশ।

নন্দ। আমি আজ একটা কীর্ত্তন শুন্‌ব, বাবা!

জম্বু। নন্দদুলালের ভোগের রান্না হয়েছে, মা?

নন্দ। কীর্ত্তন শুনে গিয়ে রান্না কর্‌ব।

জম্বু। শোন মা, কীর্ত্তন শোন—ঐখানে ব'স।

কীর্ত্তন—গীত।

শ্যাম নামে ব্যাধ সখি! গোকুলেতে আছে লো।
সে মায়াজালে মনোমৃগে বাঁধিয়া রেখেছে লো॥
(কত মায়া সে জানে লো)
(একে ব্যাধ তাহে কত মায়া সে জানে লো)
দেখিলাম তার আঁখি বাঁকা,
পাখী-পাখা বাঁধা শিরে,
গলে মালা সপ্তনলা
বাঁশরী তার দু'টি করে॥
কুহকী সে কালাচাঁদ, পেতেছে রূপের ফাঁদ,
(তোরা সবাই ত পড়্‌বি লো)
(কালাচাঁদের মোহন ফাঁদে তোরা সবাই ত পড়্‌বি লো)
(আমার মত পাগল হ'য়ে সবাই ত পড়্‌বি লো)
রাই হ'য়ে আকুল, ত্যজিয়ে কুল
তার পদাশ্রয় নিয়েছে লো॥

নন্দ। ঠাকুরের ভোগের সময় হয়েছে, আমি এখন যাই, পিতা!

[প্রস্থান।

জম্বু। এস, মা! আজ বড় আনন্দ হ'ল।

জয়। আহা! কৃষ্ণ-প্রেমপাগলিনী শ্রীমতীর কি অপূর্ব্ব ভাব!

সুশীলার প্রবেশ।

সুশীলা। আসুন, পিতা! ঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত হয়েছে।

জম্বু। সে কি, মা! এরই মধ্যে ঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত হ'ল কি রকম?

সুশীলা। এরই মধ্যে কি বল্‌ছেন, বাবা! প্রাতঃকৃত্য সেরেই ত আমি ভোগ রাঁধ্‌তে গিয়েছি।

জম্বু। এই মাত্র না তুমি কীর্ত্তন শুনে গেলে, মা ?

সুশীলা। আমি ত আজ কীর্ত্তন শুন্‌তে আসি নি', বাবা !

জম্বু। [স্বগত] ছলনাময় ! ছলনা ক'রে চ'লে গেলে ? কৃষ্ণ হে ! গোবিন্দ হে ! ঐ যে —ঐ যে আমার নন্দদুলাল !

[বেগে প্রস্থান।

জয়। গুরুদেব ! আমাকেও সঙ্গে নিন্।

[প্রস্থান।

সুশীলা। অদ্ভুত এ রহস্য ! আশ্চর্য্য এ দৃশ্য ! গুরুদেবের ভক্তির আকর্ষণে বুঝি নন্দদুলাল আমার বেশ ধ'রে এসে কীর্ত্তন শুনে গেলেন। আমি নিশ্চয় বুঝেছি—প্রভু আমায় নন্দদুলালকে দেখাতে পার্‌বেন। আমি প্রাণ থাক্‌তে তাঁকে ছাড়্‌ব না।

দ্রুতপদে অনুবলের প্রবেশ।

অনু। আমিও ছাড়্‌ব না, সুশীলা।

সুশীলা। না—না ছেড়ো না, শক্ত ক'রে গুরুদেবের পা আঁক্‌ড়ে ধর। তাঁর প্রিয়তম শিষ্য তুমি, নিশ্চয়ই তুমি নন্দদুলালকে পাবে।

অনু। সে সব ত আমি কিছুই চাই না, সুশীলা !

সুশীলা। তবে কি চাও, তুমি ?

অনু। কি চাই—বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, সুশীলা ?

সুশীলা। কে তুমি মূর্ত্তিমান্ নরক ! নির্জ্জন-পবিত্রতা, গভীর বীভৎসতায় ডুবিয়ে দিতে এসেছ ? কে তুমি নরক-নিবাসী, এমন পবিত্র তীর্থ অপবিত্র কর্‌তে এসেছ ? কে তুমি দুরাশয় ! ওকি ! শিকারীর মত লোলুপ-দৃষ্টিতে কে তুমি, কামুক পিশাচ !

অনু। চিন্‌তে পার্‌ছ না, সুশীলা ? কবচাসুরের পুত্র আমি

দৈত্যরাজ অনুবল, শ্বেতবাহুর সখা আমি—অনুবল। স্বয়ংবর সময়ে আমাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে ঘৃণিত সিংহবাহুর গলায় বরমাল্য দিয়েছিলে? শপথ করেছিলাম—তোমাকে একদিন আমার বাম অঙ্কে বসাবই বসাব। এতদিন আমি সুযোগ খুঁজ্‌ছিলাম। আজ আমার সঙ্কল্পসাধনের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত! আমার সঙ্গে চল, সুশীলা! তোমায় প্রধানা মহিষী ক'রে দৈত্যপুরের উচ্চতম গৌরবে ভূষিত কর্‌ব।

সুশীলা। যে পাপমুখে এমন কুৎসিত কথা বল্‌লি, তোর সে পাপমুখে আমি শত-সহস্র পদাঘাত করি। [গমনোদ্যত]

অনু। [বাধা দিয়া] কোথায় যাচ্ছ, প্রেয়সি? মহাবল অনুবলের হাত এড়াতে পার, এমন শক্তি তোমার নাই। বৃথা চেষ্টা—এস। [ধারণোদ্যত]

সুশীলা। কোথায় মা দনুজদলনী মহাশক্তি! সতীর গৌরব রক্ষা কর, মা!

গীতকণ্ঠে সতী-শক্তিগণের প্রবেশ।

সতী-শক্তিগণ।—

গান।

দানব-গর্ব্ব, করিব খর্ব্ব, বধিব—বধিব শত্রু-প্রাণ।
খণ্ডিব মুণ্ড, ভাঙ্গিব তুণ্ড, হরিব দুর্ম্মতি দৈত্য-মান॥
ভৈরব হুঙ্কারে কোদণ্ড টঙ্কারে করিব জগৎ কম্পবান্।
অশনি সমান হানিব খরশান রক্ষিব—রক্ষিব সতীর মান॥
করিবে দৃশ্য নিখিল বিশ্ব দুর্ম্মদ দৈত্যের অপমান।
অরাতি-রক্তে বহাব স্রোত করিব শত্রুর অবসান॥

অনু। জাগ—জাগ দুর্দ্ধর্ষ দানবীয় তেজ! অদম্য উদ্দাম বিক্রমে সতী-শক্তি সংহার কর।

গীতকণ্ঠে দানবতেজের প্রবেশ।

দানবতেজ।—   গান।

আমি দৃপ্ত দৈত্যতেজ, কে না জানে আমারে।
বীরদাপে বুক ফুলিয়ে বেড়াই আমি সংসারে ॥
আমার দর্প নহে ত ফাঁকা,
কত শত বার উড়ায়েছি বিজয়-পতকা,
দেববিজয়ী দানব-তেজ ভুবন মাঝারে।
মোর দাপে, ধরা কাঁপে, আমি ভয় করি না কাহারে ॥

[সতীশক্তিগণের সহিত যুদ্ধ, পলায়িতা সতীশক্তিগণের পশ্চাদ্ধাবন।]

অসু। ঐ দেখ্, দুর্দ্দম আসুরিক তেজের হস্তে সতী-শক্তি পরাস্ত—দলিত—বিনত—লাঞ্ছিত। এখন তোকে কে রক্ষা কর্‌বে?

দ্রুতপদে শিবের প্রবেশ।

শিব। এখন সতীর সম্মান রক্ষা কর্‌বে—সতীপতি দানবদলন শঙ্কর।

অসু। এস, ত্রিপুরারি শঙ্কর! তোমায় সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য—ধ্বস্ত দৈত্য-সমাজের প্রতিহিংসা নেবার জন্য মহাবল অসুবল অস্ত্র গ্রহণ করেছে। এস, শঙ্কর! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। [যুদ্ধোদ্‌যোগ]

শিব। ওঠ—ওঠ, দৈত্যবিমর্দ্দিনী শক্তি! প্রলয়-প্লাবনের মত রুখে ওঠ—বাত্যাহত সমুদ্রের ভৈরব গর্জ্জনে গ'র্জ্জে ওঠ—ঘৃতক্ষিপ্ত বহ্নির জ্বালায় জ্ব'লে ওঠ। কোথায় প্রমথকুল! আয়—আয়—আয় সব, দৈত্য-রক্তে আকুল পিপাসা প্রশমিত কর্‌বি ত ছুটে আয়! ওঠ্ রে প্রলয়ঙ্কর ত্রিশূল! সতীর লাঞ্ছনাকারী দানবের মস্তক ছেদন কর্—

[অসুবলের সহিত শিবের যুদ্ধ আরম্ভ হইল, ইত্যবসরে সুশীলা সুবিধা বুঝিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল, তৎপরে শিব অসুবলকে ভূপাতিত করিয়া তাহার বক্ষঃলক্ষ্যে ত্রিশূল উদ্যত করিলে অসুবল কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—]

অনু। রক্ষ'—রক্ষ', আশুতোষ! অজ্ঞান সন্তানে।

দুর্গা। [নেপথ্য হইতে]

সম্বর'—সম্বর' শূল, হে শূলী শঙ্কর!

দুষ্ট দৈত্য বধ্য নহে তব।

ব্রহ্মবরে বলীয়ান্ পাপাত্মা দানব,

নরনারায়ণ করে হইবে নিহত।

ব্রহ্ম-বাক্য রক্ষ', মহেশ্বর!

শিব। [ত্রিশূল উঠাইয়া] যা রে পাপী! কর্ পলায়ন,

দুর্গার কৃপায় আজ পেলি পরিত্রাণ।

অনু। [কিয়দ্দূর গিয়া] নারায়ণের হস্তে আমার মৃত্যু হবে, ইহা ব্রহ্মার উক্তি। এতদিন ঐশ্বর্য্য প্রমত্ত আমি এ কথা ভুলে গিয়েছিলাম। নারায়ণ অর্জ্জুন যজ্ঞীয় অশ্ব রক্ষার জন্য ত্রিনেত্র নগরের অভিমুখে যাত্রা করেছে। সখার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে অর্জ্জুনের সংহারের ব্যবস্থা করি গে।

[প্রস্থান।

অগ্রে নন্দদুলাল ও পশ্চাতে পশ্চাতে জম্বুস্বামীর প্রবেশ।

গান।

নন্দ।—ও বুড়ো, ধর্ ত দেখি আসিয়ে।

ধরিতে পারিলে আমি ধরা দোব হাসিয়ে॥

জম্বু।—চিদানন্দ হরি তুমি আছ ত্রিসংসারে,

নিজে ধরা নাহি দিলে ধরিতে কে পারে;

জয়গোপালের প্রবেশ।

জয়। [প্রবেশ পথ হইতে]

ভক্তি ডোরে বেঁধেছ যে হস্ত পদ ওঁর,

কেমনে পালাবে ছিঁড়ে হেন শক্ত ডোর,

শক্ত টানে ধ'রে এনে রাখ হৃদে বাঁধিয়ে॥

নন্দ। [শিবের প্রতি] ওগো ! ওগো ! ওরা আমায় ধর্‌তে চায়, তুমি আমায় তোমার কাছে লুকিয়ে রাখ্‌বে ? [পার্শ্বে দাঁড়াইলেন]

শিব। এস চতুর লীলাময় হরি ! [হরহরি মিলন]

জম্বু ও জয়। আহা ! কি অপরূপ রূপ ! [একদৃষ্টে নিরীক্ষণ]

গীতকণ্ঠে তত্ত্বজ্ঞানের প্রবেশ।

তত্ত্ব।—

গান।

অপরূপ রূপরাশি পিও ত তৃষিত আঁখি।
ওই যুগল কমল দল পরিমলে মজ' দেখি ॥
শ্বেতনীল একফুল নাইকো ভবে সমতুল,
ভুবন ভুলিল রে—(হরি-হর রূপ জানে)
প্রেম সুধাবসে সহরষে ম'জে থাক মন পাখী ॥

নন্দ। মুক্তপুরুষ তোমরা, আমার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সহায়। কৃষ্ণ-লীলা অবসানের পূর্ব্বেই তোমরা নিত্যধামে চ'লে যাবে। যাও, বিশ্ব কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ কর।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কালিন্দীর কক্ষ।

কালিন্দী ও অমলার প্রবেশ।

অমলা। কুশোর ওপর দিদির এত আক্রোশ কেন জান, কালিন্দি ?

কালিন্দী। জানি, ছোটরাণি ; ত্রিশ বছর আমি এই রাজ-সংসারে কাটিয়ে দিলাম, আমার অজানা কি আছে !

অমলা। কি জান, আমায় বল্‌তে হবে, কালিন্দি ! আজ না শুনে আমি ছাড়্‌ছি না। দিদির সব ভাল—কেবল দেখ্‌ছি কুশোকে দেখ্‌লেই ঘিয়ে আগুনে জ্ব'লে ওঠে। কারণ আমি ভেবে পাচ্ছি না।

কালিন্দী। কারণ আমি জানি। মহারাজের অভিষেকের পর সামন্তরাজ অরুণসিংহ বিদ্রোহী হ'য়ে দেবগ্রাম আক্রমণ করে। সিংহবাহু যুদ্ধ ক'রে অরুণসিংহ আর তার তিন ছেলেকে নিহত কর্‌লেন। তার পর মহারাজ, অরুণসিংহের এই একমাত্র কন্যা কমলাকে বিয়ে ক'রে ঘরে এনেছেন। আর তার ছোটভাই দধিমুখকেও এনে রেখেছেন।

অমলা। তার পর ?

কালিন্দী। তার পর বড়রাণী সিংহবাহুর সর্ব্বনাশ কর্‌তে কত মতলব আঁট্‌তে লাগ্‌লেন—সব ফেঁসে গেল। শেষকালে কি কর্‌লে জান ? একদিন মহারাজকে বল্‌লে—সিংহবাহু শাক্ত রুদ্রানন্দের সঙ্গে মিশে মদ খাচ্ছে আর মহারাজ বৈষ্ণব ব'লে তাকে হত্যা কর্‌তে পরামর্শ করেছে। মহারাজ প্রথমে এ কথা বিশ্বাস করেন নাই।

অমলা। শেষে বুঝি বিশ্বাস কর্‌লেন ?

কালিন্দী। ঘটনা যেরূপ দাঁড়াল, তাতে বিশ্বাস না ক'রে করেন কি ?

অমলা। কেমন ক'রে দিদি বিশ্বাস জন্মালে ?

কালিন্দী। শোন। বেনামী একখানা চিঠি লিখে বড়রাণী তিতু-রামকে দিয়ে সিংহবাহুর কক্ষপথে ফেলে রাখ্‌লেন। ঐ চিঠিতে লেখা ছিল—আজ রাত দুপুরে যেরূপেই হ'ক্ বৈষ্ণব শ্বেতবাহুকে খুন করবই করব। ভ্রাতৃভক্ত সিংহবাহু ঐ পত্র প'ড়ে উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে নিয়ে অন্তঃ-পুরের দিকে চ'লে গেলেন—গিয়ে চৌকি দিতে লাগ্‌লেন। বড়রাণী দরজা আগে হ'তেই এমনি কৌশলে ভেজিয়ে রেখেছিল যে, বা'র্ দিক্ হ'তে ধাক্কা দিলেই ভেঙে প'ড়ে যায়।

অমলা। ওঃ, কি কূটবুদ্ধি!

কালিন্দী। তখন রাত দুপুর—মহারাজ ঘুমিয়ে পড়েছেন, এমন সময়ে বড়রাণী ঘরের ভেতর ঝনাৎ ক'রে একটা শব্দ কর্‌লেন। সিংহবাহু মনে কর্‌লেন—শত্রু বুঝি ঘরে ঢুকেছে ? সিংহবাহু ঘরে প্রবেশ কর্‌তে-না-কর্‌তে বড়রাণী চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—মহারাজ! শত্রু আপনাকে খুন কর্‌তে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে। মহারাজ উঠে সিংহবাহুকে দেখে বড়রাণীর কথাই বিশ্বাস কর্‌লেন। পরদিন রাজসভায় সিংহবাহুর বিচার হ'ল। বিচারে তাঁর চির-নির্ব্বাসন দণ্ড হ'ল। বিনাবাক্যব্যয়ে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে সিংহবাহু রাজ্য ছেড়ে চ'লে গেলেন।

অমলা। পারিজাতেও কীট আছে ; আচ্ছা, সুশীলার কি হ'ল ?

কালিন্দী। বড়রাণী সে সতীর নামে কত কুৎসা রটাতে লাগ্‌ল। মনের খেদে একদিন সে কোথায় চ'লে গেল, কিছুই জান্‌তে পারা গেল না। সেই হ'তে—সেই এক বছরের কুশোকে এতদিন বুকে ক'রে আগ্‌লে রেখেছি। মনে হয়, কুশোকেও বুঝি হারালাম! [রোদন]

অমলা। কুশো কোথায় কালিন্দী ?

কালিন্দী। হাঁসি আর কুঞ্জ এসে ডেকে নিয়ে গিয়েছে।

দ্রুতপদে কুশধ্বজের প্রবেশ।

কুশ। মা! মা! [কালিন্দীকে জড়াইয়া ধরিল।]

কালিন্দী। কি, বাবা?

কুশ। বল্, আমার মা কোথায়?

কালিন্দী। আমিই ত বাবা, তোমার মা।

কুশ। বড় জ্যেঠাই-মা যে বল্‌লে, তোর মা-বাপের কাছে গিয়ে আব্দার কর্।

কালিন্দী। কেন সে এমন কথা বল্‌লে?

কুশ। সকলকে জ্যেঠাই মা সন্দেশ খেতে দিলে, আমি একপাশে দাঁড়িয়েছিলাম, আমায় দিলে না। হাঁসি দা' আর কুঞ্চ তাদের সন্দেশ থেকে আমায় দিয়েছিল, জ্যেঠাই-মা তাতে কত রাগ কর্‌লে।

কালিন্দী। তার পর?

কুশ। তার পর আমায় চোখ রাঙিয়ে বল্‌লে—এখানে মর্‌তে এলি কেন? তোর মা-বাপের কাছে আব্দার কর্। আর আমার হাত থেকে সেই সন্দেশ কেড়ে নিয়ে গেল।

কালিন্দী। আর তুমি বড়রাণীর ঘরে যেয়ো না, বাবা! ঐ তোমার নন্দদুলালকে সাজাবে না? পূজা কর্‌বে না?

কুশ। সাজাব, মা! ফুলের মালা এনেছি। খাবার কোথায় পাব, মা?

অমলা। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কুশ। না—না, জ্যেঠাই-মা! কিছু পাঠিয়ো না। শেষকালে বড় জ্যেঠাই-মা জান্‌তে পার্‌লে তোমায় বক্‌বে।

অমলা। না বাবা, সে জান্‌তে পার্‌বে না। কালিন্দি! আমার সঙ্গে এস।

কালিন্দী। তুমি তোমার নন্দদুলালকে সাজাও, বাবা! আমি আসি।

[অমলা সহ প্রস্থান।

কুশ। মরি! মরি! কি সুন্দর আমার নন্দদুলাল! চাঁচর-চিকুরে মোহনচূড়া—হৃদয়ে কৌস্তুভমণি আর বনমালা—হাতে মোহনবাঁশী! যেখানে যে সাজের দরকার—সবই আছে। তবে—

গান।

নন্দদুলাল! আমি তোমায় সাজাব কি সাজে।
সকলি ত আছে তোমার যেখানে যা' সাজে ॥
মস্তক সজ্জিত মোহন-চূড়ায়,
হেরিলে সে শোভা নয়ন জুড়ায়,
তার চেয়ে কমনীয় কি আর আছে;—

গীতকণ্ঠে নন্দদুলালের প্রবেশ।

নন্দ।— তার চেয়ে কমনীয় ভক্তপদরজ
মম শিরে ভাল সাজে।
তাই ত গোপের পদধূলি মস্তকে বিরাজে ॥

কুশ।— বনফুলমালা কৌস্তুভরতন,
তোমার হৃদয়ে শোভিছে কেমন,
তার চেয়ে মনোরম কি আর আছে;—

নন্দ।— তার চেয়ে মনোরম,
ধরি আমি যখন,
তোমায়, সখা হৃদিমাঝে।
তাই তোমার পরশে পরাণ পুলকে নাচে ॥

[সন্দেশপূর্ণ পাত্র রাখিয়া] দেখ ভাই, এই সব তোমার মা পাঠিয়েছেন, নাও। আমি যাচ্ছি। [গমনোদ্যত]

কুশ। একটা কথা শোন, ভাই!

নন্দ। আমার সময় নাই, ভাই!

[প্রস্থান।

কুশ। আশ্চর্য্য! বুঝ্‌তে পার্‌ছি না এ কে? দেখি, মা আমার এ পাত্রে কি পাঠিয়েছে? [দেখিয়া] এ যে সন্দেশ! মা—মা!

কালিন্দীর প্রবেশ।

কালিন্দী। কি, বাবা?

কুশ। দেখ, মা! একটি ছেলে এসে এই সব দিয়ে গেল!

কালিন্দী। কি রকম তার চেহারা?

কুশ। ঠিক আমার নন্দদুলালের মত!

কালিন্দী। চিন্‌তে পার্‌লে না, বাবা?

কুশ। না মা, সে পরিচয় দিলে না।

কালিন্দী। ও আর কেউ নয়, বাবা! তোমার সেই নন্দদুলাল।

কুশ। নন্দদুলাল? আমার সঙ্গে কথা না ব'লেই চ'লে গেল! সে যেখানেই থাক্, খুঁজে বের্ কর্‌ব।

কালিন্দী। খুঁজ্‌তে হবে না, বাবা! প্রাণভ'রে তাঁকে ডাক; সে আপনিই এসে দেখা দেবে।

কুশ। দাঁড়াও মা, আমি দেখে আসি—সে কোথায় গেল।

[বেগে প্রস্থান।

কালিন্দী। কোথায় যাচ্ছ, বাবা! শোন—শোন।

[দ্রুত প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ত্রিনেত্রনগর—রাজসভা।

রেণুশর্ম্মা, সুমন্ত্র ও গুর্জ্জরসিংহ সমাসীন।

রেণু। মহারাজ এখনও সভায় আস্‌ছেন না কেন, কিছু অনুমান কর্‌তে পার্‌ছ, মন্ত্রী?

সুমন্ত্র। কিছুই অনুমান কর্‌তে পার্‌ছি না, গুরুদেব! মৃগয়া হ'তে ফের্‌বার পর হ'তেই মহারাজকে নিয়ত বিমর্ষ দেখ্‌ছি। তাঁর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখে বোধ হচ্ছে, যেন মহারাজের শান্তির কাননে সহসা দাবানল জ্ব'লে উঠে সব পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেল্‌ছে। কারণ কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

গুর্জ্জর। গুরুদেব! মহারাজের এই আকস্মিক শারীরিক ও মানসিক বিপ্লবে আমি বড়ই আশ্চর্য্য হয়েছি। জ্যোৎস্নাস্নাত কুন্দ-কুসুমের স্নিগ্ধতার মত, প্রফুল্ল নিমেঘ বাসন্তী উষার পবিত্র কমনীয়তার মত ধর্ম্মস্বচ্ছ মহারাজ ধীরে ধীরে গাঢ় মলিনতার ছায়াতলে ডুবে যাচ্ছেন। বোধ হয়, একটা প্রবল অশান্তির ঝড় মহারাজের হৃদয়সিন্ধু তোলপাড় ক'রে দিচ্ছে। জানি না—এর পরিণতি কোথায়!

রেণু। ঐ যে মহারাজ উন্মত্তবৎ এইদিকেই ছুটে আস্‌ছেন।

উদ্‌ভ্রান্তভাবে শ্বেতবাহুর প্রবেশ।

শ্বেত। ওই—ওই ভৈরবী মূরতি—
অভ্রভেদী বিশাল শরীর!

ঘোর—ঘোর অসিত বরণ,
মলিন ছায়ায় ঢাকা জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল।
বিস্ফারিত নয়ন যুগল,
যাহে স্থির শ্যেনদৃষ্টি, রুধির-লোলুপ
ছুটিতেছে অগ্নির গোলক।
বোধ হয়, নররক্ত করিবারে পান
লেলিহান্ রসনা তাহার।
কে তোমরা বসিয়া বিরলে?
কিছু কি দেখিতে পেলে বিশাল গগনে?

সুমন্ত্র। কই, মহারাজ!
কিছুই ত দেখি নাই মোরা।

শ্বেত। দেখ নাই কিছুই তোমরা?
ওই দেখ চণ্ড গাত্র—চণ্ড নেত্রযুগ,
চণ্ড নাসা—চণ্ড কর্ণ—চণ্ড যুগ্মভুজ,
ভৈরব মূরতি ধরি' ভয়ঙ্কর জীব
আকাশ-পাতাল জুড়ি' আছে দাঁড়াইয়া—
ধরি' ধরি' প্রজাগণে করিছে চর্ব্বণ;
একি দৃশ্য দেখিলাম, প্রভু?

রেণু। মূর্ত্তিমান্ চিন্তার বিকার
উত্তপ্ত মস্তিষ্ক হ'তে হ'ল প্রকটিত।

শ্বেত। নহে এ চিন্তার ফল—নহে এ বিকার!
মনে হয় অদূর-ভবিষ্যে
আসিতেছে এ রাজ্যের ধ্বংসের প্লাবন।
রাজ্যমধ্যে তাই

ওই—ওই মৃত্যুর মূরতি !
গুরুদেব !

রেণু । বৎস !

শ্বেত । জ্ঞাতসারে কোনদিন করি নাই পাপ,
তবে কেন রাজ্যময় অশুভ সূচনা ?
দিবানিশি চক্ষের উপরে
আসিতেছে—বহিতেছে কত বিভীষিকা !
দেখিতেছি পৈশাচিক কত অভিনয় !

গুর্জ্জর । আমিও—আমিও দেব,
হেরি মাঝে মাঝে
রাজ্যমধ্যে কত অমঙ্গল !
কখন নেহারি ঘোর কবন্ধ-মূরতি
রক্তসিন্ধু মাঝে যেন দিতেছে সাঁতার ।
কভু দেখি উল্কাপাত,
কভু শুনি দিবাভাগে পেচকের রব,
শিবার অশিব নাদ ।
আরো—আরো কত কি যে করি বিলোকন,
স্মরিলেও রোমাঞ্চিত হয় কলেবর ।

সুমন্ত্র । জানি না, কি আছে মনে
বিশ্ব বিধাতার !

রেণু । দৈববলে বিদূরিব সব উপদ্রব,
আজ হ'তে অনুষ্ঠিব শান্তি-স্বস্ত্যয়ন,
বরষিব রাজ্যে পুনঃ শান্তি সুধাধারা,
বসাব সুখের মেলা ।

গীতকণ্ঠে মায়া ও প্রপঞ্চের প্রবেশ।

উভয়ে।—[নৃত্যসহ]

গান।

আমরা দু'জন ভবের হাটে
বসায়েছি সুখের মেলা।
করবে যদি সুখের খেলা,
এস সখা, এস এই বেলা॥
সুখের পুরে রবে সখা রসিকার সনে,
সুখের কোলে সুখী হবে সুখের শয়নে,
চোখে চোখে, মুখে মুখে,
রব মোরা মন-সুখে,
সুখে দিব তব গলে রচি' কম কুসুমমালা॥

[শ্বেতবাহুকে মাল্যদান করিয়া প্রস্থান।

শ্বেত। মরি মরি! কি রুচির যুগল মুরতি!
বিধাতার সুনিপুণ অপূর্ব্ব রচনা!
একবৃন্তে বিকশিত দু'টি পারিজাত।
ফুটন্ত কমল সম হাসিমাখা মুখ,
কোকিল-কাকলি জিনি সুধাময় স্বর।
কেও দুটি—

গীতকণ্ঠে জ্ঞান ও তত্ত্বের প্রবেশ।

উভয়ে।—

গান।

ও দুটো বিকট কেউটে সাপ।
ওদের মনের তলে তরল গরল
মুখে সরল হাসির ছাপ॥

যে শোনে ওদের অমিয় আলাপ,
আজন্ম করে সে কাতর বিলাপ,
ওরা মন ভুলায়ে, প্রাণ গলায়ে,
প্রাণে ফেলিয়ে জ্বালার তাপ ॥

[দ্রুত প্রস্থান।

সুমন্ত্র। মহারাজ! মহারাজ!
ক্ষান্ত হ'ন্ পরিতে ও মালা।
ও ত নহে প্রেমমাখা প্রীতি-উপহার,
ও যে দেখি বিষমাখা প্রাণঘাতী হার!
নিশ্চয় অনর্থ হবে ও মালা পরিলে,
জ্বালাময় অনুতাপে জ্বলিবে হৃদয়।

শ্বেত। জ্বলিতেছে দীপ্ত পাপ-শিখা,
[মাল্য ভূতলে নিক্ষেপ]
পুড়ে যাবে এ রাজ্য আমার,
যেখানে থাকিবে মালা।
ফেলে দাও—ফেলে দাও দূরে।
মালা নয়—মালা নয়, কুণ্ডলিত ফণী
এখনি তুলিয়া ফণা উঠিবে গর্জ্জিয়া :
বিষাক্ত নিঃশ্বাসে কত হইবে নিহত।
সুনিশ্চয় সর্ব্বনাশ হইবে সাধন।

দ্রুতপদে অনুনলের প্রবেশ।

অনু। সুনিশ্চয় সর্ব্বনাশ হইবে সাধন।
পশ্চিম আকাশে ওই একখণ্ড মেঘ
হইতেছে ঘনীভূত পলকে—পলকে।

অচিরে ছুটিবে সখা, ঝটিকা প্রবল,
বহিবে রাজ্যের 'পরে দুর্নিবার বেগে,
কার সাধ্য বিরোধিবে সে দুর্ব্বার গতি ?
যথাকালে হও সাবধান,
নহে যাবে ধন প্রাণ, জাতি কুল, মান।

শ্বেত। [আসনে বসাইয়া]
কি কহিলে কিছুমাত্র নারিনু বুঝিতে,
কহ সখা, বিবরিয়া মোরে ?

অনু। বিশ্বজয়ী ধনঞ্জয় যজ্ঞাশ্ব রক্ষিতে
আসিতেছে ঝটিকার প্রায়
বিমথিয়া—বিদলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিগণে।
কত রাজ্য পাইল বিলোপ,
কত হ'ল পদানত তাঁর।
সঙ্গে আছে মহাযোধগণ,
অচিরে পড়িবে রাজ্যে পঙ্গপাল সম।
তাই বলি, সময়েতে হও সাবধান,
নতুবা ঘটিবে সখা, বিষম বিপদ্।

গুর্জ্জর। আসুক্—আসুক্ পার্থ ল'য়ে যোধগণে,
নহি ভীত অনুমাত্র তাহে।
বধিয়া কৌরবগণে কুরুক্ষেত্র-রণে
হইয়াছে গর্ব্বিত বর্ব্বর !
ভেবেছে সে, তার সম নাহি কোন বীর
বীরসূ বসুধা অঙ্কে !
নিশ্চয় নিয়তি তারে কেশমুষ্টি ধরি'

আনিতেছে ত্রিনেত্র নগরে,
সংহারিতে আমার শাবকে।

অম্বু। অদ্বিতীয় বীর পার্থ বিশ্বের ভিতরে,
নহে সে সামান্য যোধ।

গুর্জ্জর। অদ্বিতীয় বীর পার্থ বিশ্বের ভিতরে,
হেন কথা না করি স্বীকার।
হ'তে পারে অদ্বিতীয় কৌরব মাঝারে,
হ'তে পারে অদ্বিতীয় ত্রিনেত্র-বাহিরে,
কভু নহে অদ্বিতীয় ত্রিনেত্র-নগরে।
কতক্ষণ নক্ষত্রের তেজ ?
যতক্ষণ চন্দ্র নাহি প্রকাশে আকাশে।
কতক্ষণ চন্দ্রের গৌরব ?
যতক্ষণ নাহি ওঠে অম্বরে ভাস্কর।
কতদিন অর্জ্জুনের খ্যাতি ক্ষিতিতলে ?
যতদিন আসে নাই ত্রিনেত্র-নগরে।
এইবার খর্ব্বীভূত হবে গর্ব্ব তার।

রেণু। এইবার খর্ব্বীভূত হবে গর্ব্ব তার,
লিখে রাখ এই কথা জ্বলন্ত অক্ষরে।
হ'য়ো না বিমর্ষ, বৎস! ভেবো না বিষাদ,
শঙ্কর সঙ্কটে তোমা' করিবেন ত্রাণ!
তব পিতা নলরাজা শিবে আরাধিয়া
মাগিলেন এইবর—
"তব নামে পরিচিত হ'ক্ এ নগর,
রক্ষিবে এ পুরী তুমি সদা, ত্রিপুরারি!"

ত্রিশূল দানিয়া শিব বলিলেন তায়,
"রক্ষিব এ রাজ্য আমি—রক্ষিব নিশ্চয়—
যে অবধি পাপ নাহি পশে এ নগরে।"
নিষ্পাপ পবিত্র তুমি কৃষ্ণ-পরায়ণ,
কদাপি হবে না তব রাজ্যের পতন।

গুর্জ্জর। কদাপি হবে না দেব, রাজ্যের পতন,
জীবিত থাকিতে তব এই সেনাপতি।
সৈনিক-বিভাগে মম আছে যত সেনা,
অর্জ্জুনের তুলনায় হীন কোন্ জন ?
তার সম আছে কত বীর
নিরক্ষর কৃষিদল মাঝে,
এক এক জন যেন আগ্নেয় গোলক।
যুদ্ধ করা দূরে থাক্—
সমবেত উদগ্র নিঃশ্বাসে
উড়ে যাবে সেনা সহ পার্থ ক্ষীণজীবী।

সুমন্ত্র। উড়ে যাবে সেনাসহ পার্থ ক্ষীণজীবী ?
এ তোমার বাক্য-আড়ম্বর,
এ তোমার অলীক কল্পনা।
যার রণে মৃত্যুঞ্জয় মানি' পরাজয়
দিয়াছেন অস্ত্র পাশুপৎ,
যার রণে বিনিহত নিবাত কবচ,
যার রণে পৃথ্বিজয়ী মহারথগণ
শুয়িলেন কুরুক্ষেত্রে অনন্ত শয়নে,
অরিন্দম হেন পার্থ নহে ক্ষীণজীবী ?

আসিছে অর্জ্জুন হেথা যোধগণ সনে,
ধ্বংসিতে এ ত্রিনেত্র নগর।
তৃণ কি রোধিবে তার দুর্নিবার গতি ?

শ্বেত। মন্ত্রিবর !
নহি মোরা হীনবল, নহি কাপুরুষ।
যজ্ঞীয় তুরগ যদি আসে এ নগরে,
নিশ্চয় ধরিব তারে ; নিশ্চয় করিব রণ,
যা' থাকে কপালে আর যা' করেন হরি।

অনু। আমি নিজে সে যজ্ঞাশ্ব করিব বন্ধন ;
দৈত্য-সৈন্য —ক্ষাত্র-সৈন্য করি' সম্মিলিত
করিব ভীষণ যুদ্ধ, বধিব অরাতি।

শ্বেত। শোন সখা ! পরামর্শ মোর—
মায়াবী দানব তুমি পরাক্রমশালী,
সংগোপনে চুরি করি' যজ্ঞীয় ঘোটক,
রাখ গিয়া অতীব নিভৃতে।
বধিও না তুরঙ্গমে,
যজ্ঞাশ্ব করিলে বধ হবে মহাপাপ ;
প্রায়শ্চিত্ত নাহিক তাহার।
অশ্ব না পাইলে পার্থ ত্যজিবে জীবন,
অনায়াসে হইবেক উদ্দেশ্য পূরণ।

অনু। উত্তম এ পরামর্শ তব।
যাই সখা, শুভকার্য্য করিতে সাধন। [প্রস্থান।

সুমন্ত্র। এ যুকতি নহেক সঙ্গত,
হবে পাপ যজ্ঞভঙ্গ হেতু।

এ কার্য্যের প্রবর্ত্তক নিজে মহারাজ।
মহাপাপী হবেন ভূপাল,
সেই পাপে রাজ্যনাশ হইবে নিশ্চয়।
রক্ষা কর, নারায়ণ!

রেণু। সজ্জন-গর্হিত কর্ম্ম শাস্ত্র বিপরীত,
না ভাবিয়া—না চিন্তিয়া কি করিলে তুমি?
তোমার এ জঘন্য প্রমাদে
সর্ব্বনাশ ঘটিবে নিশ্চয়।

দ্রুতপদে বৃষধ্বজের প্রবেশ।

বৃষ। ঘটেছে—ঘটেছে পিতা, অনিষ্ট বিশেষ।
কি জানি কি মায়াবলে রুদ্র রুদ্রানন্দ
পলায়িত কারাগার হ'তে!
শুনিলাম রুদ্রানন্দ ক্রুদ্ধ সিংহ সম
শিষ্যসহ গ্রামান্তরে করিল প্রয়াণ।
ওজস্বিনী বক্তৃতায় তাঁর
বহুলোক হ'ল পক্ষভুক্ত—
হয় ত বিদ্রোহী হবে কত শত জন।

শ্বেত। যাও, সেনাপতি!
শিষ্যসহ বেঁধে আন তারে।

[গুর্জ্জরসিংহের প্রস্থান।

সুমন্ত্র। ওকি—ওকি ঘোর কোলাহল!

বৃষ। দেখে আসি কেন কোলাহল? [প্রস্থান

শ্বেত। আচম্বিতে একি দুর্ঘটনা?

দ্রুতপদে হংসধ্বজের প্রবেশ।

হংস। বাবা! বাবা!

শ্বেত। কি হয়েছে, হাসি?

হংস। কুশোকে মামা খুব মেরেছে।

শ্বেত। কে! দধিমুখ?

হংস। হাঁ, বাবা!

শ্বেত। কেন মেরেছে?

হংস। কুশো ঠাকুর সাজাবে ব'লে একটা গোলাপ ফুল তুলেছিল।

শ্বেত। কোথায় দধিমুখ?

হংস। কি জানি, কোথায় পালিয়ে গেছে।

শ্বেত। কুশোর কাছে যাও তুমি, আমি যাচ্ছি।

হংস। তুমি এস বাবা, কুশো বড় কাঁদ্‌ছে।

[প্রস্থান।

শ্বেত। যাও—যাচ্ছি।

সুমন্ত্র। দধিমুখ বড়ই উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠেছে, মহারাজ!

শ্বেত। তা' জানি। কঠোর শাসনের প্রয়োজন হয়েছে।

শৃঙ্খলিত রুদ্রানন্দের কেশাকর্ষণ করিয়া
দধিমুখের প্রবেশ।

দধি। কোথায় পালাবি, বব্বন্?

রুদ্রা। হের—হের—হের বিশ্ব স্তম্ভিত হইয়া,
ক্ষত্র করে ব্রাহ্মণের কেশ-আকর্ষণ!
হের—হের দেবতা-দানব!
হের—হের যক্ষ-রক্ষ, কিন্নর মানব!
ক্ষত্র করে ব্রাহ্মণের ঘোর অপমান।

সুমন্ত্র। ব্রাহ্মণের অপমান চক্ষের সমক্ষে
নিরীক্ষণ করিব কেমনে ?
অবিলম্বে সভাস্থল করি পরিত্যাগ।
দগ্ধমুখ ! আছে ধর্ম্ম—আছে ভগবান্,
এখনো উঠিছে ওই রবি-শশী-তারা !
নিশ্চয় হইবে ধ্বংস ত্রিনেত্র নগর—
তোমার এ আসুরিক পাপে। [প্রস্থান।

রুদ্রা। আরে—আরে দুর্ব্বিনীত ক্ষত্রিয় বর্ব্বর !
ব্রহ্মতেজ আছে কি না, কর্ দরশন।
জটাভার ছিন্ন হ'ল—ঝরিছে শোণিত,
ওই—ওই ভিজিতেছে বসুন্ধরাতল !
রক্ত হ'তে লক্ষ লক্ষ ওঠ, রক্তবীজ,
ডুবাও—ডুবাও এই ত্রিনেত্র নগর।
কোথা মাগো দানবদলনি !
হের—হের পুত্র তব ক্ষত্রিয়ের করে
লাঞ্ছিত—মর্দ্দিত আজি সভার মাঝারে।

রেণু। কে তোর উপাস্যাদেবী, ভণ্ড দুরাচার !
কই আসিল উদ্ধারিতে তোরে ?

রুদ্রা। কে ও ? রেণুশর্ম্মা ? স্বজাতি আমার ?
তা' না হ'লে কার হবে এ হেন উল্লাস,
ব্রাহ্মণের অপমান করি' বিলোকন !
এ জগতে স্বার্থপর হয় যে মানব,
ধরিতে স্বজাতি-শিরে ভীষণ মুদ্গর
অণুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না সে জন।

শক্তি-উপাসক আমি শক্তির সন্তান
রক্ষিতে সন্তান-মান, সন্তান-বচন,
জেগেছেন মহাশক্তি হৃদয়ে আমার।
এই দেখ্, ছিঁড়িলাম কঠোর শৃঙ্খল।

[শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ক্রোধ-মূর্ত্তিতে দাঁড়াইলেন, দধিমুখ মূর্চ্ছিত হইল।]

শ্বেত। রক্ষ' দেব! রক্ষ' এ সন্তানে,
ক্রোধ-মূর্ত্তি কর পরিহার।
অজ্ঞান এ দধিমুখ করিলেক পাপ।
ওকি ওকি ভৈরবী মূরতি!
আকাশেতে ভূতযোনি হ'ল আবির্ভূত!
নিজগুণে ক্ষম' প্রভু অবোধ সন্তানে। [পদে পতিত]

রুদ্রা। হায়, ব্রাহ্মণের ক্রোধ!
বিশ্বধ্বংসী অগ্নিরাশি করি' উদ্দীপিত
দুই বিন্দু অশ্রুজলে হইলি নির্ব্বাণ?
ওঠ রাজা, ক্ষমিলাম শ্যালকে তোমার।

[দ্রুত প্রস্থান।

রেণু। মুহূর্ত্তে একটা প্রলয় হ'য়ে গেল! আকাশে ভূত প্রেতের আবির্ভাব হ'ল। রুদ্রানন্দ তেজ দেখিয়ে সদর্পে চ'লে গেল—আর আমি হতভম্বের ন্যায় নিশ্চেষ্ট দাঁড়িয়ে রইলাম!

গুর্জ্জর সিংহের প্রবেশ।

গুর্জ্জর। আমিও নিশ্চেষ্ট দাঁড়িয়ে রইলাম। দধিমুখের অত্যাচারে পীড়িত বিদ্রোহী প্রজারা হৃত-শাবা ব্যাঘ্রীর মত অতর্কিতভাবে রুখে এল—একটা হত্যাকাণ্ড ক'রে চ'লে গেল। দোষ তাদের নয়—দোষ দধিমুখের। নির্দ্দোষীর শাস্তি দিতে আমার সাহস হ'ল না।

শ্বেত। এই যে দধিমুখের মুখ হ'তে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্ছে! অবশ—অচল—নিঃস্পন্দ—স্থির দৃষ্টি! তবে কি নাই?

মুণ্ড হস্তে বৃষধ্বজের প্রবেশ।

বৃষ। [সরোদনে] নাই—পিতা, নাই।

শ্বেত। কি নাই, বিষু?

বৃষ। এই দেখুন, পিতা! [সম্মুখে মুণ্ড স্থাপন]

শ্বেত। [চমকিয়া] একি এ! এ যে আমার জামাতার—[সজল দৃষ্টিক্ষেপ]

বৃষ। তাই পিতা, তাই। গৃহ হ'তে আস্বার কালে পথে বিদ্রোহীরা—[চক্ষু ঢাকিলেন]

শ্বেত। বজ্রধর! একটা বজ্রাঘাতে আমার বুকটা চৌচির ক'রে দিতে পার? আজ ছয়বৎসরের কন্যা বিধবা হ'ল! এমন প্রফুল্ল ফুলটি মুকুলেই ম্লান হ'ল? কি ব'লে আমি ছোটরাণীকে প্রবোধ দোব? কুঞ্জ! কুঞ্জ! অভাগিনী কন্যা আমার!

[বেগে প্রস্থান।

বৃষ। শোকে—তাপে পিতা বুঝি উন্মাদ হলেন! পিতা! পিতা!

[বেগে প্রস্থান।

গুর্জ্জর। কি লীলা কর্‌বে, লীলাময়! তুমিই জান। মহারাজকে আর বৃষধ্বজকে ফিরাতে পারি নাকি দেখি।

[প্রস্থান।

রেণু। দধিমুখকে আমি নিয়ে যাই, শুশ্রূষা ক'রে নিরাময় কর্‌ব; বড়রাণী আমার প্রতি খুব খুসী হবেন।

[দধিমুখকে লইয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গঙ্গাতীর।

ঋষিগণের প্রবেশ।

ঋষিগণ।—

গান।

সুর-তরঙ্গিণী, সুমেরুভঙ্গিনী, শঙ্কর-সঙ্গিনী নমো গঙ্গে॥

হরিপদ-বিহারিণী, ত্রিভুবন-নিস্তারিণী হিমবিধুমুক্তধবল তরঙ্গে॥

অলকানন্দে পরমানন্দে,

কুরুময়ী করুণা, কাতর বন্দে,

পতিতপাবনী নরকবারিণী জামহমভিবন্দে,

রোগ শোক, পাপ তাপ, হর কুমতি কলাপ

খণ্ডিত গিরিবর মণ্ডিত ভঙ্গে॥

১ম ঋষি। ও কিসের কোলাহল? রাক্ষস এসে বুঝি তপোবন ভেঙে চুরে দিয়ে যাচ্ছে? ভগবন্! রক্ষা কর।

সহসা অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। ভয় নাই—ভয় নাই, তাপস-সত্তম!

কুরুক্ষেত্র মহারণে

জ্ঞাতিবধ-পাপ ক্ষালনের হেতু,

মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার

করিবেন অশ্বমেধ যাগ।

অশ্বরক্ষা হেতু আমি—তৃতীয় পাণ্ডব

করিয়াছি আগমন তুরঙ্গের সনে।

তপস্যার অন্তরায় কিছু নাহি হবে,
নির্ভয় অন্তরে সবে করুন প্রয়াণ।

[আশীর্ব্বাদ করিয়া ঋষিগণের প্রস্থান

কি কারণ দুর্লক্ষণ করি নিরীক্ষণ ?
মুহূর্ত্তেক আসিয়াছি করিবারে স্নান,
এই অবকাশে—

দ্রুতপদে বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষ। এই অবকাশে হ'ল অনর্থ—বিষম।

অর্জ্জুন। কি অনর্থ ঘটিল সহসা ?

বৃষ। রাক্ষস—দানব সব একত্র হইয়া,
যজ্ঞীয় তুরঙ্গবরে করিতে গ্রহণ
করিতেছে সুদুর্জ্জয় রণ ;
সেই যুদ্ধে কেহ নাহি তিষ্ঠিতে সক্ষম।

অর্জ্জুন। অপদার্থ অকর্ম্মণ্য সৈন্য মম সনে ?
দুর্জ্জয় বিক্রান্ত বলি' বাখানি যাদের,
তারাও কি কাতর সমরে ?
মহাবীর যুবনাশ্ব পৃথিবী বিশ্রুত,
হইল বিমুখ আজি দৈত্যের সংগ্রামে ?
মহাভুজ অনুশাল্ব বীর-চূড়ামণি
পরাঙ্মুখ দানব-আহবে ?
ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ, নীলধ্বজ রথী,
প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি আদি মহাযোধগণ
কাতর দানব-রণে ?

মহাধনুর্দ্ধর তুমি বীর বৃষকেতু,
তুমিও পরাস্ত সেই দানব-সমরে ?

বৃষ। মায়ারণে নিপুণ দানব
করিতেছে অনর্থ বিষম।
কখনো বা মেঘের আড়ালে,
কখনো বা অদৃশ্য বিমানে,
কখনো বা আমাদের সৈনিকের বেশে
পশিয়া সৈন্যের মাঝে,
করিতেছে সংহার সাধন।
ওই যে—ওই যে পুনঃ বেধেছে সমর,
নিপাতিব মহাযুদ্ধে অরাতি নিকর।

[বেগে প্রস্থান।

অম্বুবলের প্রবেশ।

অম্বু। কৈ—কৈ, তৃতীয় পাণ্ডব !
কর্ রণ মহাবল অম্বুবল সনে,
দেখা যাক্ বীরপণা তোর।

অর্জ্জুন। আয়—আয় অর্ব্বাচীন দানব দুর্ব্বৃত্ত !
ভালরূপে বুঝে নিবি অর্জ্জুনের তেজ।
এই ভীম ভুজবলে বিপুল বিক্রমে
দৈত্যকুল করেছি নির্ম্মূল,
বধিয়াছি পাপাসুর নিবাত-কবচে ;
তুই একা দৈত্যাধম পেয়েছিলি ত্রাণ,
আজ তোর নাহি অব্যাহৃতি,
এ সমর-যজ্ঞে তোর প্রাণ দিব রে আহুতি।

অনু। প্রতিশোধ করিতে গ্রহণ,
পশিয়াছে অনুবল এ ঘোর সংগ্রামে।
আয় রণে, মদমত্ত পাণ্ডব বর্ব্বর!

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

দ্রুতপদে পুনঃ অনুবলের প্রবেশ।

মারিল ঐষিক অস্ত্র পার্থ ধনুর্দ্ধর
নিবারিতে নারি আমি—নিবারিতে নারি!
যাই—যাই মেঘ হ'য়ে মেঘেতে মিশাই।

[দ্রুত প্রস্থান।

বেগে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। মেঘ হ'য়ে মেঘসনে মিশিল অসুর,
বৃষ্টি বাণে বারিরূপে করিব নিপাত।
যাও—যাও—তীক্ষ্ণশর! বিনাশ' দানবে।

[শরক্ষেপ, দ্রুত প্রস্থান।

বেগে অনুবলের পুনঃ প্রবেশ।

অনু। অর্জ্জুনের বৃষ্টিবাণে পতিত ভূতলে,
ভাঙ্গিল—ভাঙ্গিল বুঝি পঞ্জর আমার!
অগ্নিবাণে ভস্মীভূত করিব অরাতি।

[দ্রুত প্রস্থান।

অর্জ্জুনের পুনঃ প্রবেশ।

অর্জ্জুন। অগ্নিবাণে পাপাচার বধে সৈন্যগণে,
নির্ব্বাপিব বারিবাণে চক্ষের পলকে।
যাও—যাও—বরুণাস্ত্র, বধ' পাপাসুরে।

[অস্ত্রক্ষেপ ও দ্রুত প্রস্থান।

বেগে অনুবলের পুনঃ প্রবেশ।

অনু। এই বাণে কুজ্ঝটিকা করিয়া সৃজন,
মুহূর্ত্তে হরিব আমি যজ্ঞীয় ঘোটক
অবরোধি' দৃষ্টি সবাকার। [দ্রুত প্রস্থান।

অর্জ্জুনের পুনঃ প্রবেশ।

অর্জ্জুন। কোথা গেল দৈত্যাধম না পারি বুঝিতে!
কুয়াসায় কিছুই ত নাহি যায় দেখা?
এবার ঘটাবে বুঝি ঘোর সর্ব্বনাশ।

যুবনাশ্বের প্রবেশ।

যুব। হইয়াছে ঘোর সর্ব্বনাশ!
যজ্ঞীয় তুরঙ্গবর হ'য়ে তৃষ্ণাতুর
যেইমাত্র খেতেছিল জল,
সে মুহূর্ত্তে সহসা কে নামিয়া ভূতলে
সবলে তুলিয়া নিল তায়।

অর্জ্জুন। তূর্য্যধ্বনি কেন নাহি করিলে সকলে?

যুব। নাহি ছিল অবসর তার।
কুয়াসায় সূর্য্যরশ্মি হইল আবৃত,
দৃষ্টিরোধ হইল সবার,
দাঁড়ায়ে ছিলাম সবে জড়ের মতন।

অর্জ্জুন। হরিল যজ্ঞাশ্ব সেই মায়াবী দানব;
কেমনে হইবে হায়—যজ্ঞ-অনুষ্ঠান!
মহাপাপে পড়িব নরকে।
নিন্দিবে জগজ্জন উপহাসচ্ছলে,

চিরতরে এ দুর্নাম র'বে মহীতলে।
বিফল জীবন মোর,
করিব গঙ্গার গর্ভে আত্ম-বিসর্জ্জন!

যুব। কেন, পার্থ! বিষাদিত—কেন হতাশ্বাস?
যাঁর রণে পরাজিত নিজে মৃত্যুঞ্জয়,
যাঁর তেজে নির্জ্জিত দানব,
যাঁর শরে বিনির্ম্মূল হ'ল কুরুকুল,
জাগতিক শক্তিপুঞ্জ পদানত যাঁর,
হেন খেদ সাজে কি তাঁহার?
আছি মোরা বীরব্রজ সহায় তোমার,
অচিরে আনিয়া দিব যজ্ঞীয় তুরগ।

বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষ। হের তাত! ঊর্দ্ধপানে চেয়ে
কুণ্ডলিত ধূমরাজি আবরি' অম্বর
আচ্ছাদিল ভাস্কর-কিরণ!
ঘন-ঘন ধনুক-টঙ্কার,
ঘন-ঘন ভৈরব হুঙ্কার
করিতেছে বিকম্পিত বিশাল গগন!
ওই দেখ—অগ্নির শিখায়
প্রদ্যোতিত উদার আকাশ!
ওই—ওই পড়িতেছে শোণিতের স্রাব
শ্রাবণের ধারার মতন।
ছিন্নহস্ত—ছিন্নমুণ্ড—ছিন্ন অবয়ব
অজস্র করকা সম নিক্ষিপ্ত ভূতলে!

বৃষ। আবার—আবার ওই ধ্বক্-ধ্বক্-ধ্বক্
জ্বলিতেছে বৈশ্বানর-ভাতি !
আবার—আবার ওই তাণ্ডব-নর্ত্তনে
গর্জ্জিছে দুর্লক্ষ্যে যোধ দম্ভোলি নির্ঘোষে !
হের ওই সুনির্ম্মল গাঙ্গিনীর নীরে
সুবিম্বিত—বিচ্ছুরিত ভৈরবী মূরতি !
হান' শর—হান' শর—কর লক্ষ্যভেদ ।

অর্জ্জুন। এই আছে—এই নাই বিজলির প্রায়
ছুটে আসে—ছুটে যায় লক্ষ্য নাহি হয় ।
ওই—ওই প্রতিচ্ছায়া ভাসিছে সলিলে,
এবার করিব লক্ষ্য তীক্ষ্ণ অস্ত্র মোর। [শরযোজনা]

বৃষ। বৃত্তাকার ধূমপুঞ্জ ইরম্মদ বেগে
ছুটিছে পশ্চিম দিকে—ভগ্ন মেঘ যথা ।
এককালে—একযোগে হান' সবে বাণ ।

সকলে। হান' বাণ—বধ'—বধ' প্রাণ ।

[জলে দৃষ্টি রাখিয়া ঊর্দ্ধলক্ষ্যে শরক্ষেপ]

রক্তাক্ত কলেবরে অনুশাল্বের প্রবেশ ।

অনু। নারিলাম রক্ষিতে তুরগ ।

অর্জ্জুন। অনুশাল্ব ! হে বীরপুঙ্গব !
কার সনে রণে হেন আহত—বিক্ষত ?

অনু। দানবীয় মায়া বিস্তারিয়া
যখন দানবরাজ দুষ্ট অনুবল
অলক্ষ্যে হরিতেছিল যজ্ঞীয় ঘোটকে,
সেইকালে ছুটিলাম পশ্চাতে তাহার,

হইল তুমুল রণ গগন-প্রাঙ্গণে।
সহসা কে অলক্ষ্যে থাকিয়া
হানিল আমার প্রতি ভীম বজ্রবাণ ;
সংজ্ঞাহীন হইলাম নিক্ষিপ্ত ভূতলে।

অর্জ্জুন। আর যজ্ঞীয় ঘোটক ?

অনু। বোধ হয় হয়েছে কর্ত্তিত।

অর্জ্জুন। তাই কি ? তাই কি ? হইলাম ব্যর্থ মনোরথ !
যজ্ঞীয় ঘোটক যদি হ'ল ব্যাপাদিত,
কেমনে ফিরিব আর স্বদেশে আমার ?
কেমনে দেখাব মুখ ক্ষত্রিয়-সমাজে ?
ধর্ম্মরাজ এই বার্ত্তা করিলে শ্রবণ,
বিষপানে কিংবা অস্ত্রাঘাতে
করিবেন প্রাণ বিসর্জ্জন।
অস্ত্রাঘাতে বিসর্জ্জিব জীবন আমার। [তথাকরনোদ্যত]

যুব। [বাধা দিয়া] জগদীষ্ট কৃষ্ণ সখা যাঁর,
ত্রিভুবনে কোন্ কার্য্য অসাধ্য তাঁহার ?

অর্জ্জুন। জানি, হে ভূপতি ! আমি কৃষ্ণের চরিত !
বিধিলিপি খণ্ডিবার নয়।
যে নিয়তি করেছেন তিনি,
তিনিও—তিনিও বাধ্য নিয়তি-নিয়মে।
তা' না হ'লে অভিমন্যু ভাগিনেয় তাঁর,
হইত কি হত কভু অন্যায় সমরে ?
এস মৃত্যু ! কর আলিঙ্গন—
ঘুচাও—ঘুচাও মোর প্রাণের বেদনা !

কোথা কৃষ্ণ! কোথা সখা! কোথা দয়াময়!
দুঃসময়ে দেখা দাও সখারে তোমার।
পাপী কি পাইবে দেখা তাঁর এ সময়ে?
মাতর্গঙ্গে! পাতকী-শরণ্যে!
দাও মা, আশ্রয় এবে কাতর তনয়ে।
কোথায় সরল শিশু-সৈনিক আমার!
ডাক' দেখি সুধাস্বরে গঙ্গা গঙ্গা বলি'।
কোথায় মা অধমতারিণী গঙ্গে!

গীতকণ্ঠে বালকসেনাগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—

গান।

কোথায় মা অধম তারিণী গঙ্গে।
এস গো মা, তার গো মা,
তাপিত তনয়ে তরল তরঙ্গে॥
জগতের পরিত্যাজ্য পাপীতাপী যারা,
তব কোমল স্নেহ-অঙ্কে স্থান পায় মা তারা,
আয় আয় ব'লে, দু'টী বাহু তুলে,
লও কোলে তুলে কত মড়া,
জুড়াও গো মা, মিশাও গো মা,
পতিতে তোমার শান্তিময় অঙ্গে॥

অর্জ্জুন। এলে না মা, দেখা দিলে না মা?
তুমিও কি হইলে বিমুখ?
বধিয়াছি ভীষ্মে তব, মেরেছি প্রবীরে,
তাই কি মা, শত্রুজ্ঞানে ত্যজিলে আমায়?
তাই কি নিলে না কোলে?

গীতকণ্ঠে গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা।—

গান।

আয় আয় কোলে বাছাধন।
নাইক আমার আপন পর কেউ,
এ সংসারে সব আমার নন্দন ॥
মা মা ব'লে কেঁদে কেঁদে ফেলিস্ না আর আঁখিনীর,
দিস্ নে প্রাণে বেদনা আর স্নেহময়ী জননীর,
অভয়ার সন্তান তুই বাপ্ কিসের ভয় তোর জীবনধন ॥

কেন বৎস! মরণের সাধ?
বিপদ্ বারণ যার চির অনুকূলে,
অভয়া জাহ্নবী যার স্নেহের জননী,
কোথা তার বিপদ্ সম্ভব?
কার সাধ্য বধে তব যজ্ঞীয় ঘোটক?
সুগোপনে রক্ষে অশ্ব দিক্‌পালগণ,
দুরাচার অনুবল পাবে প্রতিফল;
অশ্ব ল'য়ে গেল পাপী হিমাদ্রির পানে।
যাও বাছা, অনুসর' দৈত্য দুষ্টাশয়ে,
বিমোচন কর সবে যজ্ঞীয় তুরগ।
আশীর্ব্বাদ করি বৎস, হও রণজয়ী।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। চল যাই অশ্বের সন্ধানে।

সকলে। জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কমলার কক্ষ।

কমলা।

কমলা। সিংহবাহুকে তাড়িয়েছি—তার স্ত্রী সুশীলাকে তাড়িয়েছি. তবুও প্রতিহিংসার পিপাসা মিট্‌ছে না। শয়নে স্বপনে—আহারে বিহারে শুন্‌তে পাচ্ছি—পিতা চেঁচিয়ে বল্‌ছেন—পিতৃহন্তাকে নির্ব্বংশ কর। ভ্রাতারা চেঁচিয়ে বল্‌ছেন—ভ্রাতৃহন্তাকে নির্ব্বংশ কর। এখনও শত্রু-পুত্র কুশো আমার চোখের সাম্‌নে খেলে বেড়াচ্ছে, লোলুপ নয়নে আমি শিকারের দিকে তাকিয়ে থাকি, কিছুই কর্‌তে পার্‌ছি না। দেখি—সুযোগ পাই কি না?

অমলার প্রবেশ।

অমলা। কি শুন্‌ছি, দিদি?

কমলা। কি শুনছ, ভগ্নি?

অমলা। দধিমুখ নাকি কুশোকে খুব মেরেছে?

কমলা। কার মুখে শুনেছ?

অমলা। কালিন্দীর মুখে।

কমলা। সে ত বল্‌বেই, তিলকে তাল করা তার স্বভাব।

অমলা। স্বচক্ষে আমি দেখে এসেছি, তিলকে তাল করা তা নয়। এমন মার মেরেছে যে, গায়ে চাকা চাকা দাগ হয়েছে।

কমলা। তা আমি কি কর্‌ব বল !

অমলা। শাসন কর।

কমলা। তোদের সকলেরই দেখ্‌ছি—একই কথা—শাসন কর। কার কি সে করে জানি না, সে যেন সকলেরই চক্ষের বালি।

অমলা। কি বল্‌ছ তুমি, দিদি? দ'য়ে বেয়াদপ হ'য়ে উঠেছে ব'লে শাসন কর্‌তে বল্‌ছি, এতে এমন অন্যায়টা কি হয়েছে, বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

কমলা। সতীন তুই অমলা, তুই কি বুঝ্‌বি?

অমলা। সতীন হ'লেও দিদি, তোমায় বড় ভগ্নীর মত ভক্তি করি। তোমার ভাই পাপ-পথে একটানা ছুট্‌ছে, আর তুমি তার রাশ্‌ টেনে না ধ'রে আরও আল্‌গা ক'রে দিচ্ছ? তার ভবিষ্যৎটাও একবার ভাব্‌ছ না? ধাপে ধাপে তুমি কোন্ অন্ধকারময় আস্তাকুড়ে নেমে যাচ্ছ—বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? ওঠ—আর নেমো না।

কমলা। কে বলে অমলা, তুই আমার সতীন? তুই আমার স্নেহের ভগ্নী! এখন সত্য আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, পাপস্রোতে গা ঢেলে দিয়ে আমি যেন কোন্ দিকে নেমে যাচ্ছি!

গীতকণ্ঠে জয়গোপালের প্রবেশ।

জয়।—

গান।

পাপস্রোতে গা ঢেলে দিয়ে
যাচ্ছ কোথায় চলিয়ে।
ওই শোন ওই গর্জ্জে সিন্ধু,
যাবে তরী তলিয়ে॥

কমলা। কি বল্‌ছেন আপনি?

জয়।— [গীতাংশ]

মেঘ হয়েছে, ঝড় ছুটেছে,
কালের ঢেউ ওই উঠেছে,
সামাল্‌ সামাল্‌ আপন তরী,
যেয়ো না আর ঘুলিয়ে॥

কমলা। এখন উপায়?

জয়।— [গীতাবশেষ]

নেয়ে হ'য়ে উজান বাও,
মাছের মত উল্টো ধাও
সংসার-তরণী সাম্‌লাও
জয় গোবিন্দ বলিয়ে॥

[প্রস্থান।

অমলা। শুনলে, দিদি?

কমলা। শুন্‌লাম।

অমলা। কি বুঝ্‌লে?

কমলা। বুঝ্‌লাম—প্রাণের ভিতরে তুমুল লড়াই হচ্ছে। কারা যেন কেঁদে কেঁদে করুণস্বরে বল্‌ছে, আমাদের আশ্রয় দিয়ে নিরাশ্রয় ক'রো না।

গীতকণ্ঠে মায়া, প্রপঞ্চের প্রবেশ।

গান।

মায়া, প্রপঞ্চ।— মোদের আশ্রয় দিয়ে নিরাশ্রয় ক'রো না।
তোমার বড় আপনার—বড় আপনার আমরা দু'জনা॥

গীতকণ্ঠে তত্ত্ব ও জ্ঞানের প্রবেশ।

তত্ত্ব, জ্ঞান।—তাড়িয়ে দাও—তাড়িয়ে দাও ও দুটোকে,
ভুলোনা'ক মিষ্টিমুখের কথার চটকে,

মায়া, প্রপঞ্চ।—ওদের কথা শুনো না'ক, ওরা দেবে দুখ,
মোরা হেসে হেসে হাসাইব, দিব পরম সুখ ;
তত্ত্ব, জ্ঞান।—নিরমল ফুলের তলে যথা সাপের বাস,
ওরা ভালবেসে হেসে হেসে গলে পরায় ফাঁস,
ওদের বিশ্বাস ক'রো না—ওদের আশ্বাস শুনো না,
ওদের কথায় ম'জো না—ম'জো না ॥
মায়া, প্রপঞ্চ।—ভিখারীর কথায় থেকো না—চিরদুখ ডেকো না,
ইচ্ছাসুখে কাজ কর গো, মনে দ্বিধা ক'রো না ॥

কমলা। [মায়া প্রপঞ্চকে ধরিয়া] বড় সুন্দর এই শিশু দু'টি! কোন ভয় ক'রো না, তোমরা আমার কাছে থাক্‌বে। [তত্ত্ব, জ্ঞানের প্রতি] যা—যা তোরা চ'লে যা। [তত্ত্ব ও জ্ঞানের প্রস্থান।

অমলা। কাদের তুমি আশ্রয় দিচ্ছ, দিদি? বিজলীজড়িত বজ্র ওরা, মণিভূষিত ফণী ওরা, তাড়িয়ে দাও—দিদি, তাড়িয়ে দাও।

কমলা। বিবেচনা ক'রে দেখি—দাঁড়াও। [মায়া, প্রপঞ্চের প্রস্থান।

অরুণার প্রবেশ।

অরুণা। [প্রবেশ পথ হইতে] মা! মা! [চক্ষু ঢাকিলেন]

কমলা। কি, মা?

অরুণা। একজন ভিখারী ভিক্ষে করতে এসেছিল, আমি তাকে ভিক্ষে দিতে গেলাম, সে নিলে না।

কমলা। কেন?

অরুণা। [সরোদনে] বল্‌লে বিধবার লক্ষণগ দাঁড়িয়ে আছে সে।

কমলা। মুখে আগুন বিট্‌লেরু দূর ক'রে দাও গে।

অমলা। সে কি! ভিখিরীকে তাড়াবে? তোমার মাথার অসুখ করেছে না কি, দিদি? এমন কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরুল? আশ্চর্য্য!

কমলা। সে দুর্ম্মুখ কি কথা বল্‌লে?

অমলা। তার দোষ কি দিদি, অরুণার কপালে কি আছে বল্‌তে পার? ভিক্ষে দিয়ে তাকে প্রসন্ন রেখে তার কাছ থেকে ওষুধ রাখ্‌তে হবে। যাই আমি। ওকি দেখ্‌ছ, অরুণা?

অরুণা। কি দেখ্‌ছি, মা! বল্‌তে পার্‌ছি না! ঐ চেয়ে দেখ—ওপর হ'তে একটা তরল ছায়া নেমে এসে রাজপুরী যুড়ে ছেয়ে পড়্‌ছে! ঐ—ঐ কি একটা যেন ধেয়ে এসে নেচে নেচে রক্ত খাচ্ছে! ও কি মা?

অমলা। তাই ত দিদি! ঐ দেখ—ঘেয়ো কুকুরগুলো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে রুখে আস্‌ছে! তারা প্রমত্ত উল্লাসে হাড় মাস ছিঁড়ে খাচ্ছে! এ কি অলক্ষণ, দিদি?

কমলা। ও সব কিছু নয়।

অরুণা। [সরোদনে] কিছু নয় কি বল্‌ছ, মা? সর্ব্বনাশ হয়েছে!

অমলা। কি—কি? সর্ব্বনাশ হয়েছে? কার মুখে শুন্‌লি, মা?

অরুণা। দাসীর মুখে। শুন্‌লাম—এইমাত্র শুন্‌লাম—স্পষ্ট—বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, বিদ্রোহীরা রতনকে—[মুখ ঢাকিলেন]

অমলা। কি বল্‌লে, মা! আমার রতনচাঁদ নাই?

গীতকণ্ঠে কুশধ্বজের প্রবেশ।

কুশধ্বজ।— গান।

নাই মা, নাই মা, তোমার রতনচাঁদ।
অকালে গ্রাসিল রাহু সে অমল চাঁদ॥
কমল-কলিকা তোমার কুন্দলিকা,
বালিকা-জীবনে তার ছিঁড়ে গেল
সংসারের বাঁধ।
নিঠুর বিধি হায় রে! সাধিল এ বাদ॥

অমলা। হা বাবা! [মূর্চ্ছা]

কমলা। কি খবর নিয়ে এলে, নিষ্ঠুর—স্নেহের রতন আমার নাই? সেদিন বাছার চাঁদমুখের হাসির ছটায় আমার আঁধার ঘর হেসেছিল, কে নিবিয়ে দিলে সে দীপ? দশ বছরের বালক সে, কে এ সর্ব্বনাশ কর্‌লে? আঁধার—আঁধার, অমার আঁধার!

শ্বেতবাহুর প্রবেশ।

শ্বেত। আঁধার—আঁধার—অমার আঁধার! হাসি চিরকাল থাকে না। হাসি দেখ্‌লেই হিংসুটে কান্না রুখে এসে হাসির গলা টিপে ধ'রে, সুন্দর সংসারে বিষাদের মলিন ছাপ মেরে দেয়! কাঁদ্‌ছ—কাঁদ—বারণ কর্‌ব না। কান্নায় একটু শান্তি আছে। ও কে? অমলা? অমলা!

অমলা। [উঠিয়া] আমার রতন কোথায়, মহারাজ?

শ্বেত। তোমার রত্ন তোমার কাছে, অমলা! তোমার রত্ন হারিয়ে যায় নাই, হারিয়ে গেছে আমার কুঞ্জের হৃদয়-রত্ন।

কমলা। প্রিয়তম!

শ্বেত। চুপ্‌—কথা ক'য়ো না। আমার রত্ন—আমার কুঞ্জ বিবাহ-বাসরে ঘুমুচ্ছে। ঘুম ভেঙে দিয়ো না। ওহো হো! কুঞ্জ আমার যখন বাবা বাবা ব'লে—

দ্রুতপদে কুঞ্জলিকার প্রবেশ।

কুঞ্জ। [গলা জড়াইয়া ধরিয়া] বাবা! বাবা! ওরা সব আজ একটা খুব মজার খেলা খেল্‌ছে। স্বামীকে একখানা আসনে বসিয়ে ফুল দিয়ে সাজিয়ে পূজা কর্‌ছে। আমিও খেল্‌ব, আমায় একটা স্বামী এনে দেবে, বাবা?

অমলা, কমলা। হা রতনচাঁদ! [বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিলেন]

কুঞ্জ। মা! বড় মা! তোমরা কাঁদ্‌ছ কেন? বল না বাবা, ওঁরা কাঁদ্‌ছে কেন?

শ্বেত। [সরোদনে] ওদের রত্ন হারিয়ে গেছে কি না, তাই কাঁদ্‌ছে।

কৃষ্ণ। কেঁদো না তোমরা, মাকে আর বড়-মাকে একটা রত্ন কিনে এনে দিও, বাবা! বল না, বাবা, একটা কিনে এনে দেবে, তা' হ'লে ওরা আর কাঁদ্‌বে না।

শ্বেত। শুন্‌লে ত, রাণি! চুপ কর।

কৃষ্ণ। তুমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছ, কুশো দা'? কেন কাঁদ্‌ছ? আমি খেল্‌ব, তুমি খেল্‌বে না?

কুশ।—   গান।

কি খেলা খেলিবি অভাগিনী,
        তোর খেলা ফুরায়েছে।
যে খেলা খেলিতে আসা,
        সে খেলা শেষ হয়েছে॥
এখন অবুঝ্‌ বালিকা তুই,
        কিছুই ত ধারিস্‌ না ধার,
যখন বুঝ্‌বি—তখন কাঁদ্‌বি,
        ফেল্‌বি কেবল আঁখিধার,
এক চাঁদ বিনে দেখ্‌বি সব আঁধার;—
        বিধি যে তোর হৃদয়-নিধি
                কেড়ে আজি নিয়েছে॥

কৃষ্ণ। ওসব তুমি কি বল্‌ছ, কুশো দা'! আবার যদি কাঁদ্‌বে ত তোমার সঙ্গে আমার আড়ি। মনে রেখো—আড়ি।

কুশ। না, ভগ্নি! আর আমি কাঁদব না।

কৃষ্ণ। ওদের মত আমি খেল্‌ব, বাবা; দেবে আমায় একটা স্বামী

শ্বেত। তোমার ত স্বামী আছে, মা!

এনে?

কৃষ্ণ। তবে এনে দাও, বাবা ; ফুল দিয়ে সাজিয়ে আমি স্বামী-পূজা কর্‌ব।

শ্বেত। স্বামী-পূজা কর্‌বে, মা ? উত্তম। এ সব পোষাক খুলে দাও—সাদা কাপড় পর—আর এক বেলা হবিষ্যি কর।

কৃষ্ণ। কেন, বাবা ?

শ্বেত। তোমার স্বামীর স্বভাব মা, কেমন এক অদ্ভুত রকমের। ভিখারীর পোষাক পরা না দেখ্‌লে কাছে আসে না।

কৃষ্ণ। আমায় তেমনি ক'রে সাজিয়ে দাও, মা! যেমন ক'রে সাজালে আমি স্বামীর দেখা পাব ?

কমলা, অমলা। উঃ! ভগবন্‌! আর যে সইতে পার্‌ছি না। [রোদন]

কৃষ্ণ। ওরা কেবল কাঁদ্‌ছে। তুমি আমার গায়ের পোষাক সব খুলে নিয়ে সাদা কাপড় পরিয়ে দেবে, বৌ-দি ?

অরুণা। কোন্‌ প্রাণে এমন মনোরম কুসুমের পাপ্‌ড়ি ছিঁড়ে ফেল্‌ব, বোন্‌ ? [রোদন]

কৃষ্ণ। দূর ছাই! সবাই কাঁদ্‌ছে—আমি নিজেই খুলে দিচ্ছি। এই নাও, বড় মা, সাদা কাপড় দাও। [বস্ত্র পরিল] এবার হয়েছে, বাবা ?

শ্বেত। এখনও হয় নাই, মা!

কৃষ্ণ। কেন ?

শ্বেত। [সরোদনে] ঐ যে কপালে সিঁন্দুর।

কৃষ্ণ। [মুছিতে মুছিতে] এ সিঁদূর তবে পরিয়ে দিলে কেন সেদিন ? এখন হয়েছে ত, বাবা ?

শ্বেত। হয়েছে, মা! এখন কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে আকুল হ'য়ে ডাক ; তোমার স্বামীর দেখা পাবে।

ক্রতবেগে হংসধ্বজের প্রবেশ।

হংস। বড়-মা! বড়-মা! [সবিস্ময়ে ক্ষণেক কুঞ্চলিকার দিকে চাহিয়া শ্বেতবাহুর প্রতি] একি, বাবা! কুঞ্চকে এমন ক'রে কে সাজালে, বাবা? [অমলার কাছে গিয়া] তুমি সাজিয়েছ, মা?

গান।

একি সাজে সাজালি মা, প্রাণের ভগিনীরে।
দুঃখ কি হ'ল না, প্রাণ কি কাঁদিল না,
ভাসিল না কি বুক আঁখি-নীরে॥
কেন গো নিদয় হ'লে স্নেহের কন্যার প্রতি মা,
কেমনে নিরাভরণা করিলে এ প্রতিমা,

কুশ।— পোড়া কাল-কীট মৃণাল কাটিল,
অমল কমল ঢলিয়া পড়িল,
দেখিতে দেখিতে ম্লান হইল অতুল গরিমা;

কুঞ্চ।— পাব ব'লে পতি দরশন, [ভাই রে]
খুলে দিলাম অঙ্গের ভূষণ,
হ'লাম পথের কাঙাল, দেখি সে দয়াল
দেখা দেয় কি না এ দুখিনীরে॥

শ্বেত। প্রতপ্ত সাঁড়াশি দিয়ে কেউ আমার চোখ দুটো উপ্‌ড়ে ফেলে দিতে পার? এ করুণ দৃশ্য আর দেখ্‌তে পার্‌ছি না। ভগবন্! এ জীবন অচিরে শেষ ক'রে দাও। [দ্রুত প্রস্থান।

কুঞ্চ। এখনও তোমরা ব'সে ব'সে কাঁদ্‌ছ? বেলা হ'য়ে গেল, বাবার ত কিছু খাওয়া হয় নি; খাবার জোগাড় কর গে। হাঁসি দা'! কুশো দা'! চল—বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি।

[কুশধ্বজ ও হংসধ্বজ সহ প্রস্থান।

অরুণা। চল, মা! [উভয়ের হস্ত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উপবন—নির্জ্জন কক্ষ।

চিন্তামগ্ন সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। এ চিন্তা বৃথা! এ চিন্তার সীমা নাই—মীমাংসা নাই, অকারণ অশান্তির সৃষ্টি কর্‌ছি মাত্র। যাঁর চিন্তা তিনিই কর্‌ছেন। আমি কেন তবে চিন্তার চিতায় আগুন জ্বালিয়ে জ্ব'লে মর্‌ছি? নটবর! কি অভিনয় দেখাতে নূতন নাটকের রচনা কর্‌ছ, তুমিই জান!

গুর্জ্জর সিংহের প্রবেশ।

গুর্জ্জর। আপনি এখানে, মন্ত্রিবর?

সুমন্ত্র। কে ও—সেনাপতি? সংবাদ কি গুর্জ্জর?

গুর্জ্জর। মহারাজ একাই গেলেন, আমাকে সঙ্গে নিলেন না।

সুমন্ত্র। আমার মনে খুব সন্দেহ হচ্ছে, গুর্জ্জর!

গুর্জ্জর। কিসের সন্দেহ কর্‌ছেন আপনি?

সুমন্ত্র। রাজসভায় মহারাজ কাল বসেছিলেন, এমনি সময়ে একজন সন্ন্যাসী এসে মহারাজকে একখানা পত্র দিয়ে বল্‌লেন—"মহারাজ! আমি আপনার অস্ত্রগুরু আচার্য্যের শিষ্য, প্রভু আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন।" পত্রে কি লেখা ছিল জান?

গুর্জ্জর। উপস্থিত ছিলাম না, আমি জানি না।

সুমন্ত্র। সেই পত্রে লেখা ছিল, "বৎস! আমি জান্‌তে পেরেছি যে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন অচিরে তোমার রাজ্য আক্রমণ কর্‌বে। তোমার জন্য আমি একটা নূতন অস্ত্র তৈরি ক'রে রেখেছি। এই অস্ত্রবলে তুমি বিশ্বজয়ী হবে। একা এসে তুমি ঐ অস্ত্র নিয়ে যাবে।"

গুর্জ্জর। একা কেন?

সুমন্ত্র। ঐ কথাই ত আমার বিষম ধোকা লেগেছে।

গুর্জ্জর। কি আপনার অনুমান হয়?

সুমন্ত্র। আমার অনুমান হয়, এ সব রুদ্রানন্দের চাতুরী।

গুর্জ্জর। আমারও ঠিক সেই অনুমান হয়। যাক্, সেজন্য ভয়ের কোন কারণ দেখ্ছি না; মহারাজ সশস্ত্র। আমায় এখন যাবার অনুমতি দিন্।

সুমন্ত্র। কোথায় যাবে?

গুর্জ্জর। যাব সৈন্য সঙ্কলন কর্তে সামন্তরাজগণের কাছে—যাব খন্দরাজের দরবারে -যাব পার্ব্বত্যজাতিদের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে।

সুমন্ত্র। অনুমতি দেবার মত ক্ষমতা ত আমার নাই, সেনাপতি! রাজ্যের ভার বড়রাণীর উপর ন্যস্ত ক'রে গেছেন মহারাজ!

গুর্জ্জর। এর মানে?

সুমন্ত্র। এর মানে হচ্ছে—মহারাজ তাঁকে অধিকতর উপযুক্ত মনে করেছেন।

গুর্জ্জর। সর্ব্বনাশ! এর পরিণাম?

সুমন্ত্র। এর পরিণাম অন্যের পক্ষে কিরূপ দাঁড়ায়, বল্তে পার্ছি না। সিংহবাহুর পুত্র কুশধ্বজের পক্ষে আর এ বৃদ্ধের পক্ষে যে শুভ নয়—এটা নিশ্চয়।

গুর্জ্জর। আমি চল্লাম, মন্ত্রিবর! বায়ুযান সজ্জিত।

সুমন্ত্র। আমায় কেন বারংবার বল্‌ছ? মহারাণীর কাছে অনুমতি নাও। মহারাণী তিনি—তোমার ভগ্নীপতি বৃষধ্বজের মাতা তিনি, তাঁর অনুমতি নাও।

গুর্জ্জর। আমি সেনাপতির কর্ত্তব্য কর্তে যাচ্ছি, অনুমতির অপেক্ষা রাখি না। নমস্কার, মন্ত্রিবর! [প্রস্থানোদ্যত]

সুমন্ত্র। মঙ্গলময় তোমার মঙ্গল করুন।

গুর্জ্জর। ভাল কথা—বৃষধ্বজ কোথায়?

সুমন্ত্র। সীমান্ত দুর্গগুলি দেখ্‌তে গেছে।

গুর্জ্জর। আর অম্বুবল?

সুমন্ত্র। যতদিন না মহারাজ রাজ্যে ফির্‌ছেন ততদিন মহারাজ তাকে যজ্ঞীয অশ্ব নিয়ে দৈত্যপুরে রাখ্‌তে ব'লে গেছেন। দৈত্যরাজ অশ্ব নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরেছেন।

গুর্জ্জর। উত্তম—আসি তবে। [নমস্কার]

[প্রস্থান।

সুমন্ত্র। শোকাতুরা ছোটরাণী কৃষ্ণকে নিয়ে পিত্রালয়ে গেছেন, রাজপুরী এখন শ্রীহীন ব'লে মনে হচ্ছে।

দধিপাত্র হস্তে দধিমুখের প্রবেশ।

দধি। [প্রবেশ পথ হইতে] দধি-—দধে—দধিভ্যোঃ হি-হি-হি-হি-হি [হাস্য] বাঃ তোফা! গয়লানী খাসা দই তৈনি কনে? বেতীকে একদিন দেখ্‌তে পেতাম—ত বেতীন্ হাতে একতা তাতা দিয়ে দেখ্‌তাম। এইতুকু আথে—দি' একতানে সাবান্ কনে। হি-হি-হি হি-হি! [হাসিতে হাসিতে পতন।]

সুমন্ত্র। সুস্থ হও—দধিমুখ, সুস্থ হও।

দধি। ওথ্ বেতা থুনথুনে বুনো! ওথ্ বেতা পাজিন্ পয়জান্! ওথ্ বেথা.!

সুমন্ত্র। ও রকম কর্‌ছ কেন দধিমুখ, সুস্থ হও।

দধি। ওথ্ বেতা কুকুনেন্ ন্যাকান্। আমি নাজান্ শ্যালক, আমায় তিনিস্ না? এখানে মন্‌তে এনি, আমি ফূর্ত্তি কন্‌ব না পাজী? ওথ্—ওথ্। [মুখের উপর দধির পাত্র নিক্ষেপ]

সুমন্ত্র। উঃ হু-হু-হু ! ভগবন্ ! এমন অসুর সৃষ্টি তোমার ! [কর্ত্তিত স্থান হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন]

দধি। যা—যা থুন্থুনে বুনো ! তোর থেনাদ্দ কন্ব।

সুমন্ত্র। তোমার শ্রাদ্ধ হবে, তার আয়োজন হচ্ছে।

দ্রুতপদে কমলার প্রবেশ।

কমলা। [সক্রোধে] মন্ত্রি !

সুমন্ত্র। আপনার ভ্রাতা এখন সুরামত্ত, এ সময় এখানে কেন, মহারাণি ?

কমলা। তার পরামর্শ তোমার কাছে নিতে আসি নাই। তুমি আমার ভায়ের কেন অপমান কর্‌লে, তার কৈফিয়ৎ চাই।

সুমন্ত্র। আমার রক্তাক্ত ললাটই ত নীরব কৈফিয়ৎ দিচ্ছে, মা !

কমলা। কার হুকুমে তুমি এখানে এসেছ, মন্ত্রী ?

সুমন্ত্র। প্রজার অর্থে নির্ম্মিত এ উপবনে ত প্রজার অধিকার আছে, মা ! মহারাজের ত কোন নিষেধ ছিল না।

কমলা। আমার নিষেধ আছে।

সুমন্ত্র। তা' জান্তাম না, মা, আর আস্‌ব না। [প্রস্থানোদ্যত]

কমলা। দাঁড়াও, তুমি আমার ভা'য়ের অপমান করেছ—তোমায় ক্ষমা কর্‌ব না। এই মুহূর্ত্তে মন্ত্রী-পদ হ'তে অবসর নাও।

সুমন্ত্র। উত্তম, খুসী হ'লাম।

কমলা। তোমার খুসী-অখুসীতে আমার কিছু আসে-যায় না ; তুমি আমার বিষ-নয়নে পড়েছ।

সুমন্ত্র। জানি, মা, যেদিন নির্দ্দোষ সিংহবাহুকে নির্দ্দোষ বলেছিলাম, সেইদিনই আপনার বিষ-নজরে পড়েছি।

কমলা। আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কথা ক'য়ো না ; দূর হও।

দধি। তবে যদি ওন্ মেয়েঁন্ থঙ্গে আমান্ বিয়ে দেয়, দিদি ?

কমলা। ক্ষমা কর্‌ব।

সুমন্ত্র। ক্ষমা আমি চাই না। এমন পিশাচের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াব চেয়ে হাত-পা বেঁধে জলে ভাসিয়ে দোব।

[প্রস্থান।

দধি। সত্যি তাকে ভাসিয়ে দেবে, দিদি ?

কমলা। না রে—না, রেণুকাকে মন্ত্রীর বাড়ী পাঠিয়েছি, এখনই সে লীলাকে ভুলিয়ে নিয়ে আস্‌বে। আজই বিয়ে হবে। গুরুদেবকেও আমি ডেকে পাঠিয়েছি। এখানে তুই থাক।

[প্রস্থান।

দধি। থান্দা হ' পান্! থান্দা হ'! আদ্ পেমেন্ নস্‌বনা থাবি। থান্দা হ'—বিযেতা হ'য়ে দাক্, ঘুম্‌তা খুলে বৌয়েন্ তাঁদ মুখ এমনি ক'নে দেখ্‌ব—আন্ গাইব—[সুরে] ওলো আমান্ পেমেন্ পানিতুয়া। তোমান্ নংতা দেন কাঁতালের কোয়া। তোমায় খাওযাব সুনা চৌদ্দপোরা।

কেঁড়ে কাঁকে অঙ্গভঙ্গী সহ গোয়ালিনীর প্রবেশ।

গোয়া। বলি হাঁ, গা মামাবাবু! সুরা ত খাওয়াবে চৌদ্দপোয়া, এখন মুখ বদ্‌লাবার করেছ কি ? নতুন মামী নতুন ঘরে নতুন জিনিস খেয়ে। কর্‌বে বমি, জ্বল্‌বে বুক মুখে দেবার না পেয়ে॥ আমি যে রসের গোয়ালিনী, ঝাল ছোলা ত ভাজ্‌তে জানি। তোলা আছে মোর খোলা খানি, ভাজ্‌বে এস না ধেয়ে।

দধি। আনে থাম্—থাম্। একথানা পেমেন্ গান গা, থুনে পান্‌তা থান্দা হ'য়ে দাক্।

গোয়া ।—[নৃত্যসহ]   গান ।

মামাবাবুর হবে বিয়ে, দোব আমি শুকো দই ।
টকো এঁকো নয় গো, আমার চিনি-পাতা খাসা দই॥
মিন্সের আমার গা' ভাল নয় এখন তখন সরে,
তবু এম্‌নি ভিয়েন্ করে, পারে কি তা পরে,
বায়না দাও না মামাবাবু ! এনে দোব মিন্সের হাতের
নানা রকম মেঠাই, মোণ্ডা খাজা, চাঁদসই ॥

দধি । আরে, থাম্ থাম্ গয়না বৌ ! আজ জোর ক'রে ধ'রে এনে নীনাকে বিয়ে কর্‌ব ।

গোয়া । ও মা, সে কি গো ! তা' হ'লে যে লোকে নিন্দে কর্‌বে ।

দধি । সে কি রে, আমার বিয়েয় নিন্দে ? তারা জানে না যে, আমি রাজার শ্যালক দধিমুখ ? খেঁদার মায়ের বাপের নাত্‌নীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার কত চেষ্টা ? রাধার বাপের বেতার বোনের সঙ্গে, পুতির মামার ভগ্নিপতির মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে কত কি করছে ! আর আমার বিয়ের নিন্দে ! কে নিন্দে করে বল ত, আমি তাকে খুন কর্‌ব ।

গোয়া । আহা ! খুন কর্‌তে আছে কি—গরীব মানুষ ! মামাবাবু ! বায়না দাও, আর কবে কি কি দিতে হবে, ব'লে দাও ।

দধি । আচ্ছা, তোর কর্ত্তাকে পাঠিয়ে দিগে, আর ভাল ভাল জিনিস যোগাড় ক'রে গে যা ।

গোয়া ।—   [গীতাবশেষ]

বিয়ে ক'রে দু'জনাতে একটি হ'য়ে থেকো,
রেতের দেবতা মামাবাবু, মামীকে ভুল না'ক,
রাতচোরা রোগ থাক্‌বে না'ক, হরি ব'লে ডাক,
দেখ্‌বে তখন মনের মতন, কেউ নাই আর মামী বই ॥

তবে যাই, গো মামাবাবু !   [প্রস্থান ।

দধি। বদ্দ দেনি হথে। পান্টা গেনাম—গেনাম কন্‌ছে যে। [সতৃষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ]

আকুলভাবে লীলার প্রবেশ।

লীলা। কৈ. বাবা ? কোন্ খানে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছেন তিনি ? বাবা ! বাবা !

দধি। বাবা ডাকৃত কাকে, তাঁদ্ ! আমি যে তোমান্ পাননাথ। এই দেখ না—বন্ থেজে এসেথি।

লীলা। [ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া] রেণুকা বল্‌লে—বাবা এখানে সহসা কেমন হ'য়ে পড়েছেন। দেখি, বাবা কোথায়। [অন্বেষণ]

দধি। অক্কা পেয়েথে—সে অক্কা পেয়েথে —

লীলা। [সরোদনে] আমার বাবা নাই ?

দধি। না থাক্‌গে। থুন্‌থুনে বুনো না থাক্—জানে দেও, আমি ত আথি, তাঁদ ! এস, পান্ ! [ধারণোদ্যত]

লীলা। একি—একি ! স'রে যাও।

দধি। কেন স'নে যাব, তাঁদ্ ? এস—এস, পান্ ! [ধরিতে উদ্যত]

লীলা। পথ ছেড়ে দে, কামুক পিশাচ ! [ছুটোছুটি করিতে লাগিলেন]

দধি। তোমান সঙ্গে আমান্ বিয়ে হবে। কতকান্ আন্ আইবুনো থাক্‌ব ? কোথা যাবে, তাঁদ্। [ধারণোদ্যত]

লীলা। দূর হ কুক্কুর ! তোর মুখে আমি শতবার পদাঘাত করি [ছুটোছুটি করিতে লাগিলেন]

দধি। তবে নে হানামজাদি ! [তরবারি খুলিয়া অন্যহস্তে লীলাকে ধারণোদ্যত]

লীলা। আমার বুকে ঐ তরবারি বসিযে দে। আমায় ছুঁস্‌নে অসুর ! কে কোথায় আছ, আমায় রক্ষা কর।

দ্রুতপদে হংসধ্বজ ও কুশধ্বজের প্রবেশ।

হংস। ভয় নাই—ভয় নাই! একি বালিকার প্রতি অত্যাচার? চ'লে যাও, নৈলে আজ তোমার মাথা কেটে ফেল্‌ব।

দধি। আয় ত দেখি। [যুদ্ধ ও কুশধ্বজ আহত হইয়া পড়িলেন]

হংস। আর বুঝি তোমায় রক্ষা কর্‌তে পার্‌ছি না, দিদি!

দধি। শীগ্‌গির এস, সৈন্যগণ! লীলাকে ধর।

সৈন্য সহ রেণুশর্ম্মার প্রবেশ।

রেণু। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

লীলা। ঐ যে সৈন্যেরা আস্‌ছে। আর রক্ষা নাই, জোর ক'রে বিয়ে কর্‌বে। আমি মর্‌ব—এ বিয়ে হবে না। [কুশধ্বজের তরবারি লইয়া আত্মহত্যা]

রেণু। আহা! আহা! আত্মহত্যা কর্‌লি, লীলা? [কাছে গিয়া রক্ত বন্ধ করিতে চেষ্টা ও কুশধ্বজের হাত ধরিয়া উঠাইলেন]

কুশ। [বসিয়া] আর যুদ্ধ কর্‌ছ কি হাঁসি দা'! পেছনে চেয়ে দেখ, সর্ব্বনাশ হয়েছে!

হংস। [দেখিয়া] হাঁ! দিদি! অবশেষে আত্মহত্যা তোমার কপালে ছিল, আমাদের খেলার সাথী খেলা সাঙ্গ ক'রে চ'লে গেল। [দধিমুখের প্রতি] দেখ, নরপশু! তোমার পৈশাচিক খেলার ফল চেয়ে দেখ! আর তোমায় জীবিত রাখ্‌ব না, তুমি বেঁচে থাক্‌লে কারো মঙ্গল নাই। [কৃপাণ তুলিলেন]

দ্রুতপদে কমলার প্রবেশ।

কমলা। [চীৎকার করিয়া] হাঁসি!

হাঁসি। [কৃপাণ ফেলিয়া] বড়-মা!

কমলা। পূজ্যের সম্মান কর্‌তে শিখিস্ নাই ?

হাসি। পশু যদি পূজ্য হয়, মা ! তার সম্মান কর্‌তে এখনও শিখি নাই, শিখেছি শুধু তাকে শাসন করতে।

কমলা। তোকে শাস্তি দোব, হাসি ! বড় বেয়াদপ হয়েছিস্।

হাসি। আর তোমার সুরামত্ত লম্পট ভাই বুঝি শান্ত-শিষ্ট দেবতা হয়েছে, মা ? কি করছ তুমি মা, এখনও ঠাউরে উঠ্‌তে পারছ না ? আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে মূর্ত্তিমান্ নরক ক'রে তুলেছ ? তোমার আদরের ফল ঐ চেয়ে দেখ, বড় মা !

কমলা। ওটা এখানে মরতে এসেছিল কেন ? স্তম্ভিত হ'যে দাঁড়িয়ে কেন ভাই, ঘরে চল।

[দধিমুখের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। লীলা ! লীলা !

কুশ। আর কাকে ডাকছেন ? লীলা- -লীলা-শেষ ক'রে চ'লে গেছে।

সুমন্ত্র। অহো—অহো ! বেচারা কন্যা আমার ! এই বৃদ্ধ পিতাকে ফেলে একা চ'লে গেলি ? কি হয়েছিল, গুরুদেব ?

রেণু। কি আর বল্‌ব, মন্ত্রি ! এই দু'জন সৈনিক গিয়ে ব'লে পাঠালে দধিমুখের আজ বিবাহ, আপনি আস্‌বেন। এদের সঙ্গে ক'রে আস্‌ছি—পথে চীৎকার শুনে ছুটে এসে দেখি, লীলা আত্মহত্যা করেছে।

সুমন্ত্র। এই যে স্নেহের কন্যা আমার রক্ত গঙ্গায় নেয়ে—রক্তবস্ত্র প'রে সুন্দর সজ্জায় সেজেছে। আয় মা, কোলে আয়- -বিয়ে হবে-—শ্বশুরবাড়ী যাবি, বিদায় কালে একটিবার কথা বল্ !

রেণু। এ শোকের সময় নয়, অমাত্য ! দানব বধ কর।

সুমন্ত্র। তাই করব—তাই করব। কন্যাকে কোথায় রাখ্‌ব ?

রেণু। কোথায় আর রাখবে? মৃতের আশ্রয় শ্মশানে নিয়ে চল।

সুমন্ত্র। শ্বশুরবাড়ী যাবি চল্, মা! নদীর পারে শ্মশানঘাটে খেয়া বাঁধা আছে, সেই খেয়ার নৌকায় তোকে তুলে দোব—চল, মা!

রেণু। মৃতদেহ তোমরা কাঁধে কর, সৈন্যগণ!

[অগ্রে রেণুশর্ম্মা পশ্চাতে সুমন্ত্র তৎপশ্চাৎ শববাহী সৈন্যগণ ধীরে ধীরে যাইতেছিল, হংসধ্বজ ও কুশধ্বজ মুখোমুখি বসিয়া অঙ্গুলিতে শব নির্দ্দেশ করিয়া গাহিলেন।]

উভয়ে।—

গান।

ওই সখী চলিল দারুণ শ্মশানে।
কত হাসি হাসিল, কত খেলা খেলিল,
কোথায় আজ চলিল খেলার অবসানে॥
ভালবেসে হেসে হেসে কাছে এসে বসিত,
সুধাস্বরে সুধা ঢেলে শান্তিধারা বরষিত,
ভালবাসা ফুরাল, মনের আশা শুকা'ল,
কোথা এবে চলিল, বুক বেঁধে পাষাণে॥

তৃতীয় দৃশ্য।

স্রোতস্বতীর অপর তীর।

সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া সিংহবাহু দণ্ডায়মান।

সিংহ। মনোরম—মনোরম ত্রি-নেত্র নগর!
অভাগার জন্মভূমি—ওই যে ও পারে,
ষড়ৈশ্বর্য্যে হ'য়ে বিভূষিত
সগৌরবে আছে দাঁড়াইয়া।
নন্দন-কানন সম পুষ্পিত কানন,
করিতেছে নয়ন-রঞ্জন।
মনে পড়ে ওই দূর শৈলকুঞ্জ মাঝে,
প্রিয়তমা সুশীলার সনে
করিয়াছি কতদিন প্রমোদ-বিহার।
কোথায় সে প্রিয়তমা চিরসোহাগিনী,
পতিরতা সতী-গৌরবিনী?
ইচ্ছা করে, ছুটে গিয়ে প্রেম-ছবি তার
দেখে আসি তৃষিত নয়নে।
বহুদিন শুনি নাই প্রিয়ার বারতা।
ত্রিনেত্র নগর হ'তে ছুটে এস, পাখী!
ছুটে এস, প্রবল অনিল!
শুনাও—শুনাও মোরে প্রিয়ার কুশল।
সমীরণ! এস প্রিয়তম!

গীতকণ্ঠে মায়াসঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

মায়াসঙ্গিনীগণ।— [নৃত্যগীত]

এস প্রিয়তম সখা, মম বিরহ-ব্যাকুল প্রাণে।
কর হে শীতল তৃষিত এ চিত প্রেমসুধা দানে॥
কুসুমিত বন যত আমোদিত গন্ধে,
মুখরিত, কুহরিত ছন্দে,
শীকর-রসিত, সমীর সুশীত সঞ্চালিত পূত গানে॥
কিবা জ্যোৎস্না-রাঞ্জিত রজনী ললিত-গুঞ্জিত কুঞ্জ,
কিবা সজ্জিতা লজ্জিতা অবনী লসিতপ্রসূনপুঞ্জ,
হৃদয়ে এস হে, মম হৃদয়েশ হে, ব'স প্রেমসুধাপানে॥

সিংহ। সরল হাসির তলে লুকা'য়ে গরল,
কে তোমরা আসিয়াছ শত্রুতা সাধিতে?
দূর হও—কুহকিনীগণ!

[মায়াসঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

সহসা জয়গোপালের প্রবেশ।

জয়। জিতেন্দ্রিয় বীর তুমি পবিত্র চরিত,
দেখাইলে যে বীরত্ব কামের সংগ্রামে
ছিন্ন করি' অঙ্গনার আলিঙ্গন আশা,
দেবতারো দুঃসাধ্য তা, দেব-শীর্ষ তুমি,
আন্তরিক আশীর্ব্বাদ লও, বীরবর!

সিংহ। কে আপনি, মহাপুরুষ?

জয়।— গান।

আমি যে কে, কব তা কেমনে।
দিবানিশি বসি' বসি' ভাবি আপন মনে॥

সিংহ। কিবা নাম? কোথা ধাম তব?

জয়।— [গীতাংশ]

কিবা নাম, কোথা ধাম নাইক তা জানা,
খুঁজে খুঁজে তার কোন পাই না নিশানা,
দিন কয়েক আছি এই পাঁচ ভূতের ভবনে ॥

সিংহ। কোন্ পথে এলেন?

জয়।— [গীতাংশ]

একদিকে সূতিকা ঘর পথ আসিবার,
অপর দিকে শ্মশান ওই যাবার দুয়ার,
গোলক-ধাঁধা, হাসি-কাঁদা আছে মাঝখানে ॥

সিংহ। বড়ই পরিচিত আপনার কণ্ঠস্বর। আপনার সঙ্গে বোধ হয়, কোন সম্বন্ধ আছে।

জয়।— [গীতাবশেষ]

এ সংসারে কার সনে আছে কি সম্বন্ধ,
সব ফুরাবে—হবে যবে শ্বাস-ক্রিয়া বন্ধ,
ছাড়ি' মায়া লও ছায়া অচিন্ত্য-চরণে ॥

[প্রস্থান।

সিংহ। জীবনের যত কাল হয়েছে ব্যয়িত,
মায়া-মরীচিকা মাঝে ছুটিয়া ছুটিয়া।
শুনিয়াছি জম্বুস্বামী পরম পুরুষ,
তাঁর পদে লইয়া আশ্রয়,
জীবনের শেষকাল শীতল ছায়ায়
করিব যাপন আমি—আকিঞ্চন মম।

জলদেবগণ। [নেপথ্য হইতে] জয় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের জয়!

সিংহ। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের জয় বলি'
স্রোতস্বিনী মাঝে কারা করে জয়নাদ ?
জলদেবদল মাঝে
কে দাঁড়া'য়ে মহাবীর মহাধনুর্দ্ধর ?
যাই—দেখি, কি ঘটিল সেথা।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে জলদেবগণের প্রবেশ।

জলদেবগণ।—

গান।

জয় তৃতীয় পাণ্ডব, দাহিত খাণ্ডব,
গাণ্ডীব-ধারক হে।
দুরিত নাশক, কুরীতি-বারক,
অহিত-হারক হে॥
কুরুকুলতিলক, আর্ত্তকুল ভেলক,
ভূদেব-পালক, কলুষ-শাসক,
দানব দলন, নর নারায়ণ,
কল্যাণকারক হে॥
জয় জয় বিজয়, জয় বিশ্ব-বিজয়,
অভয়দায়ক দুর্জ্জয় ধনঞ্জয়,
সুজন-নায়ক, কুজন-শাসক,
পতিততারক হে॥

দ্রুতপদে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। দৈত্যকুল বিনির্ম্মূল দুর্জ্জয় আহবে,
আর কভু দৈত্য-পীড়া হেথা নাহি হবে।
বিহর' পুলকে সবে নির্ভয় অন্তরে,
শ্রীহরির জয়ধ্বনি কর উচ্চৈঃস্বরে।

সকলে। জয় শ্রীহরির জয় !

অর্জ্জুন। একমাত্র অনুবল এখনো জীবিত।
জাহ্নবীর নিদেশানুযায়ী
আরোহিয়া পর্ব্বত-শিখরে,
দেখা নাহি পাইলাম তার।
তার পর পশিলাম সিন্ধুর উদরে,
ধ্বংসিলাম বংশ তার যেখানে যে আছে।
কোথা আছে অনুবল জানিব কেমনে ?

জলদেব। এইমাত্র গেল পাপী ত্রিনেত্র নগরে।

অর্জ্জুন। এ মুহূর্ত্তে আক্রমিব ত্রিনেত্র নগর।

[বেগে প্রস্থান

জলদেবগণ। জয় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের জয় !

[প্রস্থান।

দ্রুতপদে সিংহবাহুর প্রবেশ।

সিংহ। সংগোপনে শুনিলাম আমূল বারতা,
কি কর্ত্তব্য এখন আমার ?

দ্রুতপদে অনুবলের প্রবেশ।

অনু। কি কর্ত্তব্য এখন তোমার,
এখনো কি পার নাই বুঝিবারে তাহা ?
গৃহে যদি লাগে অগ্নি কি কর্ত্তব্য তব ?
বাঘে যদি পুত্রে তব করে আক্রমণ,
কি কর্ত্তব্য তাহে তব ?
রাক্ষস আক্রমে যদি মাতারে তোমার,

কি কর্ত্তব্য তাহে তব?
শত্রু আসি' আক্রমিছে জন্মভূমি তব,
কি কর্ত্তব্য তাহে তব পার না বুঝিতে?
ধরিয়া রুধিরলিপ্সু উন্মুক্ত কৃপাণ,
নির্জ্জিত নির্জ্জর সম ভৈরব গর্জ্জনে,
বিরাট্ প্রলয় সম সুদুর্ব্বার বেগে
ছুটে যাও অমিত বিক্রমে,
মর্দ্দিয়া—মথিয়া—ধ্বংসিয়া—হিংসিয়া
দুরন্ত অরাতিগণে।
কিংবা যাও—দাবানল যথা
দহিয়া দহিয়া গাঢ় কানন নিচয়।
কিংবা যাও—ঝঞ্ঝার মতন
ভাঙ্গিয়া—চূর্ণিয়া—উন্মূলিয়া সব।
কিংবা বহ্নিমুখী ভীম উল্কার মতন
সবেগে আঘাতি পড় অরাতির শিরে।

সিংহ। কি কারণ—দৈত্যরাজ!
ত্রিনেত্র-নগর পড়িয়াছে
পাণ্ডবের ভীম রোষানলে?
কোন্ মূঢ় মূঢ়তা প্রকাশি'
আপন বিবরগত কোপন স্বভাব
উত্যক্ত ফণীর পুচ্ছ করিয়া ধারণ
করিয়াছে মৃত্যুর আহ্বান?
কে না জানে বিশ্বজয়ী তৃতীয় পাণ্ডব
কে না জানে—

অনু। স্তব্ধ হও, ভীরু কাপুরুষ!
শশকুলে কেন তব না হ'ল জনম?
সিংহবাহু! সোদরপ্রতিম সিংহবাহু!
বহে যদি ধমনীতে ক্ষত্রিয়-শোণিত,
থাকে যদি দেহে তব উষ্ণরক্ত ধার,
তিগ্মতেজে ছুটে যাও বধিতে অরাতি,
সদর্পে উড়াও ব্যোমে বিজয়-পতাকা।
আর যদি পার্থ-ভয়ে হ'য়ে বিত্রাসিত
ফেরু সম থাক লুকাইয়া;
তবে অয়ি বীরপ্রসূ স্থিরা বসুমতী!
এখনি বিদীর্ণা হ'য়ে ভীম ভূকম্পনে
গ্রাস কর শতমুখে হেন কাপুরুষে।

[বেগে প্রস্থান।

সিংহ। উপস্থিত সমস্যা বিষম। [চিন্তা]

সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। কি সমস্যা হ'ল উপস্থিত?
জন্মভূমি রক্ষিতে চাহিলে
লও গিয়া পাণ্ডব-আশ্রয়।

সিংহ। কে তুমি, এ হেন হীন উপদেশ দানে
জানাইলে আপন নীচতা?

সুমন্ত্র। কে আমি জানিতে চাও বীর, সিংহবাহু?
সুমন্ত্র আমার নাম—প্রধান সচীব।

সিংহ। বিজ্ঞতম মন্ত্রিবর সে সুমন্ত্র তুমি!
তব মুখে একি হে নীচতা?

সুমন্ত্র। এ নীচতা—এ হীনতা রাজ্যরক্ষা তরে।
জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী কমলা রাক্ষসী,
আর তার ভ্রাতা দধিমুখ
করিতেছে রাজ্যে কত পৈশাচিক খেলা
পাণ্ডবের লইয়া শরণ
কর—কর পাপীর শাসন।
রাজ্যপ্রার্থী নহে সে পাণ্ডব,
চায় শুধু রাজকর—রাজ্য পরাজিয়া।

সিংহ পুত্র হ'যে জননীরে দাসী সাজাইব?
জানি আমি উদার পাণ্ডব;
দাসী-পুত্র হব মোরা—জগতের ঘৃণ্য!
না—না—হবে না—হবে না তাহা।
মায়ের রক্ষার তরে করি' মহারণ
শুতে হয়—শোব আমি অনন্ত শয়নে—
মায়ের শীতল কোলে শান্তির ছায়ায়।

সুমন্ত্র। এস, যাই সুনিভৃত স্থানে;
বিজ্ঞ তুমি বোঝালে—বুঝিবে।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

জম্বুস্বামীর কুটীর।

সম্মুখে নন্দদুলালকে সাজাইয়া সুশীলা
চিন্তামগ্ন ছিলেন।

সুশীলা। এ কি হ'ল। আজ আবার সহসা কেন আমায় চিন্তার প্রবল স্রোতে দূরস্মৃতির সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? জানি না—স্বামি কোথায় আছেন—কেমন আছেন—আছেন কি না আছেন। জানি না—মাতৃপিতৃহারা সেই এক বৎসরের শিশুপুত্র কোথায় আছে—কেমন আছে—আছে কি না আছে। কত দীর্ঘ বিনিদ্র রজনী কেঁদে কেঁদে কাটিয়েছি, স্মৃতির আগুনে জ্ব'লে জ্ব'লে কত দুঃখের দিন কাটিয়েছি. তার পর ঠাকুরের কৃপায় এই নন্দদুলালকে পেয়ে তাদের ভুলে গেছি। আজ কেন আবার তাদের কথা মনে এল? নন্দদুলাল। আর আমায় সংসার-জ্বালায় জ্বালিও না। বিস্মৃতির শীতলতায় আমায় ঘুম পাড়িয়ে দাও—সব ভু'লয়ে দাও। কেবল তোমার নাম জাগিয়ে রেখো। [চতুর্দ্দিকে চাহিয়া] বেলা হ'য়ে গেল, নন্দদুলালের ত ভোগ হ'ল না? এখনও কেন বাবা ফিরছেন না?

দুই হস্তে তত্ত্ব ও জ্ঞানকে ধরিয়া ঋষিবেশে
নন্দদুলালের প্রবেশ।

নন্দ। কে আছ গো। অতিথি আমরা। কাল একাদশীর উপবাস গেছে, আজ পারণের দিন—অন্ন জল দাও।

সুশীলা। [সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া] আসুন—আসুন ভোগের সব প্রস্তুত। দয়া ক'রে পূজা সেরে প্রসাদ গ্রহণ করুন।

নন্দ। উত্তম। [আসনে বসিয়া পূজার ছলে আহার করিলেন ও জল খাইলেন] দেখ মা, এই ছেলে দু'টিকে আমি তোমার কাছে রেখে কোন প্রয়োজনে যাচ্ছি ; সময়ে এসে নিয়ে যাব। এদের খুব সাবধানে রেখো, মা।

[প্রস্থান

সুশীলা। এই শিশুরমতই আমার সেই বেচারা পুত্রের চেহারা! এরই মত তার রং! বেঁচে কি আছে? সাপিনীর বিবরে রেখে এসেছি, তার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে সে বেঁচে নাই।

পরস্পর বস্ত্রাঞ্চলে মুণ্ড লুকাইয়া
মায়া ও প্রপঞ্চের প্রবেশ।

মায়া। ওগো! আমাদের আশ্রয় দাও—আমাদের রক্ষা কর।

সুশীলা। ভয় নাই, এদিকে এস—কি হয়েছে, মা?

মায়া। শত্রু তাড়া ক'রে আস্ছে, কেমন ক'রে আত্মরক্ষা করব?

সুশীলা। সুস্থ হও, মা! কোন শঙ্কা নাই। কোথা হ'তে আস্ছ তোমরা?

মায়া। মায়া-রাজ্য হ'তে—বড় বিপন্ন আমরা।

সুশীলা। তোমরা কে?

মায়া। আমরা কে শুন্‌বে? ত্রিনেত্র নগরের রাজা শ্বেতবাহুকে জান?

সুশীলা। জানি।

মায়া। তাঁর নির্ব্বাসিত ভ্রাতা সিংহবাহু—ওকি! চম্‌কে উঠ্‌লে যে?

সুশীলা। ব'লে যাও।

মায়া। তাঁর স্ত্রীর শোকে সে পাগলের মত হয়েছিল—কাঁদ্‌ছ নাকি তুমি?

সুশীলা। ব'লে যাও—তার পর?

মায়া। আমার পিতা তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন, আর যৌতুক স্বরূপ মায়াপুরী দিলেন। মাথা নোয়ালে যে? শুন্‌ছ?

সুশীলা। শুন্‌ছি—তার পর?

মায়া। তার পর তাঁর ছেলেটিকে ত্রিনেত্র-নগর থেকে নিয়ে এসে কাছে রাখ্‌লেন।

সুশীলা। ভাল আছে তাঁরা?

মায়া। [সরোদনে] তারা কি আর আছে? গতরাত্রে শত্রুরা ঘরে ঢুকে সুপ্ত পিতা পুত্রকে বধ করেছে।

সুশীলা। বধ করেছে! সত্য বল্‌ছ, ভগ্নি?

মায়া। গোপনে আমি তাঁদের মুণ্ড নিয়ে পালিয়ে এসেছি—এই দেখ। [মুণ্ডরক্ষা।]

সুশীলা। হা নাথ! হা পুত্র! [মূর্চ্ছা]

[তত্ত্ব ও জ্ঞানের প্রস্থান।

মায়া। মূর্চ্ছা গেল! [তুলিয়া] কে তুমি, দিদি?

সুশীলা। এ অভাগিনী তাঁর পত্নী সুশীলা। বড় আশায় বুক বেঁধে রেখেছিলাম—একদিন পতি-পুত্রের দেখা পাব, আমার সে স্বপ্নময় আশায় ছাই পড়্‌ল। এস, স্বামি! এস, পুত্র! [উরুতে মুণ্ড রাখিয়া দৃষ্টিক্ষেপ]

ঋষিবেশী নন্দদুলাল। [নেপথ্য হইতে] এস—এস, পুত্র!

মায়া। ঐ বুঝি শত্রু আস্‌ছে।

[প্রপঞ্চ সহ প্রস্থান।

সুশীলা। পুত্র নিয়ে চ'লে গেলে, স্বামী? এ অভাগিনীকে একবার মনেও কর্‌লে না? কি অপরাধ করেছিলাম—নাথ! যে, সাজা দেবার জন্য আমায় অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে গেলে!

ঋষিবেশে নন্দদুলালের প্রবেশ।

নন্দ। আমার পুত্র দু'টি দাও, মা!

সুশীলা। কমলা! এতদিনে তোমার মনের সাধ মিটল ত? তোমার—

নন্দ। আরে—আরে দুর্ব্বিনীতে! আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ নাই?

সুশীলা। এ কে—প্রভু? প্রভু, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে!

নন্দ। বল্ আগে আমার পুত্র দু'টি কৈ?

সুশীলা। [চাহিয়া দেখিতে না পাইয়া] এ আবার কি বিপদ্?

নন্দ। শীগ্‌গির আমার ছেলেদের বের্ ক'রে দে।

সুশীলা। এই—এইখানেই ত তারা ব'সে ছিল।

নন্দ। আমার ছেলেদের খুন করেছিস্, রাক্ষসি! ঐ বুঝি তাদের মুণ্ড প'ড়ে?

সুশীলা। [সরোদনে] এই আমার স্বামী আর এই আমার পুত্র।

নন্দ। তোর ও নাকি সুরের কান্না আমি শুন্‌ব না। অবিলম্বে আমার পুত্রদের এনে দে। নৈলে ব্রাহ্মণের উষ্ণ নিঃশ্বাসে অভিশাপ দেবো। সে অভিশাপে তোর স্বামী পুত্র—তোর শ্বশুরকুল—পিতৃকুল—মাতৃকুল অনন্তকাল নরকে অশেষ যন্ত্রণা পাবে। [ক্রোধমূর্ত্তি ধারণ]

সুশীলা। নন্দদুলাল! দীনশরণ তুমি—বিপদ্‌বারণ তুমি, তোমার এ কাঙালিনী মা বড় বিপদে পড়েছে। এস, নারায়ণ! মায়ের এ বিষম বিপদ্ দূর কর। আমায় বিপদে ফেলে, শিশু তোমরা, কোথায় আছ?

গীতকণ্ঠে তত্ত্ব ও জ্ঞানের প্রবেশ।

তত্ত্ব, জ্ঞান।—

গান।

এই যে—এই যে, এসেছি মা, আর তুমি কেঁদো না!
কিসের দুঃখ—কিসের শোক মা, কিসের মনোবেদনা॥

সুশীলা। [কোলে লইয়া] তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে, বাবা ?

তত্ত্ব, জ্ঞান।— [গীতাংশ]

কোথা মোরা র'ব আর,
কাছে আছি অনিবার,

সুশীলা। কাছে ছিলে ? দেখ্‌তে পেলাম না কেন ?

তত্ত্ব, জ্ঞান।— [গীতাংশ]

মায়ার ধাঁধায় অন্ধ হ'য়ে
মোদের দেখ্‌তে পেলে না ॥

সুশীলা। তোমাদের নাম কি, শিশু ?

তত্ত্ব, জ্ঞান।— [গীতাবশেষ]

নাম মোদের তত্ত্ব-জ্ঞান,
মোরা চিনাই ভগবান্‌,
খর্ব্বকায় বৃদ্ধ ওই
ছদ্মবেশী কেলেসোনা ॥

[প্রস্থান।

নন্দ। [বৃদ্ধবেশ ত্যাগ করিয়া নন্দদুলাল বেশে দণ্ডায়মান]

সুশীলা। কে তুমি, বাবা ?

নন্দ।—

গান।

আমি মা তোর নন্দদুলাল।
কাঁদিস্‌ না মা, কাঁদিস্‌ না আর,
আমি ঘুচাব তোর সব জঞ্জাল ॥
ডাকিস্‌ যখন ভালবাসি,
ছুটে অমনি কাছে আসি,
মা ব'লে ডাকিতে ভালবাসি,
কোলে নে মা, তোর গোপাল ॥

সুশীলা। আয় তবে—কোলে আয়, আমি তোর মা হই।

দ্রুতপদে গীতকণ্ঠে জম্বুস্বামীর প্রবেশ।

জম্বু।—

গান।

মা হ'য়ো না—মা হ'য়ো না, নিয়ো না মা, ওকে কোলে।
ওর মা হওয়া বড় জ্বালা, ভাস্‌বে তুমি আঁখি জলে ॥

সুশীলা। ওর মা হ'তে দোষ কি, বাবা?

জম্বু।— [গীতাংশ]

মনে হ'লে ত্রেতার কথা,
প্রাণে বড় বাজে ব্যথা,
ওর মায়ের বুকে শূল বিঁধিয়ে
হাসিমুখে গেল বনে চ'লে ॥

সুশীলা। তাই নাকি, বাবা!

জম্বু।— [গীতাংশ]

আরো শোন মা, স্বভাব ওর,
বাপ-মা কাঁদেন জীবন ভোর,
হাত পা বেঁধে শত্রু ডোবে,
কারাগারে কত সাজা দিল ॥

সুশীলা। আরও কিছু জানেন, বাবা?

জম্বু।— [গীতাংশ]

করিল ও সব গোকুল আকুল,
মজাইল গোপগোপীকুল,
অন্ধ হ'ল নন্দরাণী কেঁদে,
হা কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ ব'লে ॥

নন্দ। তুমি ত বুড়ো খুব হিংসুটে দেখ্‌ছি।

জম্বু। বল ত ছোক্‌রা, চিত্র যদি খারাপ হয়, সে দোষ কি চিত্রের—না চিত্রকরের?

নন্দ। মায়ের কোলে আমি বস্‌ব, তুমি বারণ কর্‌বার কে ?

জম্বু। তুমি ত কোলে নেবার—তুমিই বা কোলে উঠ্‌বার কে ?

নন্দ। মায়ের কোলে উঠ্‌ব—আমি মায়ের ছেলে।

জম্বু। মায়ের ছেলে তুমি। কস্মিন্‌কালেও তোমার মা ছিল, বল্‌তে পার ?

নন্দ। এই ত আমার মা।

জম্বু। পাতান মা বল।

নন্দ। পাতান কি না, তুমি কেমন ক'রে বুঝ্‌বে ?

জম্বু। বুঝি না ব'লেই ত বল্‌ছি, বাপু। একটু বুঝিয়ে দাও না। কপট। কপটতা দিয়ে সৃষ্টি আচ্ছাদিত ক'রে নিজে অন্তরালে ব'সে আছ, আর জীবগণকে ধাঁধায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ। তোমার কপটতার যবনিকা সরিয়ে দিয়ে সকলকে দেখিয়ে দোব—সকলকে জানিয়ে দোব—সকলকে চিনিয়ে দোব।

নন্দ। তাই দাও—না, দেখ্‌ব তুমি কত বড় বীর।

[প্রস্থান।

সুশীলা। চ'লে গেল যে বাবা। একটু কোলে নিতে দিলেন না।

জম্বু। একটু তন্ময়তা তোমার এসেছিল ব'লেই দেখ্‌তে পেলে। তন্ময় হও—নিরন্তর তন্ময় হও—কত সাধ্‌বে এসে। ভোগের যোগাড় হয়েছে, মা ?

সুশীলা। ভোগ ত হ'য়ে গেছে, বাবা। মনে প'ড়—কে এক বৃদ্ধ হ্যাঁ—ঐ বালক—

জম্বু। বুঝেছি। নিজেই ঋষিবেশে ভোগ খেয়ে গেছে। [প্রসাদ ভক্ষণ] প্রসাদ তুমি নিয়েছ, মা ?

সুশীলা। না, বাবা।

জম্বু। প্রসাদ নাও। তার পর রাজ্যপ্রান্তে আমি যে নূতন মঠ তৈরি করেছি, সেখানে চল। নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে একাকিনী নির্জ্জনে থাকলে সংসারের মায়ায় জড়িয়ে পড়্‌বে—যেমন আজ পড়েছিলে। মঠধারিণী হবে—জগতের সেবায় রত হবে। কাজ কর্‌বে হাতে, মন ফেলে রাখ্‌বে তাঁর পায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অরণ্য-পথ।

রুদ্রানন্দের প্রবেশ।

রুদ্র। না—না, এ বীভৎস দৃশ্য আমি দেখ্‌তে পার্‌ছি না। চোখ দেখ্‌তে চায় না—মন বুঝ্‌তে চায় না, আমায় পাগল ক'রে তুলেছে। পরমাপ্রকৃতি পরব্রহ্মরূপিণী মা আমার, ত্রিনেত্র নগরে উপেক্ষিতা। দুরাচার রাজা শ্বেতবাহু—মূর্খ সে—দানব সে—ত্রিনেত্র-নগরের সর্ব্বনাশ করেছে সে! কৃষ্ণভক্ত হ'য়ে ত্রিনেত্র-নগর হ'তে সে মায়ের পূজা লোপ করেছে। গোপনন্দন কৃষ্ণের পূজা কর্‌ছে—লম্পটের পূজা কর্‌ছে—কপটের পূজা কর্‌ছে—নীচের পূজা কর্‌ছে। আর তার পদাঙ্ক অনুসরণ কর্‌ছে—রাজ্যবাসিগণ। আমি সইতে পার্‌ব না, আমি সইব না। শ্বেতবাহুকে যেমন ক'রেই হ'ক্, আমার মতে আন্‌তেই হবে। মহারাজের অস্ত্রগুরু আগমাচার্য্যের স্বাক্ষর জাল ক'রে পত্র পাঠিয়েছি। আস্‌বেই সে—ফাঁদে পড়্‌বেই সে। গারো-শিষ্যগণকে সতর্ক ক'রে দি। শিষ্যগণ!

গারো-শিষ্যগণের প্রবেশ।

শিষ্যগণ। কেনো রে তলব করলি বাবা ?

রুদ্রা। আমি জয় মা ব'লে ইঙ্গিত করলেই তোমরা বেঁধে ফেল্‌বে। এখন লুকিয়ে থাক। [তথাকরণ]

দীনবেশে বৃষকেতুর স্কন্ধে ভর করিয়া শ্বেতবাহুর প্রবেশ।

বৃষ। কে কোথায় আছ, বনবাসি! নিরাশ্রয় আমরা, আশ্রয় চাচ্ছি। সন্ধ্যা হ'য়ে এল, রাত্রের জন্য আমাদের আশ্রয় দাও।

রুদ্রা। কে তোমরা আশ্রয়প্রার্থী ?

বৃষ। পরিচয় সময়ে পাবেন, আগে অন্ন জল দিয়ে এই মুমূর্ষুর প্রাণ রক্ষা করুন।

রুদ্রা। [সবিস্ময়ে] এ কে !

শ্বেত। কি ক'রে আমি পরিচয় দেবো ? আমি একজন রাজা।

রুদ্রা। রাজা ?

শ্বেত। শ্বেতবাহু আমার নাম, ত্রিনেত্র নগরের রাজা।

রুদ্রা। তোমার এ দশা কেন, মহারাজ ?

শ্বেত। পত্র পেয়ে আমার অস্ত্রগুরু আগমাচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে যাচ্ছিলাম।

রুদ্রা। কেন ?

শ্বেত। পাণ্ডবের যজ্ঞীয় অশ্ব ধরেছে আমার সখা অনুবল, তুমুল সংঘর্ষ হবে। আগমাচার্য্য আমার জন্য বিশ্ববিজয়ী অস্ত্র তৈরি ক'রে রেখেছেন।

রুদ্রা। তার পর ?

শ্বেত। আমি সেই অস্ত্র আন্‌তে যাচ্ছিলাম। বিষম ঝড়ে আমার জলযান নদীগর্ভে ডুবে গেছে। এই দেবতার কৃপায় প্রাণ বাঁচিয়েছি। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমি বড়ই কাতর, আমায় রক্ষা করুন।

রুদ্রা। জয় মা! [বলিবামাত্র গারো-শিষ্যগণ উভয়কে বাঁধিল।]

বৃষ। [বদ্ধ হইতে হইতে] একি পাশব আচরণ! তোমরা মানব না পিশাচ? যদি ঘুণাক্ষরে বুঝ্‌তে পার্‌তাম—তুমি ভণ্ড সন্ন্যাসী, তা' হ'লে—তা' হ'লে—

রুদ্রা। ক্রোধ করা বৃথা, যুবক! ক্রুদ্ধ সিন্ধু ঢেউ তুলে আপন কূলই ভেঙে ফেলে। পরিচয় দাও—মুক্ত কর্‌ব।

বৃষ। তোমার মত দুর্ব্বৃত্তের কাছে পরিচয় দিতে ঘৃণা জন্মে—তবুও আমি পরিচয় দিচ্ছি—মহাবীর কর্ণের পুত্র বৃষকেতু আমি। বিশ্ববিজয়ী পঞ্চ পাণ্ডব আমার পিতৃব্য। যজ্ঞীয় ঘোটক রক্ষার জন্য আমি এসেছি—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের সঙ্গে। দৈত্যরাজ অনুবল মায়াবলে অশ্ব চুরি ক'রে নিয়ে গেছে, তারই সন্ধানে আমি বেরিয়েছি। পথে মুমূর্ষু মহারাজকে উদ্ধার ক'রে আশ্রয়ের অন্বেষণে এখানে এসে পড়েছি।

রুদ্রা। কাজ ভাল কর নাই, বৃষকেতু!

বৃষ। কি কাজ ভাল করি নাই?

রুদ্রা। শ্বেত রাজাকে বাঁচিয়ে—তোমাদের শত্রু সে।

বৃষ। কিসে মহারাজ আমাদের শত্রু?

রুদ্রা। সে তোমাদের যজ্ঞাশ্ব ধরিয়েছে।

বৃষ। ক্ষত্রিয়ের কাজ করেছেন—প্রকৃত বীরের কাজ করেছেন। মহারাজকে এজন্য আমি সম্মান কর্‌ছি—নমস্কার কর্‌ছি। এমন বীরকে বাঁচিয়ে আমি আনন্দ অনুভব কর্‌ছি। যুদ্ধ যখন হবে—যুদ্ধ কর্‌ব। এখন বিপন্ন তিনি, আমার পিতৃস্থানীয়—শত্রু স্থানীয় ন'ন্।

রুদ্রা। মহারাজ!

শ্বেত। চিনেছি তোমায়, রুদ্রানন্দ! বুঝেছি—এ সব তোমারই ফন্দি।

রুদ্রা। তোমায় কি করব এখন জান? পূতিগন্ধময় কারাগারে নিক্ষেপ করব। হয় শাক্ত হবে, না হয় আজীবন কারা-যন্ত্রণায় ভুগ্‌বে।

শ্বেত। কারা-যন্ত্রণাই আমি বরণ ক'রে নেবো জেনো, ব্রাহ্মণ! আমি রক্তপায়িনী রাক্ষসীর পূজা কর্‌ব না—কর্‌ব না—কর্‌ব না।

রুদ্রা। নিয়ে যাও, ওকে ভূগর্ভস্থ অন্ধ-কারাগারে।

শ্বেত। [যাইতে যাইতে] যত যন্ত্রণা দাও, নারায়ণ! হাসিমুখে সব সহ্য করব। তোমায় যেন কখন বিস্মৃত না হই।

[শিষ্যগণ সহ প্রস্থান।

বৃষ। ভক্তের নির্যাতন হচ্ছে—চোখের সামনে দেখ্‌ছি আর মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় অসার গর্জ্জন কর্‌ছি। মধুসূদন! তোমার ভক্তের মুক্তি দাও—তার বিনিময়ে তাঁর সমস্ত যন্ত্রণা আমার মাথায় চাপিয়ে দাও।

[শিষ্যগণ সহ প্রস্থান।

রুদ্রা। নির্দ্দোষ এ বৃষকেতু, এখনই তাকে মুক্ত কর্‌তাম; কিন্তু মুক্তি পেয়ে হয় ত একটা কাণ্ড ক'রে ফেল্‌বে। মহারাজকে কারাগারে রেখে তার পর মুক্ত ক'রে দোব।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ।

ধনুর্ব্বাণ হস্তে কৃত্রিম যুদ্ধ করিতে করিতে হংসধ্বজ, কুশধ্বজ ও বালকগণের প্রবেশ।

সকলে।—

গান।

আমরা সখের সেনা ক্ষত্রিয়-কুমার।
বিশ্বজয়ী হ'ব মোরা বীর-অবতার॥
বীরসাজে সাজি মোরা রণে পশিব।
দুম্ দুম্ দুম্ রণবাদ্যে যুদ্ধ করিব॥
ধনু ল'য়ে হাঁটু গে'ড়ে এমনি বসিব।
এমনি ক'রে টুক্ ক'রে আবার উঠিব॥
বাম করে বাণ ধ'রে লক্ষ্য করিব।
মেঘমন্দ্রে গ'র্জ্জে গ'র্জ্জে অরি হরিব॥

[কুশধ্বজের বাণে হংসধ্বজের মূর্চ্ছা]

বালকগণ। সর্ব্বনাশ হ'ল—সর্ব্বনাশ হ'ল!

দ্রুতপদে কমলার প্রবেশ।

কমলা। কি হয়েছে. বাবা, কি হয়েছে?

১ম বালক। কুশোর বাণে হাসি মূর্চ্ছিত।

কমলা। আহা! একেবারে রক্তে রক্ত-গঙ্গা! কি সর্ব্বনাশ করেছিস্, হতভাগা ছেলে! অমলা! অমলা! জল নিয়ে আয়।

জল লইয়া অমলার প্রবেশ।

অমলা। কি হয়েছে, দিদি ?

কমলা। কি হয়েছে, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না ?

অমলা। এ কি ! কে এ কাজ কর্‌লে ?

কমলা। আর কে কর্‌বে ? করেছে তোদের আদুরে ছেলে কুশো।

কুশ। ইচ্ছা ক'রে আমি মারি নাই, জ্যেঠাই-মা !

কমলা। ইচ্ছা ক'রে মারিস্ নি, হতভাগা ? গলা টিপে মেরে ফেল্‌ব।

হংস। একটু জল দাও, বড় মা !

কমলা। এই জল খাও, বাবা ! [জল দিলেন]

অমলা। কেন ওকে মার্‌লি, কুশো ?

কুশ। ইচ্ছা ক'রে আমি মারি নাই। আচার্য্য আমাদের ব'লে দিয়েছেন যে, তোরা দুই দল হ'য়ে কৃত্রিম যুদ্ধ কর্‌বি, তা' হ'লে অস্ত্রশিক্ষা ভাল হবে। কৃত্রিম যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে আমার হাত থেকে তীর ছুটল— বেগ সাম্‌লাতে পার্‌লাম না।

কমলা। ও, বাবা ! একরত্তি ছেলে—কথাগুলি কেমন গুছিয়ে বল্‌লে ? সাধে বলি, কেউটে সাপের বাচ্ছা !

অমলা। ওকে আর কিছু ব'লো না, দিদি ! অমন কত হয়— ইচ্ছা ক'রে ত মারে নি !

কমলা। ইচ্ছা ক'রে মারে নাই ত কি ? ওকে কম্ ঠাওরাচ্ছ নাকি !

কুশ। হাঁসি দা' ত কতদিন আমায় এর চেয়ে বেশি মেরেছে, তাকে ত কোন দিন গাল দাও নি, জ্যেঠাই-মা ?

কমলা। তাই হিংসেয় বুক ফেটে যাচ্ছে, বুঝি ! এখনই তোমার এত হিংসা ? বেরিয়ে যা, হতভাগা ! এখানে তোর স্থান হবে না।

অমলা। ছিঃ—দিদি! ঘরে যাও।

কমলা। কারু কথা শুনব না। এখনি ওকে এখান থেকে বিদায় ক'রে তবে ছাড়্ব। বেরিয়ে যা, হতভাগা!

অমলা। দিন-দিন তুমি কি হ'য়ে যাচ্ছ, দিদি? এমন অনাথ-শিশুর কাতরতায় তোমার প্রাণ গ'লে যাচ্ছে না? তোমার ক্রিয়াকলাপ দেখে আর বুঝি—রাখ্‌তে পার্‌ছি না।

কমলা। কি রাখ্‌তে পার্‌ছ না?

অমলা। আমার ভক্তি।

কমলা। কে চায় তোর কপট ভক্তি?

অমলা। কপটতা থাক্‌লে এখনই বল্‌তাম—"আমার ছেলেকে মেরেছে, তোমার কি? কেন তুমি ওকে তাড়াচ্ছ?" তা বল্‌ছি না—বল্‌তে পার্‌ছি না।

কমলা। বল্‌তে আর ত্রুটি কর্‌লি কি? আপনার চিনেছিস্, অমলা?

অমলা। চিনি নাই, চিন্‌লে ঐ অনাথ কুশোর জন্য তোমার কাছে কাঁদ্‌তাম না। কার্য্যদোষে তুমি আজ আপনার চিনিয়ে দিচ্ছ, দিদি!

কমলা। আমি কারু চোখ রাঙানির তোয়াক্কা রাখি না। আমি সিংহবাহুর—না থাক্।

অমলা। না, থাক্‌বে কেন? স্পষ্টই বল না কেন যে, সিংহবাহুর বংশ রাখ্‌ব না।

কমলা। তবে তাই।

অমলা। তবে তাই? আশ্চর্য্য তোমার এ কঠোরতা—আশ্চর্য্য তোমার এ দৃঢ়তা! প্রতিহিংসাময়ি! তুমি আজ স্বহস্তে যে আগুন জ্বালাচ্ছ, সে আগুনে শুধু সিংহবাহু পুড়্‌বে না; পুড়্‌বে রাজা-প্রজা সব—পুড়্‌বে সমস্ত রাজ্য! সময় আস্‌বে যখন, তুমি বিবেকের তাড়নায়

পাগল হ'য়ে ছুটোছুটি কর্‌বে। স্বকৃত শ্মশান দেখ্‌বে আর আতঙ্কে উন্মত্ত হবে।

কমলা। সব সইব—সব সইতে প্রস্তুত। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌লে কি হবে, কুশো! চ'লে যা বল্‌ছি, কে তোকে করুণা কর্‌বে?

গীতকণ্ঠে জয়গোপালের প্রবেশ।

জয়।—

গান।

করুণা করিবে ও:ক করুণা-নিদান।
অনাথ-পালক, গোপ-বালক,
বিশ্বচালক্ করিবে অভয় দান॥

কমলা। এমন সময় আপনি কোথা হ'তে এসে জুট্‌লেন? ভাল জ্বালা!

জয়।— [গীতাংশ]

জ্বালা একি আর বেশি হ'ল,
এই ত জ্বালার সুরু হ'ল,
উঠ্‌বে পরে কাল-হলাহল,
তখন আস্‌বে পালা, জল্‌বে জ্বালা
হবে খেলার অবসান॥

কমলা। আমি আপনার পাগলের প্রলাপ শুন্‌ব না।

জয়।— [গীতাংশ]

শুন্‌বে কেন পাগলের প্রলাপ,
দিয়েছ পাপের স্রোতে ঝাঁপ,
পাবে পরে বড় মনস্তাপ ;—
ফেরো ভালোয় ভালোয়, আলোয় আলোয়
জোরে বেয়ে এ উজান॥

কমলা। ওর দিকে সজল চোখে চেয়ে থাক্‌লে কি হবে, কুশো? ওকি তোকে রক্ষা করতে পার্‌বে? চ'লে যা'!

কুশ। কোথায় যাব, জ্যেঠাই মা? আমার বড় ভয় কর্‌ছে।

জয়।— [গীতাবশেষ]

ভয়ে কেন ভাই হয়েছিস্ বিহ্বল।
ভয়হারী হরি তোরে দিবেন কোল,
দিবানিশি বল বসি' হরি হরিবোল,
ভয় কি রে তোর হরিবোলা,
হরি ব'লে কর্ পয়াণ॥

[প্রস্থান।

কুশ। [সরোদনে] তবে যাই, জ্যেঠাই মা! [গমনোদ্যত]

হংস। [বসিয়া] কোথায় যাবি, ভাই?

কুশ। তোমার গায়ে আমার বাণের আঘাত লেগেছে ব'লে জ্যেঠাই-মা আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছে, হাঁসি-দা!

হংস। [উঠিয়া] না—না আমায় লাগে নি—আমায় লাগে নি। [কুশধ্বজকে ধরিলেন]

অমলা। তোমার পায়ে পড়ি দিদি, ক্ষমা কর—রক্ষা কর। [পদে পড়িলেন]

কমলা। [সরিয়া গেলেন] হবে না—হবে না—হবে না।

অমলা। এত তোমার প্রতিহিংসা! তোমার প্রতিহিংসা নিয়ে তুমি থাক—আমিও পুত্র-কন্যা নিয়ে চ'লে যাই। যাও, বাবা! হরিনাম করতে করতে এ সাপের বিবর হ'তে বেরিয়ে যাও। আমিও যাচ্ছি।

[দ্রুত প্রস্থান।

কুশ।—

গান।

হে দীন-শরণ, বিপদ্‌বারণ
নবঘনশ্যাম।
পথের কাঙাল হ'য়ে, তব নাম ল'য়ে
অকূল পাথারে আজ ভাসিলাম ॥
(স্রোতের তৃণ সম)

[হংসধ্বজের প্রতি চাহিয়া]

সাধের খেলা ভাই ফুরাল',
বাদ সাধি' বিধি, করিল এ বিধি,
মনের সাধ না পূরা'ল;
এই দেখা ভাই, শেষ দেখা আমার,
এ জীবনে হবে না'ক দেখা বুঝি আর,
হাসিমুখে বিদায় দাও,
এ অভাগায় ভুলে যাও ॥

হংস।—

গান।

হাসিমাখা মুখ তোর ভুলিব কেমনে।
এ অভাগা হাসি আর খেলিবে কার সনে ॥
ব্যাঘ্র ভল্লুক আস্‌বে যখন,
কেমনে বাঁচাবি জীবন,
কেমনে র'বি ভাই একা গহন কাননে ॥

কুশ।— কেঁদে কেঁদে কাঁদিও না,
মরমে শেল বিঁধিও না,
হাসি মুখে দাও দাদা, বিদায় আমারে।

হংস।— একা কেন যাবি ভাই,
চল দুই ভা'য়ে যাই,
হরি ব'লে চ'লে যাই বিজন বিপিনে ॥

[গমনোদ্যত]

বৃষধ্বজের প্রবেশ।

বৃষ। কোথায় যাবি, ভাই! [দুই জনকে দুই হস্তে ধরিলেন]

কমলা। বিষু!

বৃষ। মা!

কমলা। কোথা হ'তে এসেছিস্, তুই?

বৃষ। তা' পরে শুন্‌বে, মা! আগে আমায় বল—একি দেখ্‌ছি? বালকেরা কাঁদ্‌ছে—হাসি কাঁদ্‌ছে—কুশো কাঁদ্‌ছে, আর তুমি শিকারের পানে লোলুপ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছ?

কমলা। ঐ হতভাগা হাসিকে মেরেছে। দেখ্‌না, বাছার শরীর হ'তে এখনও রক্তস্রাব হচ্ছে।

হংস। না—না, দাদা! বেশি লাগে নি। আমরা কস্‌রৎ কর্‌ছিলাম, সহসা কুশোর একটা বাণ ছুটে আমার গায়ে পড়্‌ল। তা বেশি লাগে নি, দাদা! বড়-মা কুশোকে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

বৃষ। সত্যি, মা?

কমলা। সত্যি বৈকি, এমন কেউটে সাপের বাচ্চা ঘরে স্থান দিতে আছে!

বৃষ। ক্রীড়াচ্ছলে আঘাত করায় কুশোকে তাড়িয়ে দিচ্ছ? এ রকম কত আঘাত আমিও ত আমার সখাদিগে দিতাম, হাঁসিও ত কতদিন কুশোকে আঘাত করেছে, কৈ মা! আমাদের ত তাড়িয়ে দাও নি?

কমলা। তোমরা ত আর আকোচ্ ক'রে মার নাই।

বৃষ। আর কুশো বুঝি আকোচ্ ক'রে মেরেছে? বুঝেছি মা, তোমার মনে কোন অভিসন্ধি আছে।

কমলা। যদি থাকে, তবে তার কৈফিয়ৎ কি তোকে দিতে হবে?

বৃষ। কোন কৈফিয়ৎ আমি চাচ্ছি না, মা; তবে তোমায় কোন অন্যায় করতে দোব না।

কমলা। সপ্তদশবর্ষীয় বালক তুই, ন্যায়-অন্যায় তুই কি বুঝ্‌বি—তুই কি জান্‌বি?

বৃষ। বুঝ্‌তে পার্‌ছি, মা! কে যেন চেঁচিয়ে ব'লে দিচ্ছে—তুমি যা' করতে যাচ্ছ, তা' তোমার অন্যায়! তোমার পাপে পিতার পাপ—রাজরাণীর পাপে রাজ্যধ্বংস—মাতা-পিতার পাপে সন্তান নাশ। বিধাতার এ চিরন্তন নিয়ম তুমি ওল্‌টাতে পার্‌বে না, মা!

কমলা। আমার কাজে তুই যদি বাধা দিস্, তোকে অভিশাপ দোব; এমন অভিশাপ দোব—যা' তোকে জীয়ন্তে চিতানলের ন্যায় তীব্র জ্বালায় জ্বালাবে! যা তোকে ক্ষিপ্ত ক'রে সংসারে বাতুলের মত ঘূর্ণিত কর্‌বে!

বৃষ। [নতজানু হইয়া] তোমার সন্তান আমি, জানু পেতে এই অনাথ শিশুর জন্য প্রার্থনা কর্‌ছি মা, ধর্ম্মের দিকে চেয়ে এ শিশুকে অকূল-পাথারে ভাসিয়ো না, মা!

কমলা। [সরিয়া গিয়া] বিষু!

বৃষ। সবল হ'লেও, কুশো! মায়ের আদেশের কাছে আমি নিতান্ত দুর্ব্বল! ভগবানের নাম ক'রে যাও, ভাই!

কুশ। কোথায় যাব, দাদা? আমার আর কে আছে?

দ্রুতপদে কালিন্দীর প্রবেশ।

কালিন্দী। তোমার এই আবাগী ধাই-মা বুড়ী আছে, বাবা! এস পথের কাঙাল! কোলে এস, বাবা! এ আঁস্তাকুড় ছেড়ে—চল আমরা

খোলা মাঠের শীতল হাওয়ায় বেড়িয়ে বেড়াই গে। যাবার কালে ব'লে যাই, বড়রাণি! যেম্‌নি ঘা দিয়েছ, তেম্‌নি ঘা পাবে। তুলাদণ্ডে—ওজন হবে, রতি-মাসাও বাদ যাবে না। অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি—এই অনাথ শিশুর চোখের জলে—এই বৃদ্ধার চোখের জল মিশিয়ে অভিশাপ দিচ্ছি—যে আগুন জ্বালিয়ে সিংহবাহুকে সবংশে পোড়াচ্ছ, সেই আগুনে আজীবন জ্ব'লে পুড়ে ম'রো। এই অনাথ শিশুর মত তুমিও চোখের জলে ভেসে বেড়িও।

[কুশধ্বজকে লইয়া প্রস্থান।

হংস। [থানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া সরোদনে] কুশো! কুশো!

কুশধ্বজের পুনঃ প্রবেশ।

কুশ। [দৌড়িয়া আসিয়া হংসধ্বজের গলা ধরিয়া] হাঁসি-দা'! হাঁসি-দা'! এই যে আমি।

কালিন্দী। [দৌড়িয়া আসিয়া কুশধ্বজকে ধরিয়া] আবার কেন এলে, বাবা! চল। [হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন]

কুশ। [যাইতে যাইতে হংসধ্বজের দিকে চাহিতে চাহিতে]

গান।

শৈশবের লীলা খেলা সাঙ্গ হইল।
খেলা না ফুরাতে হায়, যবনিকা পড়িল॥
সুখের হাসি ঝরিল,
বিষাদ আসি ভরিল,
কাঁদতে কাঁদতে অভাগা আজ চিরবিদায় লইল॥

[প্রস্থান।

হংস।— ওই যায়—ওই যায় প্রাণের ভাই, ওই যায় চ'লে!
ভাসায়ে আমা সবে শোক-সিন্ধুজলে॥

[প্রস্থান।

বৃষ। তোমার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি, মা! তোমার ইচ্ছায় আমি বাধা দিই নাই। এখন আমার ইচ্ছায় তুমি বাধা দিয়ো না। আমি যাই। [রোদন]

কমলা। কোথায় যাবি, বিষু?

বৃষ। যেদিকে দুই চোখ যায়। [রোদন]

রেণুশর্ম্মার প্রবেশ।

রেণু। ত্রিনেত্র-নগরের প্রান্তে বিশাল পাণ্ডববাহিনী উপস্থিত। সবল অনুবল দৈত্য সৈন্য নিয়ে সম্মুখীন। সেনাপতি গুর্জ্জর সিংহও সঙ্কলিত সৈন্য নিয়ে অগ্রসর। তুমি ও যাও, বৃষধ্বজ! যজ্ঞীয় অশ্ব আমি রক্ষা কর্‌ব।

বৃষ। কি নিয়ে আমি যুদ্ধে যাব, গুরুদেব? আমার বল বুদ্ধি, সাহস উৎসাহ সব কুশোর সঙ্গে চ'লে গেছে।

রেণু। কি হয়েছে কুশোর?

কমলা। বড় দুর্দ্দান্ত হ'য়ে উঠেছিল, তাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।

রেণু। ভাল কাজ কর নাই, মা! [বৃষধ্বজের প্রতি] আমার সঙ্গে এস, বিষু! এ সময়ে শোকে মুহ্যমান্ হ'য়ে নিশ্চেষ্ট থাক্‌লে রাজ্য থাক্‌বে না। যাও, রাণি! শিবপূজার আয়োজন কর গে। তিনিই এ রাজ্য রক্ষা কর্‌বেন।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

ত্রিনেত্র নগরের বহির্ভাগ—পাণ্ডব-শিবির।

অর্জ্জুন, যুবনাশ্ব, বৃষকেতু ও অনুশাল্বের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। কোন সংবাদ জান্‌তে পেরেছ, অনুশাল্ব ?

অনু। মায়াবলে আমি রাজধানীতে গিয়েছিলাম।

অর্জ্জুন। গিয়েছিলে ? কি দেখ্‌লে ?

অনু। দেখ্‌লাম—অন্তর্বিপ্লবের বিরাট্ আয়োজন :

অর্জ্জুন। কি রকম ?

অনু। রাজা শ্বেতবাহু রাজ্যে নাই।

অর্জ্জুন। সন্ধান পেয়েছ, তিনি কোথায় ?

বৃষ। আমি জানি পিতৃব্য, তিনি রুদ্রানন্দের হস্তে বন্দী।

অর্জ্জুন। এ খবর তুমি কি ক'রে জান্‌লে, বৃষকেতু ?

বৃষ। অশ্বের অনুসন্ধানে যখন পূর্ব্বাঞ্চলে গিয়েছিলাম, মহারাজও জলযানে কামরূপের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে ঝড়ে জলযান সহ তাঁকে নদীগর্ভে ডুবিয়ে দিলে। আমি বহু চেষ্টায় তাঁকে বাঁচিয়েছিলাম।

যুব। তার পর—তার পর ?

বৃষ। ক্ষুধাতুর মহারাজকে নিয়ে আমি সন্ধ্যাকালে এক অরণ্যে উপস্থিত হ'য়ে বনবাসীদের কাছে চেঁচিয়ে আশ্রয় চাইলাম। রুদ্রানন্দ কাপালিক আমাদের পরিচয় পেয়ে—আমাদের উভয়কে বন্দী করলে। শেষকালে আমায় কোথায় এনে মুক্ত ক'রে দিলে, মহারাজকে কোন এক কারাগারে আট্‌কে রাখ্‌লে।

যুব। এ বৈরতার কারণ কিছু শুনেছ, বৃষকেতু ?

বৃষ। শুনেছি—শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব।

অর্জ্জুন। রাজ্যের শাসনভার এখন কা'র উপর, অনুশাল্ব ?

অনু। প্রতিহিংসাময়ী বড়রাণীর হাতে। শত্রুতা বশতঃ তিনি বিজ্ঞ মন্ত্রীকে পদচ্যুত ক'রে নির্ব্বাসিত করেছেন—সিংহবাহুর শিশুপুত্রকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। দেখ্‌লাম—এই নির্যাতনের জন্য রাজ্যবাসী অতি বিরক্ত—অতি রুষ্ট।

যুব। তারা আরও বিরক্ত—আরও রুষ্ট বড়রাণীর ভ্রাতা দধিমুখের আসুরিক অত্যাচারে। বহু প্রজা নিরুপায় হ'য়ে তোমার আশ্রয় নিতে এসেছিল।

অর্জ্জুন। যুদ্ধের কোন উদ্যোগ কর্‌ছে ?

অনু। বিপুল সামরিক আয়োজন! দৈত্যরাজ অনুবল বিপুল সৈন্যের সমাবেশ করেছে। সেনাপতি গুর্জ্জরসিংহও বহু সৈন্য সঙ্কলন করেছে। উভয়ের সৈন্য রাজ্য-প্রান্তে অবস্থিত। যুবরাজ বৃষধ্বজও সসৈন্যে সম্মুখীন।

অর্জ্জুন। অশ্বের সন্ধান পেয়েছ ?

অনু। অশ্ব অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে বাঁধা আছে।

অর্জ্জুন। আর তবে বিলম্ব কেন, বীরগণ ? ধূলিসাৎ কর—দুর্ভেদ্য প্রাচীর, আক্রমণ কর—ত্রিনেত্র-নগর, ধ্বংস কর—দুর্ব্বৃত্তনিকর। মৃত্যুর মত দুর্ব্বার হও—প্রলয়ের মত ভয়ঙ্কর হও—গৈরিকস্রাবের মত রুখে যাও। ধ্বংস কর—ত্রিনেত্র-নগর, ধ্বংস কর—দুর্ব্বৃত্তনিকর।

সিংহবাহু ও সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সিংহ। ধ্বংস কর—দুর্ব্বৃত্তনিকর, রক্ষা কর—ত্রিনেত্র-নগর। নিরীহ প্রজাদের বধ ক'রো না। পুষ্পোদ্যানের আগাছাগুলি উপ্‌ড়ে ফেলে দাও—মনোরম পুষ্পতরু রক্ষা কর।

সুমন্ত্র। ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর্‌তেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্ম, ধর্ম্মের দিকে চেয়ে ত্রিনেত্র-নগরের পবিত্রতা রক্ষা কর, অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। কে তোমরা? কোথা হ'তে আস্‌ছ?

সুমন্ত্র। ত্রিনেত্র নগরবাসী আমরা। মহারাজ শ্বেতবাহুর কনিষ্ঠ ইনি, সিংহবাহু! আর আমি প্রধান অমাত্য নাম সুমন্ত্র।

বৃষ। আততায়ী বিশ্বাসঘাতক এরা। বোধ হয়, কোন দুরভিসন্ধি আছে। অনুমতি করুন পিতৃব্য, এদের বধ করি।

অর্জ্জুন। [ইঙ্গিতে নিষেধ] কি উদ্দেশ্যে আমার কাছে আস্‌ছ, তোমরা?

সিংহ। আশ্রয় নিতেই আমরা এসেছি এখানে।

অর্জ্জুন। ক্ষত্রিয় হ'য়ে কাপুরুষের মত বিপক্ষের আশ্রয় নিতে এসেছ? ক্ষত্রিয় হ'য়ে বিনাযুদ্ধে আপোষ করতে এসেছ? ধিক্ তোমাদের! তোমরা বিশ্বাসঘাতক! বৃষকেতু, এই মুহূর্ত্তে বন্দী কর।

সিংহ। সেজন্য প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি, অর্জ্জুন! [সত্বর সুমন্ত্র সহ একসঙ্গে তরবারি নিষ্কাসিত করিলেন] জান্‌তাম, ধনঞ্জয়! তুমি বীর, এখন বুঝ্‌লাম—তুমি কাপুরুষ! নিঃসহায়, নিঃসম্বল আমরা তোমার কাছে এসেছি ভীত হ'য়ে—তুমি বন্দী কর্‌বার আদেশ দিচ্ছ? তবে এটি নিশ্চয় জেনো, পার্থ! জীবিত আমাদের বন্দী কর্‌তে পার্‌বে না।

সুমন্ত্র। আমরা তোমার কাছে স্বার্থসিদ্ধির জন্য আসি নাই, অর্জ্জুন! আমরা এসেছি—উৎপীড়িতকে রক্ষা কর্‌তে; আমরা এসেছি—উদ্দাম আসুরিক শক্তির উচ্ছেদ কর্‌তে! জ্যেষ্ঠারাজ্ঞীর চক্রান্তে নির্ব্বাসিত নিরুপায় আমরা, দূর হ'তে প্রজার কাতর বিলাপ শুনছি—শিশুর মত কাঁদ্‌ছি—প্রতীকার কর্‌তে পার্‌ছি না; তাই আমরা তোমার কাছে এসেছি। যদি বুঝ্‌তে পার্‌তাম, পার্থ! যে, তুমি এমন অসার, তোমার কাছে তা' হ'লে কখন আস্‌তাম না।

অর্জ্জুন। পরার্থে তোমাদের এই আত্মত্যাগে আমি মুগ্ধ হ'লাম। তোমাদের পবিত্র পদধূলি আমি মাথায় নিচ্ছি। নিঃসঙ্কোচে তোমরা এখানে থাক। তোমাদের রাজ্যের স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করব না—শুদ্ধ উদ্দাম আসুরিক শক্তির উচ্ছেদ করব। [সিংহবাহুর প্রতি] তোমায় রাজপদে অভিষিক্ত করব।

সিংহ। এ পার্থিব রাজ্য আমি চাই না, মধ্যম পাণ্ডব ! আমি চাই প্রেমের রাজ্য, যদি পার, আমায় সেই রাজ্য দিয়ো। এ রাজ্য দিয়ো যুবরাজ বৃষধ্বজের হাতে—যদি দাদা যুদ্ধে বীরের গৌরব-শয্যায় শুয়ে চির-নিদ্রায় অভিভূত হ'ন্।

অর্জ্জুন। বীর তুমি- সাধু তুমি—জিতেন্দ্রিয় তুমি। এস—তোমায় আলিঙ্গন করি। [আলিঙ্গন]

বৃষ। ঐ শোন, অর্জ্জুন ! সহস্র নির্ঝর-ঝঙ্কার ছাপিয়ে শত্রুসৈন্যের ভীষণ কোলাহল দিগন্ত মুখরিত ক'রে তুলছে ! অনুমতি দাও, আমরা সম্মুখীন হই।

অর্জ্জুন। সম্মুখীন হও। প্রাণ নিতে ব্যস্ত হ'য়ো না, প্রাণ রাখতে চেষ্টা ক'রো। মনে রেখো —এ যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র সম্মোহন বাণ।

সকলে। জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয় !

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

রণভূমি।

যুধ্যমান অনুবল ও অনুশাল্বের প্রবেশ।

অনুবল। জ্ঞাতি তুমি, দানব প্রবর!
দানব হইয়া কেন বধিছ দানবে?
কেমনে হে বীরবর! তব উচ্চ শির
আনত করিলে তুচ্ছ মানব-চরণে?
পরিহর' পক্ষ অর্জ্জুনের;
এস, মোরা সমবেত হ'যে
ডুবাই পাণ্ডবসৈন্য অতল সলিলে।

অনুশাল্ব। তুচ্ছ নয় পার্থ পরন্তপ,
মহাবীর নিবাত-কবচে
অরিন্দম যে ফাল্গুনী করিলেন বধ,
হেন বীর অবজ্ঞাত তব?
দেখা যাক্ এ সমরে কত বীরপণা।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

যুদ্ধরত বৃষধ্বজ ও বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষকেতু। এইবার, বৃষধ্বজ!
হও সাবধান।

বৃষধ্বজ। এইবার, বৃষকেতু!
লব তব প্রাণ।

বৃষকেতু। এই দেখ—অর্দ্ধপথে কাটিলাম বাণ।

বৃষধ্বজ। এই দেখ—পুনঃ বাণ করিনু সন্ধান,
এবার কেমনে দেখি বাঁচাও পরাণ!

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে যুবনাশ্ব ও গুর্জ্জরসিংহের প্রবেশ।

যুব। সেনাপতি! বাঁচিবার থাকে যদি সাধ,
এ মুহূর্ত্তে প্রাণ ল'য়ে কর পলায়ন।
নতুবা আমার করে নাহি অব্যাহতি।

গুর্জ্জর। জানি—জানি, যুবনাশ্ব! বীরত্ব তোমার।
পার্থের প্রতাপে তুমি হ'য়ে বিত্রাসিত,
ভীরুসম পদাশ্রয় করেছ গ্রহণ—
যাপিতেছ দাসত্ব-জীবন।

যুব। নহে এ দাসত্ব কভু—গৌরব আমার!
পার্থের প্রসাদ প্রাপ্ত বহু পুণ্যফলে।

গুর্জ্জর। অধীনতা গৌরব তোমার?
মস্তকে পাদুকা বহা শ্লাঘার বিষয়?
দাসী-পুত্র সম্ভাষণ এত কি মধুর?
ওরে—ওরে ক্ষত্রিয় বর্ব্বর!
ওরে—রে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ ঘৃণিত কুক্কুর!
কেমনে এ কথা মুখে করিলি প্রকাশ?
অপবিত্র করেছিস্ ত্রিনেত্র-নগর,
করিব—করিব যুদ্ধ, শাস্তি দিব তোরে।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

দ্রুতপদে অনুশাল্বের প্রবেশ।

অনুশাল্ব। মহাকাল করিছে প্রলয়,
কার সাধ্য তিষ্ঠিবে এ রণে?
ওই—ওই বিশাল বাহিনী
ভূত-বক্ত্র-বিনির্গত সধূম বহ্নিতে
হইতেছে ভস্মস্তূপীভূত!

যুবনাশ্বের প্রবেশ।

যুব। দন্তে দন্তে করি' নিষ্পেষণ
ভূত-প্রেত—কত সৈন্য করিছে চর্ব্বণ!
ঘাড় ভাঙি' খাইছে শোণিত,
বধিতেছে শত শত প্রাণ।
নিঃশেষ হইল বুঝি পাণ্ডবীয় সেনা!

অনুশাল্ব। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য,
হের বিস্মিত নয়নে!
মৃগেন্দ্রবাহিনী কেবা ওই বিমানে থাকিয়া
বাঁচাইছে হতাহত সবে,
মৃত সঞ্জীবনী সিঞ্চি' অজস্র ধারায়।
ওই দেখ—হতাহত উঠিয়া সদর্পে
প্রাণপণে যুঝিতেছে বিপক্ষের সনে।

যুব। দেখ দেখ—সিংহবাহু—সুমিত্র পামর
এতক্ষণ আমাদের পক্ষভুক্ত হ'য়ে
যুঝেছিল কেশরী-বিক্রমে।
এবে দেখ—স্বদেশের সেনা সনে মিলি'

বুঝিতেছে বিপক্ষে মোদের।
বধিব—বধিব রণে বিশ্বাসঘাতকে। [প্রস্থান।

অনুশাল্ব। বৃষকেতু—বৃষধ্বজে ভীষণ সংগ্রাম!
দুর্জ্জয় গুর্জ্জরসিংহ করে সর্ব্বনাশ।

[দ্রুত প্রস্থান।

যুধ্যমান বৃষধ্বজ ও বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষধ্বজ। পারি না—পারি না আর করিতে সমর,
বাণে বাণে জর্জ্জরিত দেহ!
জন্মভূমি! জন্মভূমি!
সন্তান তোমার ঘুমাইবে মহাঘুমে,
স্থান দাও স্নেহ-অঙ্কে তব,
কোলে নাও অধম সন্তানে। [পতনোন্মুখ]
ওই—ওই অস্ত্র—

সিংহবাহুর প্রবেশ।

সিংহ। ওই অস্ত্র বুকে নোব আমি। [তথাকরণ]
দাও অস্ত্র, বৃষধ্বজ! দাও অস্ত্র মোরে।
[অস্ত্র লইয়া]
এই দেখ, বৃষকেতু! কাটিলাম বাণ,
এইবার এই বাণে লব তব প্রাণ।

বৃষকেতু। সিংহবাহু! বিশ্বাসঘাতক!
শাস্তি দেবো—বিদলিব তোরে। [যুদ্ধ]

[যুদ্ধের সময়ে পাণ্ডব-সৈন্য ভেদ করিয়া গুর্জ্জরসিংহ আসিয়া মূর্চ্ছিত বৃষধ্বজকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।]

বৃষকেতু। ওই যে সিংহবাহুর কালান্তক বাণ—
বায়ুবেগে আসিতেছে নিতে মম প্রাণ।
পিতৃব্য! পিতৃব্য!

যুবনাশ্ব সহ অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। ভয় নাই—ভয় নাই, বৎস!
এই দেখ—কাটিলাম বাণ।
পাশ-অস্ত্রে সিংহবাহু বাঁধিব তোমায়। [তথাকরণ]
যুবনাশ্ব!

যুব। কি করিতে হবে?

অর্জ্জুন। পাশ-অস্ত্রে বন্দী সিংহবাহু।
নিয়ে যাও সাবধানে বিশ্বাসঘাতকে,
বন্দী করি' রাখিয়ো শিবিরে।
যাও সঙ্গে, বৃষকেতু।

[বন্দী সিংহবাহুকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

আবার—আবার যুদ্ধ পিশাচের সনে,
এই বাণে বিনাশিব পিশাচ-কটক। [শর যোজনা]

রুদ্রমূর্ত্তিতে মহাদেবের প্রবেশ।

মহা। আয় রে প্রমথব্রজ! আয় রে পিশাচ!
আয়—আয়, বীরভদ্র! আয় নন্দীশ্বর!
রক্ষ' শিব-রক্ষিত এই ত্রিনেত্র-নগর।
দম্ভে—দম্ভে—লম্ফে লম্ফে বিকম্পিয়া মহী,
মহাদম্ভে যুদ্ধ কর—মার অরিকুলে;
নির্ঝর ঝঙ্কার সম ভৈরব হুঙ্কারে

আতঙ্কিত কর শক্র-প্রাণ।
ধ্বক—ধ্বক্—ধ্বক্ জ্বল্ রে অনল!
কর—কর্ অরিকুল সমূলে নির্ম্মূল,
আঘাতিয়া—আঘাতিয়া কর্ সংহনন,
অথবা চর্ব্বণ কর্ বিকট দশনে,
কিংবা গ্রীবা ভাঙি খাও প্রতপ্ত রুধির।

অর্জ্জুন। মৃত্যুঞ্জয়! জানিও নিশ্চয়,
মানিবে না ধনঞ্জয় কভু পরাজয়,
যে পর্য্যন্ত দেহে র'বে প্রাণ।

মহা। এইবার দেহচ্যুত হবে তব প্রাণ।
জ্বল্ রে আগুন, দ্বিগুণ—দ্বিগুণ—
অচিরে পোড়াও পার্থে পতঙ্গের মত,
নিরর্জ্জুন কর বসুন্ধরা। [তাণ্ডব যুদ্ধ]

অর্জ্জুন। ত্রিশূলীর শূলে আর নাহি অব্যাহতি। [পতন]

দুর্গার প্রবেশ।

দুর্গা। [প্রবেশ পথ হইতে]
শূলী-শূলে অর্জ্জুনের নাহি পরিত্রাণ,
শূল লব আপনার বুকে।
[অর্জ্জুনের বুকে পড়িলেন]

মহা। ওঠ, শূল! বধ—বধ—তৃতীয় পাণ্ডবে।
[শূল নিক্ষেপে উদ্যত]

দ্রুতপদে গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। কি কর—কি কর, নাথ!
দেখ দেখ অর্জ্জুনের বক্ষে কে শয়ান?

মহা।　　শঙ্করে বিরোধে আজ আপনি শঙ্করী।
　　　　শঙ্করি! নারিবে তুমি অর্জ্জুনে রক্ষিতে।

দুর্গা।　　[দাঁড়াইয়া]
　　　　শঙ্কর! নারিবে তুমি অর্জ্জুনে বধিতে।
　　　　ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ, মৃত্যুঞ্জয়!
　　　　কার সনে করিছ সমর?
　　　　যে অর্জ্জুন পরাভবি' তোমা
　　　　পাশুপৎ অস্ত্র তব করিল গ্রহণ,
　　　　নহে কি সে ভকত তোমার?
　　　　কৃষ্ণ-রক্ত হ'তে যার হয়েছে উদ্ভব,
　　　　কৃষ্ণ যার অভিন্ন হৃদয়-সখা,
　　　　হেন নর-নারায়ণে করিবে বিনাশ?
　　　　উত্তম এ বিবেচনা তব!
　　　　উত্তম এ প্রতিদান শিব-ভকতের!

মহা।　　ত্রিনেত্র রক্ষিত এই ত্রিনেত্র-নগর,
　　　　অবিলম্বে ছেড়ে যাক্ পার্থ ধনুর্দ্ধর;
　　　　নতুবা হইবে পুনঃ দুর্ব্বার সমর।　　　　[প্রস্থান।

দুর্গা।　　যাও, বৎস! কর গিয়া শিবের সাধনা;
　　　　আশুতোষ তুষ্ট হ'লে শৈবাস্ত্র পাইবে,
　　　　তাহে হবে শ্বেতবাহু আর অনুবল,
　　　　বিনিহত তোমার সমরে।
　　　　ত্রিনেত্র-নগর শিব করিবেন ত্যাগ।

গঙ্গা।　চল দিদি, কৈলাসে। যাও, বৎস! শিবের তপস্যা কর গে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অরুণার কক্ষ-সংলগ্ন প্রাঙ্গণ।

পিপাসুনেত্রে অরুণা দণ্ডায়মানা।

অরুণা। যুদ্ধের খবর না পেয়ে মন বড়ই আকুল হ'য়ে উঠেছে। বাসন্তী-সন্ধ্যা সূর্য্যপ্রতপ্ত পৃথিবীকে শীতলতায় নাইয়ে দিতে নেমে এসেছে। সকলকেই শান্তির ছায়ায় নাইয়ে দিচ্ছে—আমায় কেবল অশান্তি দিয়ে জ্বালিয়ে মা'র্‌ছে কি হ'ল যুদ্ধ। কখন্ ফির্‌বেন স্বামী?

অমলার প্রবেশ।

অমলা। তোমার স্বামী ফিরেছে, অরুণা।

অরুণা। যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে ফিরেছেন?

অমলা। কেন, এ কথা বল্‌ছ, মা?

অরুণা। জয়ী হ'য়ে ফিরে থাকেন ত আমার পরম গৌরব। আমার সুন্দর সজ্জা—

অমলা। পরাস্ত হ'য়ে ফিরে এসে থাকে ত?

অরুণা। ভীত—পলায়িত তিনি—আমার লজ্জা। তাঁর মুখ দেখ্‌বার পূর্ব্বে আমি মর্‌ব।

অমলা। যথার্থ বীরের কন্যা তুমি, মা! যথার্থ বীরাঙ্গনা তুমি, মা! শোন, মা। তোমার স্বামী যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে ফিরেছেন।

অরুণা। বিশ্ববিজয়ী অর্জ্জুন আর অর্জ্জুনবিজয়ী আমার স্বামী! একি শুন্‌ছি? এ সত্য না স্বপ্ন!

অমলা। স্বপ্ন নয় মা, এ সত্য। নগরে বিজয়োৎসব হচ্ছে—দিদি উৎসবের আয়োজন করাচ্ছে।

অরুণা। আর—তুমি?

অমলা। আমি কি কর্‌ব, মা? অনাথ কুশো চ'লে গেছে—হাঁসি কুশোর শোকে পাগল হ'য়ে ভাই ভাই ব'লে কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে সেদিন কোথা পালিয়ে গেছে। একদিকে তাদের শোকে জ্ব'লে মর্‌ছি, তাতে আবার কৃষ্ণ উন্মাদ; আহার নাই—নিদ্রা নাই, কেবল হা কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ ব'লে কেঁদে বেড়াচ্ছে! আর দেখ্‌তে পারি না—বড় সে করুণ দৃশ্য!

অরুণা। এ উৎসবের দিনে কাঁদ্‌তে আছে, মা! তোমার ছেলের যে অকল্যাণ হবে।

অমলা। জানি মা, তাই ত এ উৎসবে যোগ দিয়েছি। ভিখারীরা তোমার দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে—ইচ্ছামত তাদের দান দাও।

অরুণা। আমার ইচ্ছা—অন্নবস্ত্র দিই।

অমলা। তাই দাও মা, আমি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

অরুণা। আমার যা আছে, এগুলিও বিলিয়ে দোব!

গীতকণ্ঠে ভিখারীগণের প্রবেশ।

ভিখারীগণ।—

গান।

জয় জয় যুবরাজের জয়।
জননীস্বরূপিণী যুবরাণীর জয়।

দানব-বিজয়ী, বাসব-তুলন,
সমর-গৌরব, অরাতি-দলন,
সজ্জন-তাসক দুর্জ্জ -শাসক
প্রকৃতি-রঞ্জক শত্রুঞ্জয় ॥

[বস্ত্রাদি লইয়া সকলের প্রস্থান

অরুণা। পাণ্ডববিজয়ী স্বামীকে আজ ফুল দিয়ে সাজিয়ে পূজা কর্‌ব। ঐ যে তিনি আস্‌ছেন।

বৃষধ্বজের প্রবেশ।

বৃষ। অরুণা!

অরুণা। যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে এসেছ, প্রিয়তম?

বৃষ। না।

অরুণা। [বিমর্ষভাবে মস্তক নত করিয়া] তবে পরাস্ত হয়েছ?

বৃষ। যদি হ'য়েই থাকি?

অরুণা। আমার স্বামী নির্ভীক—আমার স্বামী বীর, পরাস্ত হ'য়ে ফির্‌তে পারেন না। আমার স্বামী পরাস্ত হ'লে সমরক্ষেত্রে জন্মভূমির কোলে বিরাম নেবেন। আমায় ছুঁয়ো না তুমি, তুমি আমার স্বামীর ছদ্ম-বেশধারী প্রতারক! দূর হও তুমি।

বৃষ। আমি তোমার স্বামী। [হস্তধারণ]

অরুণা। একি অসভ্যতা? ছেড়ে দাও হাত।

বৃষ। আমি পরাস্ত হ'য়ে আসি নাই, প্রিয়তমে!

অরুণা। [হাসিয়া] তবে জয়ী হ'য়ে এসেছ?

বৃষ। আমি পরাস্তও হই নি, অরুণা, জয়ীও হই নাই; যুদ্ধ স্থগিত।

অরুণা। কেন স্থগিত?

বৃষ। অর্জ্জুন এক পক্ষ সময় চেয়েছেন।

অরুণা। কারণ কিছু জান?

বৃষ। জানি না। ভীষণ যুদ্ধে যখন শিবের কৃপায় আমাদের জয়লাভ নিশ্চিত, তখনই যুদ্ধ-বিরামের জন্য অর্জ্জুন দূত পাঠালেন।

অরুণা। প্রকারান্তরে তুমি যুদ্ধে জয়ী। পুষ্প দিয়ে তোমায় সাজিয়ে পূজা কর্‌ব।

বৃষ। কেন?

অরুণা। আমার মনের সাধ।

বৃষ। ফুল দিয়ে সাজাবে, প্রিয়তমে? ফুল ত শুকিয়ে যায়!

অরুণা। শুকিয়ে যায় বটে, তবে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে অকাতরে সুবাস বিলিয়ে দেয়--পরিমল বিলিয়ে দেয়—আর জগৎকে শিক্ষা দেয়।

বৃষ। ফুল আবার কি শিক্ষা দেয়?

অরুণা। শিক্ষা দেয় সে নিঃস্বার্থ প্রেম— স্নিগ্ধ পবিত্রতা—নিরবচ্ছিন্ন প্রফুল্লতা—অকাতরে দান আর জীবনের নশ্বরত্ব।

বৃষ। দার্শনিক পণ্ডিত তুমি, শিষ্যকে একটু বুঝিয়ে বল্‌লে হয় না?

অরুণা। আচ্ছা, শোন অবোধ শিষ্য! পুষ্প পরিমলময় পবিত্র প্রফুল্ল—তবে অল্পস্থায়ী। ভক্ত-প্রেমিক পবিত্র প্রফুল্ল, তবে নশ্বর! ফুল ভগবানের পায়ে স্থান পায়, প্রেমিক পবিত্র মানুষও তাঁর পায়ে স্থান পায়। দেখ্‌ব, প্রিয়তম! কুসুমদামে সাজালে তোমায় কেমন দেখায়! [পথপানে দৃষ্টিক্ষেপ]

বৃষ। ওদিকে চেয়ে আছ যে?

অরুণা। ফুল নিয়ে মালিনী এখনও এল না—আমি যাই।

মালিনী। [নেপথ্য হইতে] যাই গো, দিদিবাবু! আর যেতে হবে না।

ফুলমালা হস্তে মালিনীর প্রবেশ।

মালিনী। —[নৃত্যসহ]

গান।

এনেছি ফুল রকম-রকম, মনের মতন ক'রে চয়ন।
টাট্‌কা তোলা যুথি ঝাঁথি, গোলাপ বেলা, যুঁই রঙ্গণ ॥
মালী আমার ক'রে যতন,
সাজায়েছে কুসুম-কানন,
পারুল চাঁপা, সেঁউতি বকুল,
মল্লিকায় মন করে হরণ ॥
আনত বদনে কেন ভুজনায়,
এনেছি মালিকা পরাতে গলায়,
যতনে গেঁথেছি এ কুসুম-হার
দম্পতি-নয়নরঞ্জন ॥

যাই গো, দিদি বাবু! এই নাও—ফুলের মালা নিয়ে দাদাবাবুকে সাজাও।

[প্রস্থান।

অরুণা। তুমি চারু তরুবর, প্রেম-অধিকারী,
আমি মাধবীলতা আশ্রিতা তোমারি।
আমি ফুল—তুমি হে সৌরভ,
আমি কুল—তুমি হে গৌরব,
অধিনীর তুমি নাথ প্রেম-মণিহার।
রহে যেন মম মতি চরণে তোমার।
তুমি নাথ দিনমণি, আমি কমলিনী ;
তুমি শশী সুধাকর, আমি কুমুদিনী।
পতি তুমি—পরাগতি মম,

প্রাণ তুমি কলেবরে মম,

তুমি কায়া, আমি ছায়া, তুমি যে আমার।

রহে যেন মম মতি চরণে তোমার। [সাজাইয়া প্রণাম]

বৃষ। সাজান হ'ল ত, অরুণা? সাধ মিট্‌ল ত? এখন এস, প্রিয়তমে! ঐ চন্দ্রিমাস্নাত তারকিত নীল আকাশের চাঁদোয়ার তলে মলয়ানিল হিল্লোলিত কুসুমিত উপবনে ব'সে নর্ত্তকীদের নৃত্য-গীতে আনন্দ লাভ করি। তারা আস্‌ছে ঐ—

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—[নৃত্যসহ]

গান।

ওই-ওই-ওই-ওই প্রমোদ কাননে সই,

ভেসে আসে কোকিলের তান।

হাসায়ে হসিত বন ভাসাতে তৃষিত মন,

আসে ওই মুরলীর গান ॥

হেসে হেসে আসে ওই চাঁদিমারাশি,

ভেসে ভেসে আসে ওই ফুলকুল-হাসি,

মলয় মারুতে আসি অলিকুল কলরাশি

ঢেলে দিল সুধার আধান ॥

বৃষ। মনোরম! আবার গাও।

নর্ত্তকীগণ।—[নৃত্যসহ]

গান।

আজি চাঁদিনী রজনী, সাজালো সজনি,

পেলব ফুলসাজে।

কুসুমভূষিত, এস লো তুষিত,

তৃষিত যুবরাজে ॥

হাস জ্যোছনার হাসি,
অমল আকাশে বিমল বাতাসে
ঢাল অমিয়রাশি ;
চাও চাও ফিরে চাও, গাও গাও—নেচে গাও,
কেন আনত লাজে ॥

[প্রস্থান।

বৃষ। সঙ্গীত স্বপ্নরাজ্যের একটা মনোরম সৃষ্টি! তাই সে এত সরস —এত মধুর!

কমলার প্রবেশ।

কমলা। বিষু! [অরুণা ও বৃষধ্বজের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গতি]

বৃষ। মা!

কমলা। সহকারী সেনাপতির মুখে যা শুন্‌লাম, তা কি সত্য?

বৃষ। কি শুনেছ, মা?

কমলা। সিংহবাহু আর মন্ত্রী নাকি যুদ্ধ করেছিল?

বৃষ। এ কথা সত্য, মা! স্বদেশপ্রাণ পিতৃব্য স্বদেশীয় সেনার বীরত্ব দেখে এমন আত্মহারা হয়েছিলেন যে, তিনি একাই এক শত হ'যে যুদ্ধ করেছিলেন। কি বল্‌ব, মা! তাঁর তখনকার উদ্দীপনা—অসীম বীরত্ব দেখে আমার মনে হয়েছিল, তিনি মূর্ত্তিমান্ সমরদেব! কি সে আশ্চর্য্য বীরপণা! কি সে অদ্ভুত যুদ্ধনিপুণতা!

কমলা। তুমি তখন কি কর্‌ছিলে, বৎস?

বৃষ। আমি নির্নিমেষ বিস্ময় মুগ্ধনেত্রে বীরত্বোজ্জ্বল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, আর বৈচিত্র্যময় তাঁর নূতন অভিনয় দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। বিপক্ষের সঙ্গে আমিও নবীন উদ্দীপনায় যুদ্ধ কর্‌ছি। তখন পূর্ব্বদিকে চেয়ে দেখি—মন্ত্রী বহু সৈন্য ক্ষয় ক'রে অসি চালনা

কর্‌তে কর্‌তে কোথায় অদৃশ্য হ'লেন। সেই মুহূর্ত্তে বৃষকেতুর শরে হতপ্রায় আমায় উদ্ধার ক'রে পিতৃব্য ধরা প'ড়ে বন্দী হলেন।

কমলা। বন্দী হলেন, ঠিক দেখেছ ?

বৃষ। ঠিক দেখেছি—তিনি বন্দী হলেন। দেবতার পায়ের ধূলি নেবারও অবসর পেলেম না।

কমলা। এক আপদ্ গেল, বাকি কেবল মন্ত্রী। তার সন্ধানে এখনই জয়সেনকে পাঠাচ্ছি।

[প্রস্থান।

বৃষ। স্বর্গে উঠে—মা! তুমি ধাপে ধাপে আবার নরকে নেমে যাচ্ছ ? দেবী হ'য়ে তুমি দানবী হ'তে বসেছ ? প্রতিহিংসা, তোমায় উচ্চতম গরিমা হ'তে নিম্নতম গহ্বরে নামিয়ে দিচ্ছে! এখন বুঝ্‌তে পারছ না, মা! যখন বুঝ্‌বে, তখন আর শোধ্‌রাতে সময় পাবে না। আপন জালে আপনি প'ড়ে শেষকালে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বিদায় নেবে। পুত্র আমি—তোমায় কিছু বল্‌বার আমার অধিকার নাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সরোবর-তীর।

গীতকণ্ঠে উদ্‌ভ্রান্ত কৃষ্ণকলিকার প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—

গান।

কোথায় আছ গো তুমি আমার স্বামী।
তব তরে নিরন্তরে কেঁদে কেঁদে বেড়াই আমি॥
(হা কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ ব'লে)
কৃষ্ণ ব'লে কত ডাকি, পথের পানে চেয়ে থাকি,
পাও না তুমি শুনিতে কি, তুমি নাকি অন্তর্যামী॥
(কৈ কৃষ্ণ—কোথা কৃষ্ণ আমার)
কেউ যদি দেখে থাক তায়,
ব'লে দাও সে থাকে কোথায়,
যাব তথায়, রয় সে যথায়,
কত আর কাঁদিব আমি॥
(হা কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ ব'লে)

গীতকণ্ঠে দূতরূপী নন্দদুলালের প্রবেশ।

নন্দ।—

গান।

কাছে আছে স্বামী তব, আসিবে সে আসিবে।
ভালবাসায় কিনেছ তায়, সেও ভালবাসিবে॥
(ভালবাসার কাঙাল সে যে)

এ জীবনে তার সনে একরূপে মিলিবে,
ভবের খেলা সাঙ্গ হ'লে কৃষ্ণ সনে খেলিবে,
কাঁদলে তুমি কাঁদিবে সে, হাস্‌লে তুমি হাসিবে ॥
(প্রেমের পুরে প্রেমের খেলায়)

কৃষ্ণ। আমার স্বামী কাছে আছে, কি বল্‌ছ ?

নন্দ। হাঁগো ! সে খুবই কাছে আছে—আস্‌বে সে।

কৃষ্ণ। কখন্, আস্‌বে কখন্ ?

নন্দ। উতলা হ'য়ো না, সময় হ'লেই আস্‌বে।

কৃষ্ণ। তোমায় বুঝি সে খবর দিতে পাঠিয়েছে ?

নন্দ। হুঁ।

কৃষ্ণ। তোমার বাড়ী বুঝি সেখানে ?

নন্দ। সেখানেও—এখানেও—সব জায়গায়।

কৃষ্ণ। তোমার নাম কি ?

নন্দ। নাম ত আমার কতই আছে ! তবে একটি নাম আমি নিজেই রেখেছি; সে নামটি আমি খুব পছন্দ করি।

কৃষ্ণ। সেটি হচ্ছে কি নাম ?

নন্দ। প্রেমদাস।

কৃষ্ণ। সুখবর এনেছ তুমি, কি উপহার তোমায় দোব, প্রেমদাস ?

জম্বুস্বামীর প্রবেশ।

জম্বু।—

গান।

ও প্রেমদাসকে দাও প্রেম-উপহার,
প্রেমের পাশে বাঁধ ওকে।
ওর ফাঁকিতে ফাঁকায় প'ড়ো না,
নজর ক'রে দেখ সে কে ॥

কৃষ্ণ। এ অচেনা বালকটিকে তুমি চেন, ঠাকুর ?

জম্বু।— [গীতাংশ]

ও অচেনা—দিলে চেনা, তবে ত চিনিতাম,
অস্তিমেতে রবিসুতে হাসিতে হাসিতে জিনিতাম,
যে চেনে ওকে সে জিনে ওকে, যায় পুলকে নিত্যলোকে ॥

নন্দ। এ সময় তুমি কোত্থেকে এলে, বাপু ? কে তোমায় আহ্বান করেছে ?

জম্বু। ফুল ফুটলেই ত অলি গুন্ গুন্ করে, বল্‌তে পার, ছোক্‌রা, কে তাকে আহ্বান ক'রে আনে ? নেমন্তন্নের টের্ পেলেই এ পেটুক বামুন পাঁচজন নিয়ে সশরীরে হাজির হয়। অত ডাকাডাকির ধার ধারি না, বাপু !

নন্দ। ভারি বেহায়া ত তুমি !

জম্বু। বেহায়া না হ'লে বেহায়ার সঙ্গে পেরে উঠ্‌ব কেন ?

নন্দ। বেহায়া নাকি আমি ?

জম্বু। সং সেজে ঢং দেখাতে এসেছ—বেহায়া তুমি নও ?

নন্দ। দেখ, কৃষ্ণ ! তোমায় আরও দু-একটা খবর দিতে এসেছিলাম, এ বুড়োটার জ্বালায় আমি আর থাক্‌তে পার্‌লুম না। অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে !

জম্বু। একবার অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল হিরণ্যাক্ষ—হিরণ্যকশিপু। তার পর গয়াসুর, তার পর কংসাসুর, এবার করছি আমি ? তা যাতে তিষ্ঠাতে পার, তার ব্যবস্থা কর না, ছোক্‌রা !

নন্দ। জ্বালাতন ক'রো না বল্‌ছি।

জম্বু। বেশ কর্‌ব—খুব কর্‌ব। গুমোর ফাঁক্ ক'রে দোব নাকি ?

নন্দ। কি বল্‌বে—বল না।

জম্বু। [কানে মন্ত্র দিয়া] দেখ, কুঞ্জ! এই ছোক্‌রাই তোমার স্বামী—নাম কৃষ্ণ।

কুঞ্জ। ওর নাম নাকি প্রেমদাস?

জম্বু। প্রেমদাস, কাঙালদাস, ভজনদাস, লোচনদাস, কত নামই ওঁর আছে! কিন্তু খাঁটি নামটি হচ্ছে—কৃষ্ণ।

কুঞ্জ। ওঃ! চালাকী ক'রে যাচ্ছ তুমি? [হস্ত ধারণ] চল।

নন্দ। কোথায় যাব?

কুঞ্জ। মায়ের কাছে।

নন্দ। কেন?

কুঞ্জ। মায়ের সাম্‌নে ব'সে আমরা খেল্‌ব। তোমায় আসনে বসিয়ে—ফুল দিয়ে সাজিয়ে আমি তোমায় পূজা কর্‌ব।

নন্দ। কেন?

কুঞ্জ। সাবিত্রী-ব্রতের দিনে সকলে স্বামী-পূজা কর্‌ছিল, আমিও স্বামীর পূজা দোব।

নন্দ। আমি ত কেবল তোমার স্বামী নই।

কুঞ্জ। তবে আবার কার স্বামী?

নন্দ। আমি জগতের স্বামী, তোমার একার নই।

কুঞ্জ। একার নও! অনেকের তুমি? তা' হ'লে তারা যে আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কর্‌বে! না—তা হবে না। বল, তুমি আমার একার হবে।

নন্দ। তা' হ'তে পারে না।

কুঞ্জ। তবে যাও।

নন্দ। তবে যাই। [গমন]

কুঞ্জ। যাও-না!

নন্দ। তবে চল্‌লাম। [কিয়দ্দূর গমন]

কৃষ্ণ। শোন—শোন, যেয়ো না। [হস্ত ধরিলেন]

গান।

এস তুমি প্রিয়তম, সাজাই তোমায় ফুলদলে।

নন্দ।— ফুলে কি হয় আমার শোভা, আমার শোভা—
তোমায় নিলে কোলে ॥

(প্রেমময়ী তুমি)

কৃষ্ণ।— আমি গঙ্গামাটী হব, প্রেমে গ'লে যাব,
কাদা হ'য়ে রব তব পদতলে,

নন্দ।— আমি সে মাটী তুলিয়া মনের হরষে,
তিলক পরিব ভালে।

(সুন্দর শোভা সে যে)

কৃষ্ণ।— আমি চন্দন হইব, তুলসী মাখা রব,
ঘামিয়া পড়িব চরণতলে।

নন্দ।— আমি চন্দন লইব সর্ব্বাঙ্গে মাখিব
ভাসিব আনন্দ-জলে ॥

(প্রেমময়ী সনে)

কৃষ্ণ। এইবার মায়ের কাছে চল।

নন্দ। যাব সময় হ'লে। এই নাও, কৃষ্ণ ! দেখ। [চিত্রপট দিলেন]

কৃষ্ণ। [দেখিয়া] এ ত একটি সুন্দর বালকের ছবি।

[সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত]

নন্দ। ঐ মূর্ত্তিতে আমি তোমার স্বামী ছিলাম, ঐ রূপের চিন্তা কর। এ জীবনেই ঐরূপে আমায় আবার পাবে।

[অন্তর্দ্ধান।

কৃষ্ণ। [শশব্যস্তে] কোথা গেল সে ? কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! [স্থিরভাব]

জম্বু। আবিষ্ট হ'য়ে এতক্ষণ প্রেমময়ের প্রেমের খেলা দেখ্‌ছিলাম।

ছলে প'ড়ে সব হারালে, মা? শক্ত ক'রে ধর্‌লে এখনই যে কামনা পূর্ণ হ'ত।

কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে পাব না, ঠাকুর?

জম্বু। পাবে—পরজীবনে। এ জীবনে কৃষ্ণরূপে পাবে না।

কৃষ্ণ। কেন?

জম্বু। স্বামীর কামনা ক'রে তাঁকে ডেকেছ, মা! ঐ শিশুরূপে এ জন্মে তাঁকে পাবে—পরজন্মে পাবে কৃষ্ণরূপে।

অমলার প্রবেশ।

কৃষ্ণ। এই দেখ, মা! [চিত্রপট দেখাইলেন]

অমলা। এ হারানিধির ছবি কোথায় পেলি, মা?

কৃষ্ণ। কৃষ্ণ দিয়ে গেছে। এ ঠাকুর বল্‌লেন, একে পাব।

অমলা। [জম্বুস্বামীকে প্রণাম করিয়া] কন্যাটিকে ভাল ক'রে দিন্‌, প্রভু!

জম্বু। কৃষ্ণই কৃপা করেছেন, মা! জামাতা আবার পাবে।

অমলা। মহাপুরুষের বাক্য সত্যই হবে। আমার কক্ষে চলুন, প্রভু!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ত্রিনেত্র নগরের সীমান্তে মুক্ত প্রান্তর।

অর্জ্জুন, অনুশাল্ব ও বৃষকেতুর প্রবেশ।

অর্জ্জুন। বৃষকেতু!

বৃষ। পিতৃব্য!

অর্জ্জুন। আজ চতুর্দ্দশী—শিব সাধনায় বস্‌ব আজ গভীর নিশীথে। পশ্চিম দিকের শিবিরের রক্ষার ভার থাক্‌ল—নীলধ্বজ আর তোমার প্রতি। দক্ষিণ দিকের শিবিরের ভার দিলাম—প্রদ্যুম্ন আর যুবনাশ্বের হাতে। আর উত্তর দিকের শিবিরের ভার ন্যস্ত কর্‌লাম—হংসধ্বজ আর তাম্রধ্বজের হাতে। আর অনুশাল্ব!

অনু। তৃতীয় পাণ্ডব!

অর্জ্জুন। আমার সাধনার সময় তুমি সশস্ত্র পাহারা দেবে। দুরাচার অনুবল আমার যোগ ব্যাহত কর্‌বার সুযোগ খুঁজ্‌বে—আমার বিশ্বাস।

অনু। সেজন্য কোন আশঙ্কা ক'রো না, পার্থ! দৈত্য আমি, দৈত্যমায়া সংহার কর্‌বার ক্ষমতা আমার আছে। যে মায়াজালই সে পাতুক্ না কেন, আমি তার উচ্ছেদ কর্‌ব।

অর্জ্জুন। তাই ত তোমার হাতে এই দুর্ব্বহ ভার অর্পণ কর্‌লাম। বৃষকেতু! সিংহবাহুকে নিয়ে যুবনাশ্ব ফিরেছে?

বৃষ। এখনও তিনি ফেরেন নাই, পিতৃব্য!

অনু। কোথায় গেছে যুবনাশ্ব?

বৃষ। আজ সিংহবাহুর বিচার হবে—কঠোর শাস্তি হবে মনে ক'রে সে নন্দদুলালের পূজা কর্‌বে ব'লে পিতৃব্যের কাছে অনুমতি চেয়েছিল, পিতৃব্য তাকে সেই অনুমতি দিয়ে সসৈন্যে যুবনাশ্বের সঙ্গে নন্দদুলালের মন্দিরে গেছেন। বোধ হয়, তাঁরা এখনই ফির্‌বেন।

অনু। ও কারা আস্‌ছে?

ভিক্ষুকবেশে গুর্জ্জরসিংহ ও হংসধ্বজের প্রবেশ।

গুর্জ্জর। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের জয় হ'ক্।

অর্জ্জুন। কে তোমরা?

গুর্জ্জর। আমরা বিদেশী ভিক্ষুক।

অর্জ্জুন। কি চাও তোমরা?

গুর্জ্জর। আমরা ভিক্ষা চাই।

অর্জ্জুন। কি ভিক্ষা চাও?

গুর্জ্জর। আগে গান শুনুন, তার পর তুষ্ট হ'য়ে যে ভিক্ষা দেন, তাই নোবো।

অর্জ্জুন। উত্তম—গান কর।

হংস।—

গান।

আমি হব মা, তোর সুসন্তান।
এই ভবের মাঝে,　　　তোরই পূজায়
থাকে মতি দেহ প্রাণ॥
জন্মমাত্র বুকে　　　দিয়েছিস্ রেখে
সদা আহার পান।
তোর মলয় হাওয়ায়,　　　শরীর জুড়ায়,
পাখী কুঞ্জে শোনায় গান॥

তোর কোলে ব'সে শাক-ভাত খাব,
অমৃত নয় তার সমান ॥
যেদিন কর্ম্ম সাধি' আঁখি মুদি'
হরি ব'লে ছাড়্ব প্রাণ।
সেদিন সবই আমার হবে আঁধার,
তোর শান্তি-কোলে দিস্ মা স্থান ॥

অর্জ্জুন। [আবেগভরে উঠিয়া] এই লও বালক, পুরস্কার। [কণ্ঠ-হার পরাইয়া দিলেন] এস মাতৃভক্ত! তোমার কণ্ঠে অমিয়-সঙ্গীত শুনে আমি আত্মহারা হয়েছি। এমন আনন্দ কোন দিন পেয়েছি ব'লে আমার মনে হয় না। বল, বালক! তুমি কি চাও?

হংস। আমি যা' চাইব, দেবে ত তুমি?

অর্জ্জুন। নিশ্চয় দেবো।

হংস। শেষকালে যদি তুমি না দাও?

অর্জ্জুন। কেন সন্দেহ কর্ছ? সত্যের জন্য যে পাণ্ডব রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হ'লেন, তাঁদের কথায় তোমার সন্দেহ অমূলক। দান-বীর পাণ্ডব প্রাণ দেবেন, মান দেবেন, তবু দান দিতে কাতর হবেন না। বল, তুমি কি চাও?

অর্জ্জুন। [নেপথ্যে কোলাহল] কিসের অত কোলাহল, অনুশাল্ব?

অনু। বুঝ্তে পার্ছি না, দেখে আসি।

বৃষ। আর দেখ্তে হবে না। বন্দীকে নিয়ে যুবনাশ্ব আস্ছে।

সিংবাহুকে লইয়া যুবনাশ্বের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। কিসের অত কোলাহল শুন্লাম, যুবনাশ্ব?

যুব। সিংহবাহুকে দেখে সৈন্যগণ উত্তেজিত হ'য়ে মার্—মার্ র'বে চেঁচিয়ে উঠ্ল, আমার নিষেধ শুনে তারা বিরত হ'ল।

অর্জ্জুন। তোমায় কি শাস্তি দোব, সিংহবাহু! তুমি মনে মনে কল্পনা কর্‌তে পার?

সিংহ। আমার কল্পনা যতটা উঁচুতে উঠেছে, ধর্ম্মবীর অর্জ্জুন ততটা সাজা দিতে পার্‌বেন না।

অর্জ্জুন। কেন?

সিংহ। সেরূপ শাস্তির কল্পনা বোধ হয়, অর্জ্জুনের মাথায় কখন খেলে না।

অর্জ্জুন। এরূপ ধারণা তোমার কিসে হ'ল?

সিংহ। কিসে এ ধারণা হ'ল, আমি বল্‌ব না। শাস্ত্রে লেখে, বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি হচ্ছে—অনন্তকাল নরকভোগ। তোমার শাস্তির কঠোরতা সেরূপ ভয়ানক হ'তে পারে না—তোমার শাস্তির সীমা—বড় জোর মৃত্যু।

অর্জ্জুন। সেই শাস্তিই আমি তোমায় দোব, তুমি প্রস্তুত হও।

সিংহ। আমি প্রস্তুত আছি।

অর্জ্জুন। যুবনাশ্ব! তুষানল জ্বেলে, হাত-পা বেঁধে একে তার মধ্যে ফেলে দাও—নিয়ে যাও।

সিংহ। আমার পাপের অনুপাতে শাস্তির কঠোরতা বড় বেশি নয়, অর্জ্জুন! আশীর্ব্বাদের মত এ দণ্ড আমি মাথায় নিলাম। তবে—

অর্জ্জুন। আবার তবে কেন, কোন অন্তিম-প্রার্থনা আছে?

সিংহ। আছে, ত্রিনেত্র-নগরের সীমার মধ্যে আমাকে শাস্তি দাও।

অর্জ্জুন। কেন?

সিংহ। নির্ব্বাসিত আমি। দশ বৎসর মাতৃভূমির স্নেহ-কোলে স্থান পাই নাই। শেষদিনে মায়ের কোলে যেতে বড় সাধ হয়েছে। জন্মমাত্র মায়ের স্নেহ-অঙ্কে সুখে ছিলাম, বিদায় কালেও মায়ের পবিত্র পদধূলি গায়ে

মেখে, হরি হরি ব'লে মায়ের শান্তির কোলে চির বিরাম নোব। পাণ্ডবের কাছে এ আশার সফলতা হবে মনে ক'রেই এ প্রস্তাব করছি।

অর্জ্জুন। ত্রিনেত্র নগরের মধ্যে নিয়েই শাস্তি দাও, যুবনাশ্ব!

গুর্জ্জর। অনেকক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমায় ভিক্ষা দিন্?

অর্জ্জুন। কি ভিক্ষা চাও তুমি?

গুর্জ্জর। আমি চাই—সিংহবাহুর প্রাণ-ভিক্ষা।

সিংহ। না—না—না, আমার স্থায় বিশ্বাসঘাতকের প্রাণ-ভিক্ষা কেউ চেয়ো না। অনুতাপের আগুনে আমি জ্ব'লে মর্‌ছি ; ম'রে আমায় একটু শান্তি পেতে দাও—একটু সুস্থ হ'তে দাও।

অনু। আমার বিশ্বাস—এই ভিক্ষুক, সিংহবাহুর আত্মীয়—ছদ্মবেশী।

সিংহ। ছদ্মবেশী কে তুমি?

গুর্জ্জর। আমি আপনার স্নেহের শিষ্য, আপনার দাস গুর্জ্জর সিংহ।

সিংহ। ত্রিনেত্র নগরের সেনাপতি তুমি গুর্জ্জর সিংহ?

গুর্জ্জর। ঠিক অনুমান করেছেন। গুরুর প্রাণ-ভিক্ষা দিন্। প্রতি-হিংসাময়ী বড়রাণীর চক্রান্তে নির্দ্দোষী আচার্য্য নির্ব্বাসিত। মাতৃসমা পতিব্রতা গুরুপত্নী বিতাড়িতা। ভ্রাতার আদেশে আচার্য্য প্রতারিত হ'লেও তাঁর ভ্রাতৃপ্রেম ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের মত বড় পবিত্র। নিগৃহিত হ'য়েও তিনি ভ্রাতাকে ভোলেন নাই—প্রজাগণকেও ভোলেন নাই—নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে তিনি ভ্রাতার প্রাণরক্ষা করেছেন। এমন মহাপুরুষের প্রাণ ভিক্ষা দিন্, বিনিময়ে আমার প্রাণ নিন্।

সিংহ। একি প্রস্তাব কর্‌ছ, প্রাণাধিক? তুমি বিশ্বপ্রেমিক, তুমি বেঁচে থাক—জগতের কল্যাণ হবে। আমায় শান্তিতে মর্‌তে দাও।

অর্জ্জুন। বিশ্বাসঘাতকের মুক্তি দিতে পারি না, গুর্জ্জর! শাস্তি দেবো—সিংহবাহু ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক!

গুর্জ্জর। কিসে তিনি বিশ্বাসঘাতক ?

যুব। ত্রিনেত্র নগর রক্ষার জন্য মন্ত্রী আর সিংহবাহু প্রস্তাব করেন। আমরা বল্‌লাম—ত্রিনেত্র নগরের স্বাধীনতায় আমরা হস্তক্ষেপ কর্‌ব না : শুদ্ধ আমাদের যজ্ঞীয় অশ্বের উদ্ধার কর্‌ব।

গুর্জ্জর। তার পর ?

যুব। তার পর যুদ্ধের সময়ে আমাদের পক্ষভুক্ত হ'য়ে যুদ্ধ কর্‌ছিলেন, পরে নিজেদের সেনা দেখে, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের বহু সৈন্য ক্ষয় করেছেন। এ অপরাধের ক্ষমা নাই।

গুর্জ্জর। নদীতে যখন প্রবল জোয়ার আসে, মাঝী কি উজান বেয়ে যেতে পারে ? স্বদেশীয় সেনা দেখে যখন তাঁর প্রেমের বন্যা ধেয়ে এল, তিনি আত্মহারা হ'য়ে পড়্‌লেন। এমন মহাপুরুষ কি বধ্য না পূজ্য ?

অর্জ্জুন। তর্ক ক'রো না, গুর্জ্জর ! উচিত শাস্তি আমি দেবো।

গুর্জ্জর। দানবীর পাণ্ডব আজ একমুষ্টি ভিক্ষা দিতে এতই কৃপণ ? ভগ্নস্বরে] আচার্য্য !

সিংহ। [ভগ্নস্বরে] ফিরে যাও, বৎস ! আশীর্ব্বাদ করি—আপন কর্ত্তব্য পালন ক'রে ভগবানের কৃপালাভ কর।

গুর্জ্জর। ফিরে যেতে বল্‌বেন না, আচার্য্য ! ঐ পদপ্রান্তে ব'সে ধনুর্বিদ্যা শিখেছি—কত উপদেশ পেয়েছি ! আপনার মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনার ঐ পবিত্র মূর্ত্তি দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রাণত্যাগ কর্‌ব। [রোদন]

অর্জ্জুন। আর বিলম্ব ক'রো না, যুবনাশ্ব ! নিয়ে যাও।

[যুবনাশ্ব সিংহবাহুকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে হংসধ্বজ বহুক্ষণ সিংহবাহুর দিকে সজলনেত্রে তাকাইয়াছিলেন, পরে সিংহবাহুর মৃত্যু অবধারিত জানিয়া তাঁহার প্রস্থান সময়ে কাকা কাকা বলিয়া মূর্চ্ছা গেলেন।]

সিংহ। [ফিরিয়া] কাকা ব'লে ডাক্‌লে কে তুমি, বৎস?

গুর্জ্জর। ছোটরাণীর পুত্র হংসধ্বজ—আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র।

সিংহ। দু'বছরের দেখে এসেছিলাম! হাঁসি! হাঁসি!

হংস। [নিকটে গিয়া সরোদনে] তোমার কথা কত শুনেছি, কাকা! দেখ্‌তে বড় সাধ হ'ত। আজ তোমার মরণ দেখ্‌তে এলাম?

সিংহ। তোকে দু'বছরের ছেলে দেখে এসেছি, বাবা! কত কোলে করেছি—কত বুকে রেখে ঘুম পাড়িয়েছি। আয় হাঁসি! মৃত্যুর পূর্ব্বে তোকে আর একবার বুকে করি।

হংস। [সরোদনে] আমায় কোলে নিতে চেয়ো না, কাকা! আমি কোলে উঠ্‌ব না। মা-বাপ হারা আমার কুশো—কোন দিন মা-বাপের স্নেহ পায় নি—মা-বাপ চেনে নি—মা-বাপের কোলে উঠে নাই, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চ'লে গেছে। ইচ্ছা ছিল, যদি তাকে কখন খুঁজে পাই, তা' হ'লে দু'ভায়ে একত্রে কোলে উঠ্‌ব।

সিংহ। কুশো কোথায়, বাবা?

হংস। বড়-মা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

সিংহ। ভগবন্! উঃ! অনাথ শিশু—[বাহুদ্বারা মুখ ঢাকিলেন]

হংস। যা' চাইব দেবে বলেছিলে, পাণ্ডব! আমার কাকার প্রাণ-দান দাও।

অর্জ্জুন। আর কিছু চাও, বালক?

হংস। পাণ্ডবের ধর্ম্ম কি খাণ্ডব-দাহনের সঙ্গে সঙ্গেই পুড়ে গেছে? পাণ্ডবের সত্য কি কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে বিদায় নিয়েছে? আর কিছু আমি চাই না, চাই—কাকার প্রাণদান—কাকার মুক্তি দাও।

অর্জ্জুন। মুক্তি দিলাম। [তৎক্ষণাৎ সিংহবাহুকে মুক্ত করিলেন।] আয়—আয়, বালক! আয়—আয়, আমার অভিমন্যুর প্রতিমূর্ত্তি! আয়

তোকে কোলে ক'রে শোকতপ্ত প্রাণ শীতল করি। [বক্ষে ধারণ] অনুমান করেছিলাম, ছদ্মবেশী তোমরা সিংহবাহুর মুক্তিকামী আত্মীয়। তোমাদের পরীক্ষা কর্‌ছিলাম, নতুবা বহুপূর্ব্বেই বীরবর সিংহবাহুর মুক্তি দিতাম।

হংস। কোল হ'তে আমায় শীঘ্র নামিয়ে দাও।

অর্জ্জুন। কেন, বাবা?

হংস। তোমার স্নেহের কোলের মধুরতায়—আমি আমার প্রাণাধিক কুশধ্বজকে ভুলে যাব—শীঘ্র নামিয়ে দাও। [নামিয়া সরোদনে] কাকা! কাকা! আমি চল্‌লাম, যদি কুশোকে খুঁজে পাই ত আবার ফিরে আস্‌ব, তা' না হ'লে এই দেখাই আমার শেষ দেখা।

[বেগে প্রস্থান।

অর্জ্জুন। [সরোদনে] ঐ যে—ঐ যে আমার অভি! [আত্ম-সংবরণ করিয়া] সিংহবাহু! বহু কষ্ট আমি দিয়েছি, আমায় ক্ষমা কর। [জানু পাতিলেন]

সিংহ। [তুলিয়া] অপরাধী আমি—আর ক্ষমা চাও তুমি, পাণ্ডব? তুমিই জান কেমন ক'রে ভগবান্‌কে আপন কর্‌তে হয়!

অর্জ্জুন। [গুর্জ্জরের প্রতি] পরার্থপরতার আদর্শ তুমি, গুর্জ্জর! এস তোমায় আলিঙ্গন করি। [তথাকরণ] তোমরা নিঃসঙ্কোচে চ'লে যাও। অনুশাল্ব! সঙ্গে ক'রে দিয়ে এস।

[অনুশাল্ব সহ সিংহবাহু ও গুর্জ্জরের প্রস্থান।

বৃষ। সন্ধ্যা হ'য়ে এল, পিতৃব্য! আমাদের এখন কি কর্ত্তব্য?

অর্জ্জুন। শিবিরে গিয়ে সতর্ক পাহারা দাও।

[অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আমি এখন শিব-সাধনায় যাই।

দুর্গা ও গঙ্গার প্রবেশ।

দুর্গা। শিব-সাধনায় যাও, বৎস! কল্যাণ-কাননে বিল্ববৃক্ষমূলে শিবের তপস্যা কর গে। মায়াবী অনুবল তোমার সাধনায় মূর্ত্তিমান্ ব্যাঘাত। সাবধানে যোগ ক'রো।

গঙ্গা। মনে রেখো, বৎস! শৈব-অস্ত্রে শ্বেতবাহুর মৃত্যু—অনুবলেরও মৃত্যু। যাও, গোধূলিতে যোগে ব'স গে—ভয় পেয়ো না।

অর্জ্জুন। অভয়ার অভয় পেলে কি ভয় থাকে, মা?

[প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান।

অনু। [নেপথ্যে]

ওরে হাবা, ভূতের বাবা—ভস্মমাখা বুড়ো!
আয় রে ক্ষেপা, ষাঁড় চাপা নারদের খুড়ো।
নেচে নেচে আয় রে কাছে সিদ্ধি দোব তোরে,
বম্ বম্ বম্ গাল বাজাবি, নাচ্‌বি ধেই ধেই ক'রে।

দুর্গা। [উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে] শিব-নিন্দা কে করে কোথায়? কৈ—কৈ?

অনু। [নেপথ্যে]

কোথা সে অনার্য্যপতি পাগ্‌লা ভোলানাথ!

দুর্গা। আবার—আবার শিবনিন্দা!
কোথায় লুকাল পাপী দুর্ম্মতি দানব?
ওই—ওই, না—না—না—না এই বুঝি—এই বুঝি!
দৈত্যকুল করিব নির্ম্মূল।

[সবেগে প্রস্থান।

গঙ্গা। শিব-নিন্দকের শির করিব ছেদন।

[প্রস্থান।

বেগে অনুবলের প্রবেশ।

অনু। পার্ব্বতী ও ভাগিরথী থাকিলে সহায়,
অর্জ্জুনে বধিতে কভু সমর্থ না হব।
অগোচরে শিব-নিন্দা করিব কীর্ত্তন।
শিব-নিন্দা শুনি' দুর্গা ত্যজিবে জীবন,
জাহ্নবীও করিবেক জীবন বিসর্জ্জন।
নিরুপায় পার্থ তবে আমার কৌশলে
হবে নিহত নিশ্চয়।
পুনর্ব্বার বলি সেই কথা---
ওরে হাবা, ভূতের বাবা---ভস্মমাখা বুড়ো!
আয় রে ক্ষেপা, ষাঁড়ে চাপা নারদের খুড়ো।
ওই বুঝি আসে দুর্গা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া,
লুক্কায়িত হই এবে আমি। [তথাকরণ]

খড়্গ হস্তে দুর্গার প্রবেশ।

দুর্গা। কে রে—কে রে শিবনিন্দা কর্‌ছিস্? আরে-রে অসুর! তোকে যমপুরে—[কর্ত্তনোদ্যত] না—না এই বুঝি—এই তবে—[কর্ত্তনোদ্যত] পালিয়েছে—পালিয়েছে। হা নাথ! হা নাথ! [মূর্চ্ছিতা]

অনু। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! [বিকট হাস্য] কার্য্যসিদ্ধি। এইবার অর্জ্জুনের নিপাত সুনিশ্চয়। [প্রস্থান।

গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। দিদি! দিদি! আহা, একি হ'ল! আবার বুঝি দক্ষালয়ের পুরাতন অভিনয় নূতন হ'তে চল্‌ল। কোথায়, পার্ব্বতীনাথ! এস, নাথ! দেখ এসে—আজ বুঝি তোমার সতী পুনরায় এ লীলার শেষ করে!

শিবের প্রবেশ।

শিব। কে রে? কে বিপদে প'ড়ে আমায় কাতরস্বরে ডাকৃছে? ভয় নাই—ভয় নাই, এই যে আমি এসেছি।

গঙ্গা। এসেছ—এসেছ, নাথ! এই দেখ চেয়ে!

শিব। এ কি গঙ্গে! কোন্ অভিমানে
হৈমবতী লুণ্ঠিতা ভূতলে?
কি কারণে স্বর্ণকান্তি ধূলায় ধূসর?

গঙ্গা। দেবদ্বেষী দানব বর্ব্বর
তব নিন্দা করিল বিস্তর।
তব নিন্দাবাদ শুনি'
উন্মাদিনী প্রায়
মূর্চ্ছিতা হইয়া দেবী প'ড়িল ভূতলে।

শিব। কোথা সেই দুর্ম্মদ দানব?
দৈত্যবংশ করিব নিধন।
উপাড়িয়া দৈত্যধাম ফেলিব সাগরে।
দেখিব সে দৈত্যাধম কত বল ধরে!
অসুরে বধিতে যদি হয় প্রয়োজন,
বিধ্বংসিতে এ বিশ্ব-সংসার,
এ মুহূর্ত্তে করিব প্রলয়।
তিষ্ঠ—তিষ্ঠ, দৈত্য দুরাচার!
কোথা পাবি স্থান পলাবার?
জলে—স্থলে—অন্তরীক্ষে থাকিবি যেখানে,
চক্ষের পলকে তোর বধিব জীবন।

[ক্রোধ মূর্ত্তি ধারণ]

রেণু—রেণু করি' ছেদি' পাপ-দেহ তোর
মিশাইব বালুকার সনে,
শিব হস্তে নাহি অব্যাহতি।

গঙ্গা। সম্বর'—সম্বর' ক্রোধ, হে অম্বরকেশ!
ভস্মীভূত হয় বিশ্ব তব ভীম-রোষে।
গ্রহ-তারা হ'য়ে কক্ষচ্যুত,
চূর্ণ-চূর্ণ হ'য়ে বুঝি পড়িবে ভূতলে!
উপগ্রহ মহাশব্দে স্ফুলিঙ্গের মত
যায় বুঝি ছুটিয়া ছুটিয়া।
ভীষণ ভূকম্পে বুঝি ভীম অদ্রিশ্রেণী
অণু অণু হয় চূর্ণীভূত।
প্রলয়-পয়োধি জলে পশে বুঝি মহী!
রক্ষ'—রক্ষ,' বিশ্বনাথ! কর বিশ্ব-শিব।

দুর্গা। [সহসা উঠিয়া]
কোথা শিব—কৈ শিব প্রাণনাথ মোর?
একি—একি সংহার-মূরতি!
ত্যজ' রোষ আশুতোষ, রক্ষ' ত্রিসংসার,
অকালে প্রলয় কেন করিছ সাধন?

[ত্রিশূল ধারণ]

শিব। ছেড়ে দাও দৈত্যান্তক শূল,
সুর-শত্রু দিতি-সুতে ক'রিব নির্ম্মূল!

দুর্গা। একের দোষেতে কেন নাশ' ত্রিভুবন?
অপরাধী পাপী যে দুর্জ্জন,
কর তার উচিত শাসন।

শিব। প্রলয়-পর্জ্জন্য রবে ত্রৈলোক্য কাঁপা'য়ে
উড়ে যাও বায়ুবেগে ত্রিশূল আমার !
ধ্বংস কর দুষ্ট অসুরবলে।

গঙ্গা। ব্রহ্মবলে অসুবল বধ্য অর্জ্জুনের,
ভুলেছ কি ভোলানাথ, পূর্ব্বের বারতা ?

শিব। মনে আছে সে বরের কথা।
অর্জ্জুনের প্রাণে শক্তি করি' উদ্বোধিত,
দুর্ম্মদ দানবরাজে করাব নিহত।
এস, দুর্গে ! এস, ভাগীরথি !

[প্রস্থান।

দুর্গা। এইবার কার্য্যসিদ্ধি হইবে নিশ্চয়।

গঙ্গা। অর্জ্জুনের তপস্যায় দৈত্য দুরাশয়,
হয় ত ঘটাতে পারে ঘোর অন্তরায় ;
এস যাই রক্ষিতে তাহায়।

দুর্গা। নারিবে সে জন্মাইতে কোন অন্তরায় ;
এস, যাই কৈলাসে এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শিব-মন্দির।

পূজোপকরণ মস্তকে ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। ঠাকুর যে এখনও আসেন নি, এ সব কার কাছে রেখে যাব?

দধিমুখের প্রবেশ।

দধি। আমান্ কাথে নেকে যাও না গো! আমি নাজান্ শ্যালক।

ভৃত্য। তা' রেখে যেতে পারি। তবে—

দধি। তবে কি নে, বেতা! আমি নাজান্ শ্যালক!

ভৃত্য। আজ্ঞে আপনি যদি—

দধি। কি—এত বল কথা!

ভৃত্য। অবিশ্বাস কর্‌ছি না আপনাকে, তবে কি না—[হাস্য]

দধি। হি-হি-হি-হি-হি [হাস্য] তাই নাকি—তাই নাকি! কতখানি?

ভৃত্য। আধ মণ সন্দেশ আছে।

দধি। হি-হি-হি-হি-হি! [হাস্য] আথ্যা বন্ ত, তিতু! শিব কি সব পে'তে দেবে?

ভৃত্য। দেবতার পূজা এত দেখ্‌লাম—কাকেও ত কোন দিন খেতে দেখ্‌লাম না। শুনেছি—তাঁদের দৃষ্টিতেই নাকি খাওয়া হয়।

দধি। আমান্ কিন্তু তাতে কিছুই হয় না। নিদেন আধমণ তাক্ পেতে থুক্‌লে তবে কত্তকৃতা আয়েস হয়। তা দেখ্, তিতু! আমান্ কাথে নেখে যা' না। আমি ত আন্ খাব না—আমি নাজান্ শ্যালক!

ভৃত্য। বেড়ালের কাছে দুধ রেখে যাওয়া আর আপনার কাছে—
[হাস্য]

দধি। মুখ সাম্‌নে কথা ক'স্, বেতা! মেনে হান্ গুনো ক'নে দোব! জানিস্ না—আমি নাজান্ শ্যালক!

ভৃত্য। আপনি বস্থন মামা, বড়-মাকে আমি পাঠিয়ে দিই গে।

[প্রস্থান।

দধি। যা না, তিতু! দিদিকে পাথিয়ে দেনা গিয়ে। [সন্দেশ দেখিতে দেখিতে] আনে বাঃ বাঃ! এক্‌বানে তাত্‌কা সন্দেশ! [জিহ্বা লেহন করিতে করিতে] আনে, জিভ্ শালা এক্‌বানে পেন্‌মে বিভোন্ হয়েথে! এই যে ল্যা ল্যা কর্‌থে! আনে বেতা! থাম্ থাম্। দূৎ থালা! বেজায় বেয়াদপ্ হ'য়ে উথ্‌লি কেন? ওগো সন্দেশ বাবাদী! এত ত তাঁদ! মুখগহ্বনে যাও ত, তাঁদ্! [ভক্ষণ] বাঃ! তোফা!!

রেণু শর্ম্মার প্রবেশ।

রেণু। [প্রবেশ পথ হইতে] শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ;—শাম্বো-শাম্বো মহাবাহো শৃণু জাম্বুবতী স্থত। অলং নাম সহস্রেণ পঠস্বেমং স্তবং শুভম্॥ রাণী মা, পূজার আয়োজন হয়েছে?

দধি। দ্যুৎ থালা! এক্‌তু আয়েস্ ক'নে খেতে দিনি না? [সরোদনে] আহা হা! এমন খাসা সন্দেশগুনো—আমান্ বুকে ছুনি বসাতে ইথে হ'থে! [মুখ বুজিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।]

রেণু। যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ। তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি—রাণী মা এখনও আস্‌ছে না। এই যে পূজার উপকরণ সব পাঠিয়ে দিয়েছেন! ও কে?

দধি। দফা সেনেথে নে! আজ্ঞে ঠাকুন্! আমায় তিন্‌তে পার্‌থেন না।

রেণু। দধিমুখ নাকি? ওখানে দাঁড়িয়ে তুমি?

দধি। এই সব পাহানা দিখি।

রেণু। একি! সন্দেশ এত কম কেন? মহারাজ উপস্থিত নাই ব'লে গুরুর সঙ্গে প্রবঞ্চনা! পরিশ্রম ক'রে মর্‌ব—উপোস ক'রে দাঁত মুখ ছির্‌কুটে থাক্‌ব—খাবার বেলা অষ্টরম্ভা! আসুক রাণী! স্পষ্ট বল্‌ব—আমি পূজা কর্‌তে পার্‌ব না।

দধি। ভালোয় ভালোয় পালাই বাবা! [প্রস্থানোদ্যত]

রেণু। দেখ, দধিমুখ! বড় রাণীকে এখনি পাঠিয়ে দাও গে।

দধি। দিখি, থাকুন্! পেন্নাম! [স্বগত] হান্‌হাবাতে বামুন সন্দেশ কতা খেতে দিলে না! মাথা খুন্‌তে ইখে হখে।

[প্রস্থান।

রেণু। রাজা উপস্থিত থাক্‌লে আমার পাওনা গণ্ডা মন্দ হয় না। মহারাজও গেছে—রাজভাণ্ডারেও আগুন লেগেছে! আসুক্ রাণী—বেশ ক'রে দু'কথা শুনিয়ে দোব-এখন। [নৈবেদ্য করিতে লাগিলেন]

কমলার প্রবেশ।

কমলা। [প্রণামান্তে] আমার আস্‌তে একটু বিলম্ব হয়েছে, প্রভু! স্নান কর্‌তে গিয়েছিলাম। পূজার উপকরণাদি সব পেয়েছেন ত?

রেণু। নামে সব পাওয়া গেছে বৈকি।

কমলা। কি রকম?

রেণু। কাল ফর্দ্দ দিয়ে গেছি, তার ত কিছুই দেখ্‌ছি না।

কমলা। ফর্দ্দ মত কি জিনিস পত্র পাঠায় নি?

রেণু। বল্‌তে গেলে কিছুই পাঠান নি। শাস্ত্র-অনুসারে আধ মণ সন্দেশ, আধ মণ চিনি, পাঁচ সের ক্ষীর এইরূপ পরিমাণ মত মিষ্টদ্রব্য দিতে হয়। ভোগের জন্য ন্যূনকল্পে একমণ আতপ তণ্ডুল, উত্তম মর্ত্তমান্

রম্ভা অন্ততঃ এক কাঁদি। নারকেল কম পক্ষে এক প'ণ। উত্তম গরদের বস্ত্র যোল জোড়া। বেশি আর কি বল্‌ব, কালই সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে গেছি। শাস্ত্র-সম্মত কার্য্য না কর্‌লে সুফল পাওয়া যায় না। তুমি ত অবিবেচকী নও—সবই ত জান।

কমলা। কাকে ফর্দ্দ দিয়েছিলেন, গুরুদেব ?

রেণু। কেন ? ভাঁড়ারীকে।

কমলা। এমন আহাম্মক সে ভাঁড়ারী যে, রীতিমত পূজার সামগ্রী দিলে না ? আজই আমি তাকে বিদেয় ক'রে দিচ্ছি।

রেণু। দেবে বৈকি, অমন ভাঁড়ারী রাখ্‌তে আছে ! এখন পূজার কি কর্‌ব, মা ?

কমলা। আগে গিয়ে পরিমাণ মত জিনিস-পত্র নিয়ে আসি।

রেণু। বেলা অধিক হয়েছে, মা ! ঠাকুরকে আর উপসী রাখা যায় না। যা' এসেছে, তাই দিয়ে এখন পূজা সারা যাক্। পরে যখন আমি বাড়ী যাব, তখন পরিমাণ মত জিনিস দিয়ো, শিবায় নমঃ ব'লে আমি উচ্ছুগু ক'রে দোব।

কমলা। তাতে হবে ত, প্রভু ?

রেণু। কেন হবে না, মা ! দেবতারা খায় ব্রাহ্মণের মুখে।

কমলা। তবে তাই দেবো এখন।

রেণু। এখন আমি পূজায় বস্‌তে পারি, মা ?

কমলা। হাঁ—বসুন।

রেণু। বিষ্টুরোম্ সতমস্ত জ্যৈষ্ঠমাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ শ্রীশ্বেত বর্ম্মণঃ মঙ্গলার্থং ইদং শান্তি স্বস্ত্যয়নং করিষ্যামি। [বিল্বপত্র প্রদান] নমো শিবায়—নমো শিবায়—নমো শিবায়। [ধ্যানস্থ]

কমলা। বিষু ! বিষু !

বৃষধ্বজের প্রবেশ।

বৃষ! মা! মা!

কমলা। পূজা আরম্ভ হয়েছে, ভক্তি মনে স্তোত্র পাঠ কর।

বৃষ। [যোড় করে]

প্রভুমীশ মনীশ শেষ গুণম্।
ভবভার নিবারক সর্ব্ব শুভং॥
বরদাভয়—শূল বিষাণ ধরং।
প্রণমামি ভবং ভব-ভীতি হরম্॥
বৃষরাজ নিকেতনমাদি গুরুম্।
জগদীশ শিবং শিব কল্পতরুম্॥
যুধি নির্জ্জিত দুর্ম্মদ দৈত্যবরং।
প্রণমামি ভবং ভবভীতি হরম্॥

রেণু। বিশ্বেশ্বরায় নরকার্ণব তারণায়,
কর্ণামৃতং শশিশেখর ধারণায়,
কর্পূরকান্তি ধবলায় জটাধরায়,
দরিদ্র্য দুঃখ দহনায় নমো শিবায়।

বেগে দধিমুখের প্রবেশ।

দধি। ওনে বাবা নে! ও দিদি নে! ও বাবা নে! [কম্পন]

কমলা। কি হয়েছে ভাই, কাঁপ্‌ছ কেন?

দধি। ও বাবা নে! ও দিদি! এই এত বনো চোখ কি—বাবা? যেন বনো-বনো ভাতেন্ হানি! থ্যাং হুতো এত বনো—এই নকম্ হাঁতে। [হাঁটিয়া দেখাইলেন।] আন্ মুখ্‌তা হাঁ—[হাঁ করিয়া রহিলেন।]

কমলা। কিছু দেখেছ নাকি?

দধি। দেখেথি দেখেথি, দিদি! দেখ্—আমান্ বুক্তা কাঁপ্থে!

কমলা। কি দেখেছ?

দধি। নাম কন্তে নেই—দিদি! নাম কন্তে নেই।

বৃষ। ভূত নাকি, মামা?

দধি। ওনে বাবা নে! ও দিদি! ঐ-ঐ [চক্ষু চাপিয়া রহিলেন।]

বৃষ। ঐ—ঐ কি, মামা?

দধি। সেই—সেই কোদালেন্ মত দাঁত, যেই আমি দেখেথি, আন্ আমায় হ্যায়্যা—হ্যায়্যা—হ্যায়্যা! আমান্ পেতেন্ পিলে তম্কে গেথে. দিদি! [ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ]

বৃষ। কোথায় কি দেখেচ, মামা, দেখিয়ে দেবে চল।

দধি। তুমি দাও—বিষু! তুমি দাও।

বৃষ। এস না মামা, এস না। [হস্ত ধরিলেন]

দধি। দূৎ থালা! আমায় বলিস্ কেন? ও দিদি! [কমলাকে জড়াইয়া ধরিলেন]

কমলা। ছেড়ে দে বিষু, ভয় পেয়েছে।

রেণু। রাণী মা! রাণী মা!

কমলা। কি হয়েছে, গুরুদেব?

রেণু। দেখ্তে পাচ্ছ না, মা, ঘট প'ড়ে গেছে?

কমলা। একি হ'ল, গুরুদেব?

দ্রুতপদে অমলার প্রবেশ।

অমলা। দিদি! দিদি! চার্দিকে কিসের শব্দ শুন্ছি! রাজভবনে কেবল ঝন্ঝন্ শব্দ শোনা যাচ্ছে—কিসের দুর্গন্ধে নাসারন্ধ্র জ্ব'লে যাচ্ছে। কখন দেখ্ছি—আলেয়ার মত আলো জ্ব'লে উঠ্ছে! আবার দেখ্ছি, গভীর আঁধার! একি তবে কোন অমঙ্গলের সূচনা?

বৃষ। বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, ছোট-মা! কি জন্য এমন হয়েছে? ঐ দেখ পূজার ঘট প'ড়ে গেছে! ঐ দেখ—শকুনি গৃধিনী উল্লাসে উড়ে বেড়াচ্ছে!

কমলা। বাবা বিশ্বনাথ! রক্ষা কর।

শূন্যে শিবের আবির্ভাব।

শিব। রক্ষা নাই—রক্ষা নাই আর!
আসিতেছে দুর্ব্বার সংহার—
করিবারে এ রাজ্য শ্মশান।
মহাপাপ ঘেরিয়াছে পুণ্যময় রাজ্যে,
এইবার ধ্বংস সুনিশ্চয়।

রেণু। কি পাপে হইবে দেব! রাজ্যের দুর্গতি?

শিব। আরে রে বিষয়মত্ত ধূর্ত্ত দুষ্টাচার!
গুরু হ'য়ে কর হেন কৈতব-আচার?
অবিশুদ্ধ মন্ত্র পড়ি' পূজিলি আমায়—
এ ছলের প্রতিফল পাইবি নিশ্চয়।
উচ্ছিষ্ট সন্দেশ মোরে করি' নিবেদন,
অভক্তিতে—অশ্রদ্ধায় করিলি প্রদান?
করিব করিব যথা দণ্ডের বিধান।
চলিলাম পাপ রাজ্য করি' পরিহার,
খসিয়া পড়িবে ত্বরা বিজয়-নিশান—
উঠিবে পাণ্ডব-কেতু দ্যোতিয়া বিমানে।

কমলা। মহাশূন্যে শিব আবির্ভূত হ'য়ে ব'লে গেলেন—"চলিলাম পাপরাজ্য করি পরিহার!" কি পাপে শিব ছেড়ে গেলেন?

বৃষ। কি পাপে শিব ছেড়ে গেলেন, বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, মা? আপন

মনে চিন্তা ক'রে দেখ—আত্মকৃত চিত্রের দিকে তাকাও—ভ্রাতার কৃত আলেখ্যের দিকে তাকাও, বুঝ্‌তে পার্‌বে।

অমলা। মহাপণ্ডিত গুরুদেবের মুখ হ'তে অশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারিত হ'ল, এতেও কি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, দিদি? আমার বিশ্বাস—দধিমুখ যখন ত্রস্ত হ'য়ে এসেছিল, তখন গুরুদেব অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলেন।

বৃষ। আর কিছু শুন্‌তে পাও নি, ছোট-মা? উচ্ছিষ্ট মিষ্টান্ন নিবেদিত হয়েছে।

কমলা। মিষ্টান্ন কে উচ্ছিষ্ট কর্‌লে?

দধি। আমি না দিদি—আমি না, কিন্তু—

অমলা। আর ভাব্‌ছ কি দিদি, এ কাজ হচ্ছে—দ'য়ের।

দধি। আমি বেথি খাই নি, দিদি! এইতুকু—

কমলা। উপায় কি, গুরুদেব!

রেণু। ভয় কি, মা! তামসিক দেবতা শিব রুষ্ট হ'য়ে চ'লে গেছে ব'লে আশঙ্কার কোন কারণ নাই, মা! ব্রহ্মতেজে আমি রাজ্যরক্ষা কর্‌ব—শিবের শিবত্ব ঘুচাব।

[রেণুশর্ম্মা, বৃষধ্বজ ও অমলার প্রস্থান।

কমলা। [দধিমুখ যাইতেছিল, তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন।] আজ গুপ্তচরের মুখে একটা সুখবর পেয়েছি, ভাই!

দধি। কি খবন্‌ পেয়েথ, দিদি?

কমলা। সীমান্ত বনে কুশো আর কালিন্দী এক কাঠুরের কুঁড়ে ঘরে থাকে। জল্লাদকে নিয়ে তুই যা।

দধি। কিছুতে ধন্‌বে না ত?

কমলা। কিসে ধর্‌বে? ও সব কিছুই নয়।

দধি। কিথু নয়, দিদি? তবে দাব।

কমলা। কাজ সেরে খুব তাড়াতাড়ি আস্‌বি, তোর বিয়ে হবে।

দধি। [হাসিয়া] কবে দিদি, কবে ?

কমলা। কাজ সেরে এলেই হবে।

[প্রস্থান।

দধি। মেঘ দেখে ময়ুর্‌ নাতে। জল্‌ পেয়ে সফরী ফন্‌ফনায়তে। বিয়ের নামে আমার্‌ পান্‌ তন্‌তনায়তে। [হাস্য]

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

জম্বুস্বামীর মঠ।

বৈষ্ণবগণের প্রবেশ

বৈষ্ণবগণ।—

গান

ভবের মেলায় জুয়াখেলায় মন,
সব তোমার নিতেছে কেড়ে।
ভাঙ্‌লে মেলা যাবার বেলা
পারের কড়ি দেবে কে রে ॥
যে ছ'জনার সঙ্গে এলে, তারা তোমায় ধাঁধায় ফেলে
অবিরত কত ঘুরালে,—
সঙ্গীদের ছলনায় ভুলে, ছিল যাহা লাভে মূলে,
রঙ্গরসে সবই ফুরা'লে,
তারা ফিকিরে তোমায় ফকির সাজালে,
এখনো থাকৃতে আলো, চল—চল
হরি ব'লে ভবপারে ॥

সুশীলার প্রবেশ।

সুশীলা। দেখ— বাছারা, ঠাকুরের প্রসাদ নাও গে; ঐখানে জায়গা হয়েছে।

বৈষ্ণবগণ। নন্দতুলালজীক জয়!

[প্রস্থান।

সুশীলা। সন্ধ্যা হ'য়ে এল, সকলেই প্রসাদ পেয়েছে, আর কেউ বাকী আছে ব'লে মনে হয় না; তবুও আর একটু অপেক্ষা ক'রে দেখি—উপবাসী যদি কেও প্রসাদ পেতে আসে?

সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সুমন্ত্র। আমি আজ যাচ্ছি, মা!

সুশীলা। আজ না গেলে হ'ত না? এখনও ত আপনার শরীর তুর্ব্বল।

সুমন্ত্র। তোমার সেবা-শুশ্রূষায় মা, আমি নিরাময় হয়েছি—সুস্থ হয়েছি—সবল হয়েছি। তবে বৃদ্ধ হয়েছি, যুবার বল পাব কেমন ক'রে, মা?

সুশীলা। কোথায় যাবেন?

সুমন্ত্র। বৃন্দাবনে যাব মনে করেছি। আশা মিটবে কি না, নন্দতুলাল জানেন।

সুশীলা। আজ বোধ হয়, বাড়ীতেই যাবেন?

সুমন্ত্র। বাড়ী কি আছে মা। স্ত্রী নাই—পুত্র নাই—একটিমাত্র কন্যা ছিল, তাকেও সেদিন শ্মশানে বিদায় দিয়ে এসেছি। [রোদন]

সুশীলা। বৃথা শোক ক'রে ফল কি, বাবা? আপনার এক কন্যা গেছে, আর এক কন্যা আমি ত আছি।

সুমন্ত্র। তুমি আমার কন্যা নও, তুমি আমার মা। পরাধীনা কন্যা বাপের জন্য এত যত্ন কর্‌তে পারে না। এ যত্ন—এ পরিচর্য্যা একমাত্র স্নেহময়ী মায়েতেই সম্ভবে।

সুশীলা। তেমন যত্ন আমি কি করেছি, বাবা! এ কয়দিন মুহূর্ত্ত আমার অবসর ছিল না। যুদ্ধে যারা আহত হয়েছিল, তা'দিগে এখানে আনা হয়েছিল। সকলের দিকেই দৃষ্টি রাখ্‌তে হয়েছিল। তাই বাবা, যত্নের অনেক ত্রুটি হয়েছে।

সুমন্ত্র। কোন ত্রুটি হয় নাই, মা! যুদ্ধে আহত আমি—যদি তোমার মত এমন মায়ের যত্ন না পেতাম, তা' হ'লে আমি বাঁচ্‌তে পার্‌তাম না। তুমি সাক্ষাৎ কমলা, তোমায় আমি আর আশীর্ব্বাদ কি কর্‌ব! নন্দ-দুলালের কাছে প্রার্থনা করি—তুমি গোপী-ভক্তি লাভ কর।

সুশীলা। সন্ধ্যা হ'য়ে এল, কাল তখন যাবেন, বাবা!

সুমন্ত্র। পবিত্র শান্তি-মন্দিরে থেকেও—মা! বিষয়াসক্ত আমি, মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পাচ্ছি না।

সুশীলা। কেন, বাবা?

সুমন্ত্র। আমারই উপদেশে যুদ্ধ কর্‌তে গিয়ে সিংহবাহু পাণ্ডবের হাতে বন্দী! ওকি, মা! কেঁপে উঠ্‌লে যে?

সুশীলা। সহসা মাথা ঘুর্‌ছে।

সুমন্ত্র। সারাদিন কেটে গেল, এখনও প্রসাদ পেলে না! শরীরে আর কত সইবে, মা? প্রসাদ নাও এখন।

সুশীলা। নিচ্ছি, বাবা! কি বল্‌ছিলেন?

সুমন্ত্র। পাণ্ডব-শিবিরে বন্দী সিংহবাহুকে মুক্ত কর্‌তে যাব। তার পর তাকে সঙ্গে ক'রে বৃন্দাবনে যাব সঙ্কল্প করেছি।

সুশীলা। আজ অপেক্ষা করুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

সুমন্ত্র। তুমি পাণ্ডব-শিবিরে যাবে, মা?

সুশীলা। দেবী-দাসী আমি, যেতে দোষ কি? আমার অনুরোধে হয় ত তাঁর মুক্তি হ'তে পারে।

সুমন্ত্র। উত্তম—যেয়ো আমার সঙ্গে। এখন প্রসাদ নাও।

সুশীলা। যদি কেউ এখনও উপবাসী থাকে ?

সুমন্ত্র। আর কেউ উপবাসী নাই, তুমি প্রসাদ নাও, মা !

[প্রস্থান।

সুশীলা। তিনি জীবিত জেনে আজ আমার দেহে নূতন সঞ্জীবতার সঞ্চার হয়েছে। তাঁর মুক্তির জন্য আমি পাণ্ডব-শিবিরে যাব। [পশ্চিম দিকে চাহিয়া] ঐ সূর্য্য অস্তমান্ ! বোধ হয়, আর কেউ এখন উপবাসী নাই, আমি এখন প্রসাদ নিই। [ভোজনোদ্যত]

নন্দদুলালের প্রবেশ।

নন্দ। মা ! মা ! আমি যাই ?

সুশীলা। কোথায় যাবে, বাবা ?

নন্দ। যেখানে ইচ্ছা।

সুশীলা। তোমার ত বাপ-মা নেই, কার কাছে যাবে ?

নন্দ। যার কাছে পারি।

সুশীলা। এখানে কি তোমার কষ্ট হয়, বাবা ?

নন্দ। হয় না তবে কি ? উপোস্ ক'রে মর্‌ছি।

সুশীলা। এই যে আমি তোমায় কোলে বসিয়ে খাইয়ে দিলাম ?

নন্দ। তাতে আমার খাওয়া হয় নি।

সুশীলা। আমার কোলে ব'সে আবার দু'টি খাবে, এস।

নন্দ। আমি আর খাব না, মা ! [সরোদনে] বনের মাঝে দেখে এলাম, মা ! উপবাসী অনাথশিশু—আমার প্রাণের সখা, খেতে না পেয়ে "হা নন্দদুলাল—হা নন্দদুলাল" ব'লে কাঁদ্‌ছে। তারা কিছু খেলে না—আর আমি খাব ? তারা উপবাসী থাক্‌লে আমার খাওয়া হয় না। ঐ —ঐ তারা কাঁদ্‌ছে—আর আমি থাক্‌তে পার্‌ছি না, যাই। [গমনোদ্যত]

সুশীলা। যাস্ নে—যাস্ নে, বাবা! শোন্—শোন্—

নন্দ। কি বল্‌বে বল, মা?

সুশীলা। আমি এখনও এঁটো করি নি, এই প্রসাদ নিয়ে যাও, বাবা!

নন্দ। তুমি কি খাবে, মা?

সুশীলা। রাতে ঠাকুরের ভোগের প্রসাদ আমি নোব-এখন। [প্রসাদ দান]

নন্দ। [প্রসাদ লইয়া পুঁটুলী করিতেছিলেন।]

কালিন্দীর প্রবেশ।

কালিন্দী। ভিক্ষা দেবে, মা?

সুশীলা। কে তুমি, মা?

কালিন্দী। আমি কাঙালিনী—বনের মাঝে থাকি।

সুশীলা। আর তোমার কে আছে?

কালিন্দী। [সরোদনে] দশ বছরের এক ছেলে আছে, তিন দিন উপবাসী—বাছা আমার ক্ষিধেয় অস্থির হ'য়ে পড়েছে। রাজার ছেলে আজ পথে বসেছে—ছু'টি অন্নের কাঙাল!

সুশীলা। রাজার ছেলে পথের কাঙাল! কি হয়েছিল, মা?

কালিন্দী। সে সব স্বপ্নের কথা, স্বপ্নের কথা শুনে কাজ নাই, মা! ছু'টি ভিক্ষে দাও—অনাথকে বাঁচাও।

নন্দ। ও মা! এই সেই ভিখারিণী—এর কথাই আমি বল্‌ছিলাম।

সুশীলা। এর কাছে ঐ প্রসাদ নাও, মা!

নন্দ। এই নাও, মা! [দিলেন]

কালিন্দী। [লইয়া] নন্দদুলাল তোমার মঙ্গল করুন! তবে আসি, মা!

সুশীলা। ছেলে নিয়ে এখানে এসে থেকো, মা!

কালিন্দী। তা' হ'লে শত্রুর হাতে ছেলের প্রাণ যাবে। এখানে যে তাদের যাতায়াত আছে।

সুশীলা। তবে সুযোগ মত রোজ এসে প্রসাদ নিয়ে যেও।

কালিন্দী। তাও ঠিক বল্‌তে পার্‌ছি না—বহুদূরে থাকি। আর ছেলেকে কার কাছে রেখে আস্‌ব? যে ঠাকুরের আশ্রয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম, আবাগীর কপালদোষে সেও বেঁচে নাই। তার কুঁড়ে ঘরে আছি। দেখি, যদি ছেলেটিকে যা হ'ক্‌ ক'রে মানুষ কর্‌তে পারি।

[প্রস্থান।

নন্দ। সন্ধ্যা হ'য়ে এল। দাঁড়া, মা! আমি তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

সহসা জয়গোপালের প্রবেশ।

জয়। স'রে যাও মা, স'রে যাও! ঐ যে দুর্ব্বৃত্তেরা এইদিকে আস্‌ছে।

সদলে দধিমুখের প্রবেশ।

দধি। বল্‌—সে মাগীতা পেসাদ নিয়ে কোথায় গেল, বল্‌। তা' না হ'লে গনা তিপে ধন্‌ব।

সুশীলা। যদি না বলি?

দধি। নাকৃতা কেতে ফেন্‌ব।

সুশীলা। আরে—আরে দুর্ম্মতি অসুর!
আরে—আরে নরকের কীট!
দৌরাত্ম্য করিতে পাপী আসিলি মন্দিরে?
যদি থাকে জীবনের আশা,
এই দণ্ডে প্রাণ ল'য়ে কর্‌ পলায়ন।

দধি। দেখ্‌বি—তবে দেখ্‌বি! [আক্রমণোদ্যত]

সুশীলা। দিতিজরক্তগলিতবক্ত্র সমরবিলাসিনী আয় মা কালিকে! আয় মা কপালিকে! আয় মা নৃমুণ্ডমালিকে! আয়, ভূতসঙ্গে এ রণরঙ্গে! আয়, মা অসুরঘাতিনি!

দধি। তবে নে, বেতি! [আক্রমণ]

রাক্ষস মূর্ত্তিতে কৃষ্ণের আবির্ভাব।

রাক্ষস। হালুম হালুম হালুম—মানুষের গন্ধ পালুম—এই খালুম—খালুম—হালুম—

দধি। ও বাবা রে! মেরে ফেল্‌লে রে!

[পলায়ন ও কৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন।

জয়। মঠে এস মা!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অরণ্য—কালিন্দীর কুটীর।

গীতকণ্ঠে কুশধ্বজের প্রবেশ।

কুশ।—

গান।

নবঘন সুন্দর, এস শ্যাম-সুন্দর,
মোহন মুরলীধর গোঠ-বিহারী।
এস হে—এস হে পীতবেশ হে
বৃন্দাবন-কাননচারী॥
বাঁকা হ'য়ে বাঁশী করে দাঁড়াও হে কানাই,
আমি রাখাল হ'য়ে ফুলদলে তোমারে সাজাই,
সাজাব—পূজিব পদরাজীব এস মম মানসহারী॥

এখনও ত মা ফির্‌ছে না ; ক্ষিধেয় যে আমার প্রাণ যায় ! বল্‌লাম, আমায় সঙ্গে ক'রে নে, মা ! তাও নিলে না। বল্‌লে শত্তুরে দেখ্‌তে পেলে তোকে খুন ক'রে ফেল্‌বে। আর যে আমি স্থির থাকৃতে পার্‌ছি না। মা ! মা ! কৈ, মা ! শীগ্‌গির এস—আমায় কিছু খেতে দাও, মা ! মা ত আমায় হরিনাম কর্‌তে বলেছিল। আমি হরিনাম করি, তা' হ'লেই আমার ক্ষিধে যাবে। [সুরে] হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

দীনবালকবেশে নন্দত্নলালের প্রবেশ।

গান।

নন্দ।— হরিনাম ক'রো না—ক'রো না,
ও নাম নিলে দুঃখ হবে।
কুশ।— দুঃখ নৈলে সুখে কেবা
হরির নাম মুখে লবে ॥
নন্দ।— দেখ, প্রহ্লাদ হরি ব'লে, কতই না সাজা পেলে,
ও নাম নিলে আঁখিজলে নিয়ত ভাসিবে।
কুশ।— আঁখি জলে ভেসে ভেসে, ডাকিব সে পরমেশে,
তখনি সে ছুটে এসে, অভয় পদে স্থান দেবে ॥
(বিপদে সম্পদ্ পাব)
নন্দ।— হরি হরি ব'লে যে ডাকিবে, সংসারে তার কি থাকিবে,
ঝুলি কাঁথা কাঁধে নেবে, কত জ্বালা স'বে।
কুশ।— জ্বালায় জ্বালায় যতই জ্বল্‌ব, আলোয় আলোয় ততই চল্‌ব
হরিনাম ততই বল্‌ব হরি শান্তি-কোলে নেবে ॥
(জুড়াইব সকল জ্বালা)

কুশ। তোমার নাম কি, ভাই ?

নন্দ। কাঙ্গাল দাস।

কুশ। হরিনাম কর্‌তে তুমি আমায় বারণ কর্‌ছ, কেন ?

নন্দ। ভারি বিদ্‌কুটে নাম—ভারি অমঙ্গুলে নাম !

কুশ। সে কি, মা ত বলেছে—হরিনাম করলে সকল অলক্ষণ দূর হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয়—হরিকে পাওয়া যায়।

নন্দ। ও সব আজগুবি কথা। এই দেখ না—শিবঠাকুর ঐ নাম ক'রে পাগল হয়েছে—স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে শ্মশানবাসী হয়েছে।

কুশ। শ্মশান ত খুব ভাল জায়গা। মায়ের সঙ্গে আমি সেদিন কাঠুরেদা'কে পোড়াতে গিয়েছিলাম, সকলেই হরিনাম কর্ছিল। শুনে আমার এমন হ'ল যে, আমাদের কষ্টের কথা আর মনেই হ'ল না।

নন্দ। ছেলে মানুষ—বুঝ্তে পার্ছ না। বড় হও—সংসারী হও, তখন দেখ্বে—হরিনাম তেঁতো লাগ্বে।

কুশ। আমি সংসারী হব না, শ্মশানে ব'সে থাক্ব, তা' হ'লে ত তেঁতো লাগ্বে না ?

নন্দ। তুমি প্রহ্লাদ আর ধ্রুবের কথা শুনেছ? যুধিষ্ঠিরের কথা শুনেছ? বসুদেব দেবকীর কথা শুনেছ? গোপ-গোপীদের কথা শুনেছ?

কুশ। শোনা-শুনিতে আমার কি দরকার? হরিনাম বল্তে আমার ভাল লাগে, আমি বল্ব। [সুরে] হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

নন্দ। আমায় জ্বালিও না বল্ছি। ও নাম শুন্লে আমি অস্থির হ'য়ে পড়ি—আমি পাগল হ'য়ে যাই। ও হরিনাম ক'রো না।

জম্বুস্বামীর প্রবেশ।

জম্বু। কর হরিনাম—খুব কর—মনে-প্রাণে হরিনাম কর। আর শোন—[কানে কানে বলিলেন] মনে মনে এই কথা সর্ব্বদা বল্বে আর হরিনাম কর্বে।

কুশ। [সুরে] হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

নন্দ। একি জ্বালা! যেখানেই আমি যাই, এ বুড়োটাও সেইখানে গিয়ে হাজির! সর্ব্বদা আমার পেছু লেগেই আছে।

জম্বু। না লেগে আর করি কি, ছোক্‌রা? এ যে বেজায় পিরীতের টান্। [সুরে] কি আছে যে, ও কালোরূপে ত্রিসংসারে কেবা জানে।

লজ্জাভয়শূন্য হ'য়ে ছোটে সব পিরীতের টানে।

নন্দ। [ক্রোধে] দেখ, ঠাকুর! অমন ক'রে যদি তুমি নাছোড়-বান্দা হ'য়ে আমার পেছনে লেগে থাক, আমিও তোমায় ছাড়্‌ব না—হ্যাঁ!

জম্বু। আমিও তোমায় ছাড়্‌ব না বল্‌লেই ত আপোষে সব গোল মিটে যায়। জড়িয়ে না ব'লে সোজা ভাষায় বল্‌তে শেখ নি? বাঁকে বাঁকে পাক্ দিয়ে বেড়ানই বুঝি তোমার স্বভাব?

কুশ। দেখ, ঠাকুর! ঐ কাঙালদাস আমায় হরিনাম কর্‌তে নিষেধ করে।

জম্বু। কাঙালদাস নাকি গো? প্রেমদাস, ভক্তদাস, ভজনদাস, ভোম্বলদাস—কেবল দাসেরই বাজার মিলিয়েছ! তা দেখ, ছোক্‌রা! তুমিও যেমন কাঙালদাস হয়েছ, আমিও তেমনি আজ হ'তে ধনদাস হ'লাম। দু'টো পক্ষ না হ'লে লড়াই হবে কেমন ক'রে?

নন্দ। আমার সঙ্গে লড়াই কর্‌বে নাকি তুমি?

জম্বু। মতলবখানা ত কতকটা ঐরূপই। তবে চালাক ছেলে তুমি, তোমার খাটুনিটা কম আর আমার খাটুনিটা খুব বেশি।

নন্দ। তোমার ও ছেঁদো কথা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

জম্বু। বোঝ্‌বার মত শক্তি কি দাসের থাকে? শোন—আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। কাঙালদাস তুমি, তোমার খাটুনি নাই বল্‌লেই হয়, কারণ—কাঙাল-গরীব নিজের কাজ নিজেই করে, দাসের ধার তারা বড় একটা ধারে না। দাসের বড় প্রয়োজন হচ্ছে—ধনীর। কারণ পা থাক্‌তে সে খোঁড়া, গাড়ী ঘোড়া তার চাই। হাত থাক্‌তেও সে নুলো, হাত দিয়ে কাজ কর্‌তে সে জানে না। চোখ থাক্‌তেও সে ঝাপ্‌সা দেখে, তাই ত সে চশমা

পরে। একদিন চাকর বামুনের অভাব হ'লে বেচারা বড়ই ফাঁপরে পড়ে। আমি ধনীদাসই হব, তবে খাটুনি বেশি, তা আর কি কর্‌ছি। তোমার মত গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াব কেমন ক'রে?

নন্দ। গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছি কি রকম?

জম্বু। তা বৈ কি, কাঙাল বেচারা ত নিজের কাজ নিজেই কর্‌ছে। তবে যখন সে বোঝা আর বইতে পারে না, তখন তুমি তার বোঝাটা নামিয়ে আপনিই ব'য়ে নাও।

নন্দ। মুখ সাম্‌লে কথা ব'লো, ঠাকুর! আমি বোঝা বই? আমি মুটে নাকি?

জম্বু। মুটে তুমি—মজুর তুমি—কৃষাণ তুমি—সব তুমি।

নন্দ। আমার মান নষ্ট ক'রো না, ঠাকুর! মুটে মুটে ক'রো না—

জম্বু।—

গান।

ও মুটে! ও মুটে! মান-বোধ তোমার হ'ল কবে?
চিরকাল বয়েছ মোট, মনে কোট আজ কেন তবে।
আধ্‌[illegible]রাকি মজুরি করছ ভবের মাঝে ঘুরে ঘুরে,
কারু তুলে দিচ্ছ অট্টালিকা, কারু সেরে দিচ্ছ জীর্ণ কুঁড়ে,
আবার বোঝা বইছ—খেয়া দিচ্ছ—পাওনা আদায় করছ সাঁজের পরে;
(কারো কানাকড়ি ছাড়্‌ছ না'ক)
আমি যে বড় গরীব, আমার দেনা ছাড়্‌তে হবে॥

নন্দ। [হাসিতে হাসিতে] মরেছে—পাগ্‌লা-গারদে যাবার যোগাড় হয়েছে।

জম্বু। বেশ ত গো! সেইখানেই পাঠাও। যে পাগ্‌লা-গারদে পাগ্‌লা-ভোলাকে পূরে রেখেছ—বসুদেব-দেবকীকে পূরে রেখেছ—নন্দ-

যশোমতিকে পূরে রেখেছ—শ্রীমতিকে পাগলিনী ক'রে পূরে রেখেছ, এ বুড়োটাকেও সেইখানে নয় পাঠিয়ে দাও !

নন্দ। এখানে ব'সে ও রকম ক্ষেপামী ক'রো না, বল্‌ছি ; দেখে-শুনে এ ছেলেটাও ক্ষেপে যাবে।

জম্বু। না ক্ষেপিয়ে আমি ছাড়্‌ছি না। কানে কানে তোমায় যা বল্‌লাম, বাবা ! মনে মনে তাই বল—আর মুখে বল—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

কুশ। [সুরে] হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

নন্দ। [হাসিয়া] নিজেও ক্ষেপেছে—ছেলেটাকেও ক্ষেপিয়েছে আমাকেও ক্ষেপালে।

[দ্রুত প্রস্থান।

কুশো। ঠাকুর ! ঠাকুর ! ও যে চ'লে গেল ?

জম্বু। যাবে কোথায়, ঘুরে ফিরে আস্‌তেই হবে। [প্রস্থান।

কুশ। ছেলেটি বেশ ! তবে হরিনাম কর্‌তে বারণ কর্‌লে, কেন ? ঐ যে সূর্য্য অস্ত যায়। মা ত এখনও ফির্‌ছে না ; ক্ষিদেয় আমার প্রাণ যাচ্ছে। বল্‌রাম—সেদিনকার মত মঠে গিয়ে প্রসাদ নিয়ে এস।

কালিন্দীর প্রবেশ।

কালিন্দী। তাই এনেছি, বাবা ! এই প্রসাদ নাও। [প্রদান]

কুশ। তুমি খাও, মা !

কালিন্দী। তুমি খাও, বাবা, আমি ঝর্‌ণা থেকে জল নিয়ে আসি।

কুশ। সে ত অনেক দূরে ?

কালিন্দী। তা হ'ক্, জল না আন্‌লে কি খাবে ?

[প্রস্থান।

কুশ। শীগ্‌গির এস, মা !

গীতকণ্ঠে হংসধ্বজের প্রবেশ।

হংস।—

গান।

কেউ যদি দেখে থাক তায়, ব'লে দাও আমায়।
প্রাণের ভাই সে অনাথশিশু রয়েছে কোথায়॥
আছে কি না আছে বেঁচে, কত জনে শুধাই যেচে,
কেউ ত কিছু আমায় বলে না;
কত জনে সাধিলাম, কত আমি কাঁদিলাম,
অশ্রু দেখে কারো প্রাণ গলে না;
কোথায় পাব খুঁজে তারে কি আছে উপায়॥
(কোথা' কুশো রে, প্রাণের ভাই রে)

কুশ। [দৌড়িয়া আসিয়া] হাঁসি দা'! হাঁসি দা'! এই যে আমি। [হংসধ্বজের গলা জড়াইয়া ধরিলেন।]

হংস। [বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া] আমার বুকে আয়, ভাই!

কুশ। বড় শুকিয়ে গেছ, হাঁসি দা'! কাঁপ্‌ছ যে? খাবে এস। [উভয়ে বসিল]

হংস। তুমি খেয়েছ?

কুশ। দু'দিন কিছু খাই নি, মঠ থেকে মা আজ এ প্রসাদ নিয়ে এল।

হংস। ধাই মা কোথায়?

কুশ। জল আন্‌তে গেছে। এস, হাঁসি দা! বহুদিন পরে একসঙ্গে খাই।

হংস। আচ্ছা—খাব, তোমায় এক গ্রাস আগে আমি খাইয়ে দিই। [গ্রাস তুলিতে উদ্যত]

জল্লাদ সহ দধিমুখের প্রবেশ।

দধি। ঐ—ঐ যে কুশো! কাত্—কাত্, জল্লাদ!

হংস। কেটো না—কেটো না, জল্লাদ! মামা!

দধি। তুপ্ পাঁজী! কাত্ জল্লাদ!

জল্লাদ। [কাটিতে গেল]

হংস। কুশোকে কেটো না মামা, আমাকে কাট।

কুশ। হাঁসি দা'র বাপ আছে—মা আছে—কাঁদ্‌বার লোক আছে। হাঁসি-দা'কে কেটো না, আমার বাপ নাই—মা নাই, আমাকেই কাট, জল্লাদ!

হংস। আমার ভাই আছে—বোন আছে, পিতা মাতার প্রবোধ দেবার লোক আছে, পূর্ব্বপুরুষকে জল-পিণ্ড দেবার লোক আছে। কুশোর ভাই নাই--বোন্ নাই--পূর্ব্বপুরুষকে পিণ্ড-জল দেবার কেউ নাই। কুশোকে কেটো না--আমায় কাট।

দধি। ও নকম ক'নে তেয়ে আথিস্? কাত্—বেতা!

হংস। কুশোকে কেটো না, আমায় কাট। [কুশকে সরাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল]

কুশ। হাঁসি দা'কে কেটো না—আমায় কাট।

[জল্লাদ কাটিতে উদ্যত হইল, হংসধ্বজ কুশধ্বজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, আবার কুশধ্বজ তাহাকে সরাইয়া দিয়া সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। এইরূপ করিতে লাগিল ও জল্লাদ প্রথমতঃ কুশকে কাটিতে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু উভয়ের ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]

জল্লাদ। ওঃ! [খড়্গ ফেলিয়া দিল।]

দধি। ফেলে দিলি যে, বেতা! কাত্।

জল্লাদ। না—না—আমি পার্‌ব না।

দধি। হাজার্‌ তাকা বক্‌শিস্‌ দোব।

জল্লাদ। না—না আমি পার্‌ব না।

দধি। দশ হাজার্‌ তাকা দোব।

জল্লাদ। না—না—আমি পার্‌ব না—আমি পার্‌ব না। লাখ টাকা দিলেও পার্‌ব না।

দধি। তবে তোর্‌ তাকুনি খসিয়ে নোব।

জল্লাদ। চাক্‌রী নাও—মাথা নাও, আমি পার্‌ব না। আমি চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

দধি। আথা—আমি নিজেই শেষ—[খড়্গ লইয়া কর্ত্তনোদ্যত]

হংস। [কুশোকে আড়াল করিয়া] মেরো না—মেরো না, কুশোকে মেরো না।

সহসা কালিন্দী আসিয়া পশ্চাদ্দিক্‌
হইতে খড়্গ ধরিলেন।

কালিন্দী। মারিস্‌ না, রে চণ্ডাল! মারিস্‌ না।

দধি। তবে নে. মাগি! [খড়্গ ছাড়াইতে চেষ্টা ও পদাঘাত]

কালিন্দী। [ভূপতিত হইয়া] কে কোথা আছ রক্ষা কর।

জম্বুস্বামীর শিষ্যবেশে সহসা
সিংহবাহুর প্রবেশ।

সিংহ। আরে—আরে নরপশু! নারীর প্রতি এই অত্যাচার! জল্লাদের মধ্যে যতটুকু প্রাণ আছে, তোতে সে টুকুও নাই। ঐ জল্লাদ আজ ক্ষত্রিয়, আর তুই ঘৃণিত জল্লাদ। তোকে বধ ক'রে এ অরাজকতা দূর করব।

দধি। কে তুই ?

সিংহ। আমি তোর যম !

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

কুশ। মা ! মা ! আমার হাঁসি দা' এসেছে।

কালিন্দী। এই যে আমার রাম-লক্ষ্মণ ! [উভয়কে বুকে করিয়া] এ জায়গা ছেড়ে এখনই চল যাই। যখন খোঁজ্ পেয়েছে, আবার আস্‌তে পারে। প্রসাদ নিয়ে চল।

[উভয়কে লইয়া প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

অরণ্যস্থিত পরিত্যক্ত জীর্ণ সৌধ।

শৃঙ্খলিত শ্বেতবাহু আসীন।

শ্বেত। অভিশপ্ত এ কোন্ স্থান—কেউ ব'লে দিতে পার ? বাইরে নিয়মিত ভাবে চন্দ্রসূর্য্য উঠ্‌ছে ? দেখ্‌তাম—সূর্য্যরশ্মি প্রাতে শান্ত—মধ্যাহ্নে তীব্র—সায়াহ্নে নিস্তেজ ! দেখ্‌তাম—তারকিত নীল-নভস্তলে স্নিগ্ধ চন্দ্রের কনক-রশ্মি ! আছে তারা ? না একেবারে ডুবে গেছে ? কি বল্‌ছ ? আছে ? তবে এ অভিশপ্ত স্থানে নরক এসে আস্তানা করেছে বুঝি ? আমি আর এ ঘুট্‌ঘুটে আঁধারের মধ্যে থাকৃতে পার্‌ছি না। একটু ফাঁকায়—ওকি প্রেয়সি ! তোমরা বারণ কর্‌ছ ? এস প্রেয়সী ভয়ানকতা ! এস প্রেয়সী বীভৎসতা ! দু'পাশে তোমরা দু'জনে ব'স ; আমি বহুদিনের পর একটু ঘুমাই। [তন্দ্রা]

পটহস্তে দূরে স্বপ্নদেবীর আবির্ভাব।

স্বপ্ন। ঘুমাচ্ছ? এই দেখ—[চিত্রপট মেলিল]

শ্বেত। [বহুক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া] ওকি! য়্যাঁ! আমার প্রাণের ভাই সিংহবাহু নির্দ্দোষ! প্রতিহিংসাময়ী কুহকিনী বড় রাণী চক্রান্ত ক'রে—[দন্তে দন্তে ঘর্ষণ] একবার খোলা পাই না—একবার তাকে পাই না? উঃ! [বসিয়া পড়িলেন।] প্রাণাধিক ভাই আমার! আমায় ক্ষমা কর—দাদা ব'লে আমার বুকে এস।

স্বপ্ন। জাগ—জাগ—এই দেখ। [অন্য পট খুলিলেন]

শ্বেত। [কিছুক্ষণ দেখিয়া] দধিমুখ! দধিমুখ! নরপিশাচ। সতীর সর্ব্বনাশ কর্‌তে যাচ্ছিস্? ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! স'রে যা'—স'রে--যা। পাই একখানা অস্ত্র— এখনই ওর শিরশ্ছেদ করব। ঐ—ঐ বৃদ্ধের কন্যাকে ধর্‌তে—[সরোদনে] আহা-হা-হা মা আমার! আত্মহত্যা কর্‌লি? এখনও অসুর ওখানে দাঁড়িয়ে আছে? একটা প্রলয়-বজ্রাঘাতে এখনও ওকে চৌচীর ক'রে ফেল্‌ছে না? আহাহা! রোরুদ্যমান বৃদ্ধ ঐ যে কন্যাকে নিয়ে শ্মশানে যাচ্ছে! আর এ করুণ দৃশ্য দেখ্‌তে পারা যাচ্ছে না। [ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাগত] ও কিসের শব্দ! [উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন] সমর-দুন্দুভ বাজ্‌ছে—শত্রু আক্রমণ করেছে! হায়—হায়! আমি রক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না। [তন্দ্রাগত]

স্বপ্ন। ঘুমাচ্ছ? আবার এই দেখ! [অন্যপট খুলিলেন]

শ্বেত। [দেখিয়া] বাঘিনীর লোলুপ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ঐ যে রাক্ষসী মাতৃ-পিতৃহীন অনাথ শিশুর পানে চেয়ে আছে! ওকি কর্‌ছ, রাক্ষসি! নারী হ'য়ে অনাথ শিশুর চোখের জল দেখে তোর প্রাণে একটু মমতা হ'ল না? ঐ—ঐ শিশু কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চ'লে যাচ্ছে।

[স্বপ্নদেবীর অন্তর্দ্ধান।

হায় হায়! নিজের বুদ্ধির দোষে স্নেহের ভাই হারালাম। তবে আর কেন, নারায়ণ! আমাকে জীবিত রাখ্‌ছ? আমাকেও নিয়ে যাও। ওকি! সহসা নিবিড় আঁধারের মাঝে আলোকরশ্মি! তবে কি রুদ্রানন্দ আবার প্রহার কর্‌তে আস্‌ছে?

শ্রীকৃষ্ণবেশে কালীর প্রবেশ।

কালী। ওগো! আমি তোমায় মুক্ত কর্‌ছি। শীগ্‌গির তুমি চ'লে যাও—রুদ্রানন্দ ঘুমুচ্ছে।

শ্বেত। কে তুমি, বাবা?

কালী। কথা ক'য়ো না—ওঠ।

শ্বেত। আমি উঠ্‌তে পার্‌ছি না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বড় কাতর আমি।

খাদ্যহস্তে কালীবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। এই যে আমি খাবার এনেছি—খাও।

শ্বেত। খাবার এনেছ? কে তুমি, বালিকা?

কৃষ্ণ। কথা ক'য়ো না—খাবার খাও।

শ্বেত। [খাইলেন] ধন্য দয়াময়! আমার মুক্তির জন্য আজ এ বালক-বালিকা দু'টি পাঠিয়েছ! তোমার নাম কি, বালক?

কালী। কৃষ্ণচন্দ্র।

শ্বেত। আমার প্রভুর নামে তোমার নাম। তোমার নাম কি, মা?

কৃষ্ণ। কালী।

শ্বেত। [মুখ বিকৃত করিয়া] তুমি এখানে কেন, চ'লে যাও।

কৃষ্ণ। আমায় তুমি ভালবাস না?

শ্বেত। উঁহুঁ।

কৃষ্ণ। আমায় চাও না, তুমি?

শ্বেত। মোটেই না।

কৃষ্ণ। তবে আমি যাই ?

শ্বেত। যা—যা—বিরক্ত করিস্ না।

কালী। আমিও যাব।

শ্বেত। না—না যেয়ো না, বালক ! আমি তোমায় বড় ভালবাসি।

কালী। আমায় শেষকালে তাড়িয়ে দেবে না ত ?

শ্বেত। তাড়িয়ে দোব ? প্রাণ থাক্‌তে তোমায় তাড়িয়ে দেব না।

কালী। দেবে না ত তাড়িয়ে ?

[কৃষ্ণ কালী রূপে ও কালী কৃষ্ণরূপে দাঁড়াইলেন]

শ্বেত। একি ! [সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ]

কৃষ্ণ ও কালী। [মিলিত হইয়া]

কর—কর দরশন
কৃষ্ণ-কালী একজন,
এক দেহ, ভিন্ন কিছু নয়।
অভিরুচি যার যেম্‌নি !
সাজায় মোরে সে তেম্‌নি,
সন্দ কেন মিছে দ্বন্দ্ব হয়।
যেইরূপ লাগে ভাল, ভাব সেইরূপ ;
পূর্ণব্রহ্ম জেনো মোরে আনন্দ-স্বরূপ।

[উভয়ের অন্তর্দ্ধান।

শ্বেত। উঃ ! কি ভুলই করেছিলাম ! যে ভুলের জন্য আজীবন আমি অশেষ অশান্তি পেয়েছি। দয়াময় আজ দয়া ক'রে আমার সে ভুল ভেঙে দিয়ে—সত্যমূর্ত্তি দেখিয়েছেন। কালী-কৃষ্ণ দুই মূর্ত্তিতে এসে একই মূর্ত্তিতে মিলে গেলেন। রুদ্রানন্দ ! রুদ্রানন্দ !

রুদ্রানন্দের প্রবেশ।

রুদ্রা। এই যে তোমার যম হাজির—তোমায় আজ বধ করব।

শ্বেত। বধ করবে? কর। আমার ভুল ভেঙেছে। দেখ্‌লাম পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ যিনি, কালীও তিনি। বনের মাঝে একদিন আত্মরক্ষার জন্য কপটতা করেছিলাম, আজ আর সে কপটতা নাই—দিব্যচক্ষে দেখেছি।

রুদ্রা। গোপনন্দন কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম? কখনই নয়। কপটতায় আমার হাত এড়িয়ে যেতে চাও? তোমায় বধ করব—মা তোমার রক্ত চায়।

শ্বেত। স্নেহময়ী মা পুত্রের রক্ত চায়?

গীতকণ্ঠে কালীর প্রবেশ।

কালী।—

গান।

কে বলে চায় পুত্র-রক্ত স্নেহময়ী মা।
আপন রক্তে জন্ম যার, তার রক্ত কি খায় মা ॥
কালীরূপে ভক্তে মুণ্ডমালা করি' হৃদে ধরি,
কৃষ্ণরূপে ভক্তে বনমালা ক'রে গলে পরি,
শিবরূপে অক্ষমালা,
করে ভক্ত বক্ষ আলা,
পূর্ণব্রহ্মরূপে ভক্ত হয় করে জ্যোতি-গরিমা ॥

[অন্তর্দ্ধান।

রুদ্রা। কি দেখ্‌লাম রাজা, কি শুন্‌লাম!

শ্বেত। আমিও ঐ দেখ্‌ছি, রুদ্রানন্দ! আমিও ঐ শুন্‌ছি। বড় অপরাধী আমি! রুদ্রানন্দ! আমায় ক্ষমা কর। [জানু পাতিলেন]

রুদ্রা। [উঠাইয়া] তুমিও আমায় ক্ষমা কর, রাজা! বড় কষ্ট দিয়েছি।

শ্বেত। এই কষ্ট না দিলে বোধ হয়, এ জীবনে এ ভুল কখনও যেতো না। তুমি আমার শিক্ষক—তুমি আমার গুরু।

রুদ্রা। তুমিও আমার শিক্ষক—তুমিও আমার গুরু। এস, রাজা! আজ আমরা গলাগলি ক'রে জগতের সাম্‌নে বলি—"কালী কৃষ্ণ এক—দুই নয়"।

শ্বেত। রেণুশর্ম্মার ভুলও ভেঙে দাও, রুদ্রানন্দ! ঘোর বিষয়ী তিনি।

রুদ্রা। প্রকৃত শিষ্যের মত কথাই বলেছ, রাজা! তবে তাঁর ভুল ভাঙা ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা! চেষ্টা কর্‌ব।

শ্বেত। এখন আমায় বিদায় দাও। আশীর্ব্বাদ কর, যেন পাণ্ডবদের অভিযান থেকে নিজের রাজ্য রক্ষা কর্‌তে পারি।

রুদ্রা। যাও রাজা, স্থলপথে—ছদ্মবেশে। জলপথে বিপদ্ হবে। পাণ্ডববাহিনী সর্ব্বত্র বিরাজিত।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কমলার কক্ষ।

সুখাসীনা কমলা ও গুর্জ্জরসিংহ দণ্ডায়মান।

কমলা। গুর্জ্জরসিংহ!

গুর্জ্জর। রাণী মা!

কমলা। তোমায় কেন ডাকিয়েছি জান?

গুর্জ্জর। বোধ হয়, যুদ্ধের সম্বন্ধে কোন পরামর্শ আছে।

কমলা। তা নয়, গুর্জ্জর।

গুর্জ্জর। তবে আমি জানি না, মা!

কমলা। আমি যা' শুনেছি, তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ব। অকপটে উত্তর দাও।

গুর্জ্জর। উত্তম—জিজ্ঞাসা করুন।

কমলা। পাণ্ডব-শিবিরে তুমি গিয়েছিলে?

গুর্জ্জর। গিয়েছিলাম।

কমলা। উদ্দেশ্য?

গুর্জ্জর। অস্ত্রগুরু সিংহবাহুকে মুক্ত করাই উদ্দেশ্য।

কমলা। তুমি জান বোধ হয়—মনে আছে—রাজদ্রোহের জন্য সিংহবাহু নির্ব্বাসিত।

গুর্জ্জর। অতীত ঘটনার অবতারণা নিষ্প্রয়োজন।

কমলা। নিষ্প্রয়োজন নয়, গুর্জ্জর! রাজদ্রোহীর সহায়তা করা অন্যায় মনে কর না?

গুর্জ্জর। নিশ্চয় অন্যায় মনে করি।

কমলা। অন্যায় যদি মনে কর—শাস্তি নাও?

গুর্জ্জর। শাস্তি নিতে প্রস্তুত। বুঝিয়ে দিন্—কিরূপে আমি রাজদ্রোহীর সহায়তা করেছি?

কমলা। সিংহবাহুকে তুমি মুক্ত ক'রে দিয়েছ।

গুর্জ্জর। স্বদেশ-প্রেমিক আচার্য্যের মুক্তির চেষ্টা আমি করেছি, তাতে অন্যায় হয়েছে ব'লে মনে হয় না।

কমলা। সিংহবাহু রাজদ্রোহী। অমনভাবে সন্দেহচক্ষে চেয়ে আছ যে! বিশ্বাস হচ্ছে না?

গুর্জ্জর। পুনঃ পুনঃ যখন সেই কথার উল্লেখ কর্‌ছেন, তখন অকপটে বল্‌তে আমি বাধ্য—আমি বিশ্বাস করি না।

কমলা। বিশ্বাস না কর্‌বার কারণ?

গুর্জ্জর। কারণ অনেক—প্রকাশ কর্‌তে প্রস্তুত নই। তবে একটা কথা বলি, মা! সিংহবাহু রাজদ্রোহী হ'লে রুদ্রানন্দের হাতে মহারাজ নিষ্কৃতি পেতেন না। সিংহবাহু রাজদ্রোহী হ'লে নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে বৃষধ্বজের জীবনরক্ষায় ছুটে যেতেন না। সিংহবাহু রাজদ্রোহী হ'লে রাজ্যের জন্য নিরস্ত্র তিনি, পাণ্ডবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে বন্দী হ'তেন না।

কমলা। রাজদ্রোহী না হ'লে নির্ব্বাসিত হয়েছিল কেন?

গুর্জ্জর। চক্রান্তে।

কমলা। কার চক্রান্তে?

গুর্জ্জর। নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখুন, রাণী-মা!

কমলা। [সক্রোধে] ভিখারী বীরসিংহের পুত্র তুমি, দুর্জ্জয় বীরত্ব—

অকপট স্বদেশ-প্রেমিকতা—অসীম প্রভুভক্তি দেখিয়ে গুণগ্রাহী মহারাজের অনুগ্রহে এই বিশাল রাজ্যের সেনাপতি হ'য়েছ, ভগ্নীকে বৃষধ্বজের করে সমর্পণ ক'রে আত্মীয় হয়েছ, এই অসীম অনুগ্রহের প্রতিদান কি অপমান ?

গুর্জ্জর। আপনার অপমান আপনি কর্‌ছেন—আমি করি নি।

কমলা। এক অপরাধ করেছ, গুর্জ্জর, আমার অবমাননা ক'রে। আর এক অপরাধ করেছ, ত্রিনেত্র নগরের গৌরব নষ্ট ক'রে—শত্রুর কাছে ভিক্ষা ক'রে রাজদ্রোহী সিংহবাহুর মুক্তি দিয়েছ। কারাবাস তোমার শাস্তি, শাস্তি নাও।

দ্রুতপদে বৃষধ্বজের প্রবেশ।

বৃষ। তা' হ'লে আমাকেও শাস্তি দাও, মা! আমিও আমার প্রাণ-দাতা পূজ্যপাদ স্নেহময় পিতৃব্যের মুক্তির জন্য পাণ্ডব-শিবিরে গিয়েছিলাম।

কমলা। [সবিস্ময়ে] পাণ্ডব-শিবিরে তুমি গিয়েছিলে ?

বৃষ। গিয়েছিলাম, মা! আমার যাবার পূর্ব্বেই পিতৃব্য মুক্ত।

কমলা। তুমি ত আর সিংহবাহুর সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র কর্‌তে যাও নাই ?

বৃষ। আর সেনাপতি বুঝি ষড়্‌যন্ত্র কর্‌তে গিয়েছিলেন ?

কমলা। নিশ্চয়।

বৃষ। কি ষড়্‌যন্ত্র কর্‌তে গিয়েছিলেন ?

কমলা। মহারাজাকে পদচ্যুত ক'রে সিংহবাহুকে রাজা কর্‌বার মতলবে ষড়্‌যন্ত্র হচ্ছে।

বৃষ। ঐ তোমার অভিনব সৃষ্টি—অভিনব কল্পনা। তোমার ঐ মস্তিষ্ক-অস্ত্রাগারে এরূপ সুতীক্ষ্ণ বিষাক্ত অস্ত্র কতগুলো আছে, জান মা ? অনুমান ক'রে বল্‌তে পার ?

কমলা। [সক্রোধে] বিষু!

বৃষ। রাগ কর্‌ছ, মা ? যে অস্ত্রাগার হ'তে এক-একখানি বিষাক্ত অস্ত্র বের ক'রে এক একজনকে মার্‌ছ, আর সবংশে নিহত কর্‌ছ, সেই অস্ত্রাগার হ'তে আর একখানা ধারাল অস্ত্র এনে আমার বুকে বসিয়ে দিতে পার ?

কমলা। ভা'যের পোষকতা কর্‌তে অরুণা বুঝি তোকে পাঠিয়েছে ? স্ত্রৈণ ! বেহায়া !

[ক্ষিপ্রপদে বৃষধ্বজের প্রস্থান।

গুর্জ্জর। রাণী-মা !

কমলা। জান্‌তে চাই আমার আদেশ তুমি পালন কর্‌বে কি না ?

গুর্জ্জর। রাণী আপনি—গুরুজন আপনি; আপনার আদেশ পালন কর্‌তে সর্ব্বদাই আমি প্রস্তুত।

কমলা। এই মুহূর্ত্তে সেনাপতি-পদ ছেড়ে দাও।

গুর্জ্জর। উত্তম।

কমলা। অস্ত্র দাও, গুর্জ্জর !

গুর্জ্জর। রাজদত্ত কৃপাণ অস্ত্রাগারে। এ আমার গুরুপ্রদত্ত বিজয় কৃপাণ—যার বলে আমি অনায়াসে শত্রু নির্জ্জিত ক'রে আসি ; এ কৃপাণ আমি ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য নই।

কমলা। তোমার শাস্তি হয়েছে কারাবাস ; স্বেচ্ছায় কারাবাসে যাবে কি না তুমি ?

গুর্জ্জর। যাব—আজ নয়।

কমলা। কেন ?

গুর্জ্জর। প্রবল শত্রু আমাদের রাজ্য ঘিরে রয়েছে, তাদের গ্রাস হ'তে আগে রাজ্য রক্ষা কর্‌ব, তার পর কারা-বরণ কর্‌ব।

কমলা। রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা কর্‌বেন রাজা—রাজ্য তাঁর।

গুর্জ্জর। রাজ্য শুধু রাজার নয়, রাজ্য প্রত্যেকের ! রাজাও যার

ছেলে, দিন খাটা মুটেও তার ছেলে। প্রজারা আপন আপন ক্ষমতা দিয়ে বড় ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে শান্তির জন্য তাঁরই শাসন স্বেচ্ছায় মেনে নিচ্ছে ; তাই দেশ তাঁর। তাঁর হ'লেও জন্মভূমির প্রতি প্রত্যেক প্রজার কর্ত্তব্য আছে। সেই কর্ত্তব্য আমি পালন করতে যাচ্ছি।

কমলা। এত স্বদেশ-প্রেম দেখ্‌ছি যে! অভিসন্ধি বুঝি।

গুর্জ্জর। অভিসন্ধি বোঝ্‌বার শক্তি কি আপনার আছে? তা যদি থাক্‌ত, তা' হ'লে দেশের এই জীবন-মরণ সন্ধিস্থলে—দেশে অরাজকতা বসিয়ে মায়ের বুকে মায়ের এক-একজন সুসন্তানের চিতা জ্বালিয়ে দিতেন না। রাজকোষ হ'তে আপনি প্রজাদের অজস্র ধন বিলিয়ে দিয়েছেন—তাদের দুঃখ মোচনের ভাণ ক'রে; কিন্তু আপনার অভিসন্ধি হচ্ছে—তাদের হাতে রাখা। আপনার দানবীয় লীলা দেখে তারা আপনার মতলব বেশ বুঝেছে। এবার দুর্ব্বারবেগে উল্টোটানে রুখে এসেছে, এ বেগ আপনি আর সাম্‌লাতে পার্‌বেন না।

কমলা। এত সাহস তোমার যে, আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে—চোখ রাঙিয়ে আমায় শাসাচ্ছ—রাজদ্রোহী তুমি।

গুর্জ্জর। রাজদ্রোহী আমি নই, রাজদ্রোহী আপনি। আপনার ক্রিয়া-কলাপে রাজ্যস্তম্ভশ্রেণী একে একে আল্‌গা হ'য়ে গেছে—রাজভক্তি শিথিল হয়েছে। আপনি রাজ্যের উচ্ছেদ কর্‌তে বসেছেন। পারি যদি—বিদ্রোহীর শাসন কর্‌ব আমি। যুদ্ধ শেষ হ'ক, মহারাজকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে বের্‌ কর্‌ব—আপনার প্রত্যেক ষড়্‌যন্ত্র সপ্রমাণ কর্‌ব। স্বহস্তে আজ যে আগুন জ্বালিয়েছেন, ভাই-ভগ্নী উভয়কেই সেই আগুনে ভস্মীভূত কর্‌ব—কর্‌ব—কর্‌ব। [দ্রুত প্রস্থান।

কমলা। গুর্জ্জর সিংহকে ঘাঁটিয়ে ভাল করি নি ; বুঝ্‌তে পারি নি—সকলেই আমার দিকে বেঁকে দাঁড়িয়েছে। কেউ আমার শাসন আর মান্‌তে

চায় না। প্রতিশোধ নিয়েছি—দুটো বাকী। সিংহবাহুকে নির্ব্বংশ করা, আর এরা যেমন আমার পিতৃরাজ্য ধ্বংস করেছে, এদের রাজ্যও তেমনি ক'রে ধ্বংস করা। বোধ হয়, এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে না।

দধিমুখের প্রবেশ।

দধি। কেন হবে না, দিদি?

কমলা। হবে? পার্‌বি, ভাই?

দধি। বল-না দিদি! পান্‌ব।

কমলা। কল্যাণ-কাননের পশ্চিম দিকে কুঁড়ে ঘর তৈরি করিয়ে কুশো আর কালিন্দী আছে, চরমুখে আমি খবর পেয়েছি। সুযোগ মত গিয়ে—বার্ দিক্ হ'তে দরজা বন্ধ ক'রে কুঁড়েয় আগুন লাগিয়ে দিতে পারিস্?

দধি। খুব পান্‌ব, দিদি! খুব পান্‌ব। এই আমি যাই।

কমলা। যাও—খুব হুঁসিয়ার।

দধিমুখের প্রস্থান।

দ্রুতপদে অরুণার প্রবেশ।

অরুণা। মা! মা! সর্ব্বনাশ হয়েছে। [রোদন]

কমলা। খুব হয়েছে, পোড়ারমুখি! খুব হয়েছে।

অরুণা। তাঁকে তুমি কি বলেছ, মা?

কমলা। যা ইচ্ছা বলেছি—তোর তাতে কি? তোর ভাই শাসিয়ে গেল—তোর স্বামী শাসিয়ে গেল, আবার তুইও কি শাসাতে এলি নাকি?

অরুণা। কি বল্‌ব, মা! আমার কপাল পুড়েছে যে?

কমলা। খুব হ'ক্—খুব হ'ক্। দূর হ' এখান থেকে বেটী!

অরুণা। দূর হচ্ছি মা, স্বামী যেখানে যাচ্ছেন, আমিও সেখানে যাচ্ছি, মা। [রোদন]

কমলা। ওকি কথা বল্‌ছিস্, অরুণা ?

অরুণা। তোমার ছেলে বিষ খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে। ছোট মার ঘরে আছে। জম্বুস্বামী কি ওষুধ খাইয়েছেন।

কমলা। বিষ্ণু! বিষ্ণু! আমি তোর মা, আমায় ক্ষমা কর্।

[দ্রুত প্রস্থান।

অরুণা। একে একে সব খোয়াবে, মা !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কালিন্দীর কুটীর।

গীতকণ্ঠে কুশধ্বজের প্রবেশ।

কুশ।—

গান।

আমি বৃন্দাবনের মাটী যদি হইতাম।
সেই বৃন্দাবন-ধন-চরণ-নলিনে বুকে করি' রাখিতাম ॥
হইতাম আমি যদি যমুনার জল,
ধোয়াতাম তাঁর শ্রীপদ যুগল,
আমি হইতাম যদি নূপুর,
প্রেমে হ'য়ে পরিপূর
রাজীব চরণে তাঁর সদা থাকিতাম।
সদা রুণু ঝুনু করি' বলি' হরি হরি
প্রেমের গীতি গায়িতাম ॥

বেলা যায় যে ! মাও ফির্‌ছে না, হাঁসি-দাও ফির্‌ছে না।

হংসধ্বজের প্রবেশ।

হংস। এই যে আমি ফিরে এসেছি, ভাই!

কুশ। এসেছ, হাঁসি দা'? ভিক্ষায় কিছু পেয়েছ?

হংস। [সদুঃখে] কিছু পাই নি, ভাই!

কুশ। কিছু পাও নি? মঠে গিয়েছিলে?

হংস। গিয়েছিলাম—প্রসাদ পেলাম না।

কুশ। কেন?

হংস। আজ জন্মাষ্টমী কিনা, খুব ভিড় হ'য়েছিল, ঢুক্‌তে পার্‌লাম না—আর—

কুশ। আর কি, হাঁসি দা'?

হংস। আর কাকা বাবুকে দেখেছিলাম।

কুশ। কে তিনি?

হংস। তোমার বাবা।

কুশ। আমার বাবা! কোথায় দেখেছ, হাঁসি-দা'?

হংস। সেই ভিঁড়ের মধ্যে।

কুশ। চিন্‌তে পেরেছ?

হংস। ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, তবে কাকার মতই তাঁর চেহারা।

কুশ। বাবাকে তুমি কোন দিন দেখেছ?

হংস। একদিন মাত্র দেখেছি—খানিক সময়।

কুশ। কবে?

হংস। যুদ্ধে যেদিন কাকা পাণ্ডবদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। আমি ভিক্ষুকের বেশে তাঁকে মুক্ত কর্‌তে গিয়েছিলাম। সেইদিন—

কুশ। মুক্ত কর্‌তে পেরেছিলে?

হংস। হাঁ, পেরেছিলাম। সেদিন তাঁকে তোমার কথা জানিয়েছিলাম।

কুশ। জানিয়েছিলে ?

হংস। হাঁ, কাকা তোমার কথা শুনে খুব কাঁদ্‌ছিলেন। আমি তখনই তোমায় খুঁজ্‌তে চ'লে এলাম।

কুশ। বাবা কোথায় গেলেন ?

হংস। জানি না।

কুশ। বাবাকে একবার দেখাতে পার, হাঁসি দা' ? দেখ্‌তে বড় ইচ্ছা হচ্ছে।

হংস। খুঁজ্‌ছি—পাচ্ছি না। তবে তোমার বাবার আর তোমার মা'র একখানা ছবি পেয়েছি। এই দেখ—[ছবি দিল]

কুশ। কোথায় পেলে ? [সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ]

হংস। একজন চিত্রকর রাজ-পরিবারের চিত্র বিক্রয় কর্‌তে যাচ্ছিল, তার কাছ থেকে কিনেছি। ব'সে ব'সে তুমি ছবি দেখ, আমি ঘুরে আসি।

কুশ। কোথায় যাবে, হাঁসি দা' ?

হংস। দেখি, কোথাও কিছু পাই কি না ?

কুশ। আর যেয়ো না, এস—আমারা ছবি দেখি।

হংস। কি খাবে, ভাই ?

কুশ। আমার কথাই কেবল ভাব্‌ছ, দাদা ? না খেয়ে খেয়ে তুমি যে দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছ। আমি তোমার গলগ্রহ হ'য়ে পড়েছি। ভয়ে আমায় বেরুতে দিচ্ছ না। আমি ম'লে তোমরা কতকটা সুস্থ হ'তে পার্‌তে।

হংস। কুশো রে ! এমন কথা বল্‌লি, ভাই ! তোকে মুহূর্ত্ত না দেখ্‌লে যে, আমি সব আঁধার দেখি। [রোদন]

কুশ। রাজার ছেলে তুমি, এ অভাগার জন্য ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ক'রে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছ! [রোদন]

হংস। রাজার ছেলে তুমি, পথের কাঙাল হ'য়ে দু'টি অন্নের জন্য কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ! [রোদন]

কুশ। আমার মা-বাপ নাই, এ দুঃখ আমায় সইতে হবে। তোমার ত মা-বাপ আছে, তুমি ত সুখে রাজভোগ খেতে পার্‌তে?

হংস। সে রাজভোগ নয়, ভাই! সে বিষভোগ! সারাদিন ঘুরে ঘুরে এক মুঠো ক্ষুদ ভিক্ষে ক'রে দিনান্তে যদি তোকে নিয়ে সেই ক্ষুদ খেতে পাই, সে যে আমার কাছে অমৃত, ভাই! [রোদন]

কুশ। কেঁদো না, হাঁসি দা'! তোমার কান্না দেখে আমার বুক ফেটে যায়।

হংস। [স্বাভাবিক স্বরে] কৈ, আমি কাঁদ্‌ছি, কুশো! তুমি ব'স—আমি আস্‌ছি!

[প্রস্থান।

কুশ। [চিত্র দেখিয়া] এই আমার বাবা—এই আমার মা। বাবা! বাবা! মা! তোমাদের পায়ে আমার শত শত প্রণাম। [প্রণাম] তোমাদের দেখ্‌তে পেলাম না, বুঝি এ জীবনে আর দেখা হবে না।

ধীরপদে কালিন্দীর প্রবেশ।

কালিন্দী। [প্রবেশ পথে] ঐ যে বাবা ব'সে আছে। আমায় দেখ্‌লেই ছুটে এসে খাবার চাইবে। সারাদিন কেটে গেল, এখনও কিছু খেতে পেলে না! আর বুঝি বাঁচাতে পার্‌ব না। এমনি কি পাপ করেছিলাম, নারায়ণ! যার জন্য এমন কঠোর সাজা দিচ্ছ? একটি আতাফল কুড়িয়ে পেয়েছি। হাঁসিই বা খাবে কি আর কুশোই বা খাবে কি? কেমন ক'রে ঘরে ফির্‌ব? [সজলচক্ষে দাঁড়াইলেন]

কুশ। সন্ধ্যা হ'য়ে এল, মা যে এখনও ফির্‌ছে না? ও দাঁড়িয়ে কে? [দৌড়িয়া গিয়া] মা! মা! এখানে দাঁড়িয়ে আছ যে?

কালিন্দী। বাবা! [মুখাবৃত করিয়া রোদন]

কুশ। আমার পেট্‌টা বড় কন্ কন্ কর্‌ছে, আজ ত আমি কিছু খাব না। ঘরে চল, মা! [হাত ধরিয়া লইয়া আসিল।]

কালিন্দী। ক'দিন না খেয়ে পার্‌বে, বাবা?

কুশ। কাঁদিস্ কেন? হাঁসি-দা' খাবার নিয়ে আস্‌বে এখন।

কালিন্দী। খাবার কোথায় পাবে সে, সব দুয়ারেই আমি গিয়েছিলাম—রোজ রোজ কেউ ভিক্ষে দিতে চায় না।

কুশ। আর কারও দুয়ারে যেয়ো না, মা!

কালিন্দী। না গিয়ে কি কর্‌ব? সকল অপমান সহ্য ক'রে দুটী অন্নের যোগাড় কর্‌তে হবে, উপবাসী থাকা ক'দিন চল্‌বে?

কুশ। আমি না ম'লে তোমার কপালে আর সুখ-শান্তি হবে না।

কালিন্দী। ষাট্—ষাট্! এমন কথা বল্‌তে আছে? এত কষ্টেও বাবা, কেবল তোমায় দেখে বেঁচে আছি।

কুশ। আমি ম'লে ত মা, তোর এ জ্বালা সইতে হ'ত না? রাজ-সংসারে সুখে জীবন কাটিয়ে হেসে খেলে যেতে পার্‌তিস্।

কালিন্দী। অমন রাজসংসারেও আগুন! অমন সুখেও ছাই! সাপ হ'তে পার্‌তাম, তা' হ'লে এখনই ছোবল মেরে বুকের রক্ত খেতাম।

কুশ। রাগ ক'রে কি হবে, মা? চুপ্ কর।

কালিন্দী। আতাফলটি পেয়েছি, তুমি খাও আর হাঁসির জন্য রেখে দাও।

কুশ। হাঁসি দা' আসুক—তিনজনে খাব এখন। এই দেখ, মা! [ছবি দেখাইল]

কালিন্দী। রাত হ'ল—হাঁসি ত এখনও ফিরছে না। এ কোথায় গেলে, বাবা?

কুশ। হাঁসি-দা' কিনে দিয়ে গেছে। [উভয়ে দেখিতে লাগিল]

মশাল হস্তে দধিমুখের প্রবেশ।

দধি। এইবার আগুন লাগিয়ে দিয়ে যাই।

[বেগে প্রস্থান।

কুশ। ঐ মা—ঐ মা! ঘরে আগুন!

কালিন্দী। এ কে কর্‌লে রে, এ কে কর্‌লে? নারায়ণ! রক্ষা কর। শীঘ্র বেরিয়ে যাও, বাবা! আমি তোমার কাপড় নিয়ে আসি।

কুশ। কোন পথে যাব, মা! কোন্ পথে বেরুব মা! বার্ থেকে যে দোর বন্ধ। পুড়ে ম'লাম—পুড়ে মলাম! [ছট্‌ফট্ করণ]

কালিন্দী। আয় বাবা, আমার বুকে আয়। নারায়ণ! অনাথকে রক্ষা কর।

দ্রুত সিংহবাহু ও সুমন্ত্রের প্রবেশ।

সিংহ। শীঘ্র এস, মন্ত্রি! দেখি বাঁচাতে পারি কি না?

সুমন্ত্র। পথ পাচ্ছি না—কোন্ পথে ঢুক্‌ব?

সিংহ। এই পথে এস। তুমি ঐ বালকটিকে নিয়ে যাও, আমি বৃদ্ধাকে নিয়ে যাচ্ছি। [সকলের তথাকরণ]

সুমন্ত্র। পুড়ে ম'লাম—পুড়ে ম'লাম। যদি কেউ পার ত ছেলেটিকে বাঁচাও।　　　　　　　　　　[সকলের প্রস্থান।

দ্রুত জয়গোপালের প্রবেশ।

জয়। কে এ সর্ব্বনাশ কর্‌লে! নিঃসহায় বিধবা ছেলে দুটি নিয়ে থাকৃত, ভিক্ষে ক'রে খেত—কোন্ পাপিষ্ঠ এ কাজ কর্‌লে?

দ্রুত সিংহবাহুর প্রবেশ।

সিংহ। মন্ত্রী কোন্ দিকে গেল, আপনি জানেন? ধোঁয়ার আঁধারে আমি ঠাউরে উঠ্‌তে পার্‌ছি না।

জয়। সে বিধবা কোথায়?

সিংহ। লোক দিয়ে জম্বুস্বামীর কুটীরে পাঠিয়েছি।

জয়। খুব পুড়ছে?

সিংহ। বেশি লাগে নি, আগুনের ঝাপ্‌টায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে। শুন্‌লাম—প্রভু চন্দ্রনাথ গিয়েছেন, শিষ্যেরাই শুশ্রূষা কর্‌বেন—আমিও যাব।

জয়। জ্বলন্ত বাঁশ প'ড়ে মন্ত্রী মারা পড়েছেন—ছেলেটারও খুব সঙ্কট অবস্থা—মঠে পাঠিয়েছি। মন্ত্রীর শেষ কাজ করগে।

সিংহ। ওহোহো মন্ত্রী! সিংহবাহুর জীবন-বন্ধু! পরকার্য্যে জীবন দিয়েছ—অক্ষয় স্বর্গলাভ কর।

[প্রস্থান।

দধিমুখের পুনঃ প্রবেশ।

দধি। [নৃত্য করিতে করিতে] কেমন মজা—কেমন মজা! এক-বানে ফন্‌সা ক'নে দিয়েছি।

জয়। এই দুর্ব্বৃত্তেরই এই কাজ! যে জ্বালায় এদের জ্বালিয়েছিস্, সেই জ্বালায় অবিরত জ্ব'লে মর্—পুড়ে মর্।

দধি। জ্ব'লে ম'লাম—জ্ব'লে ম'লাম! ও দিদি! [বেগে প্রস্থান।

হংসধ্বজের প্রবেশ।

হংস। [প্রবেশ পথ হইতে] কুশো! কুশো! এই যে খাবার—একি! কে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে? তবে কি আমার কুশো নাই?

কুশো রে! ভাই, এই যে খাবার এনেছি—খাবি আয়। [আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত]

জয়। [হস্ত ধারণ] আগুনে ঝাঁপিয়ে প'ড়ো না, বালক!

হংস। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, আমার কুশোকে খাইয়ে আসি। ভাই রে! তোর সঙ্গে যে আমার বড় মিল ছিল! আজ অমিল ক'রে একা চ'লে গেলি? ছেড়ে যেতে পার্‌বি না। তোর ভস্মের সঙ্গে তোর হাঁসিদা'র ভস্মও মিশে যাবে।

জয়। এখনও সে জীবিত, এস—তোমায় সেখানে নিয়ে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কল্যাণ-কানন।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। আহা মরি, কি সুন্দর নিকুঞ্জকানন!
নানাবর্ণ পুষ্পদামে হাসিছে কেমন!
বসন্ত-সুষমা রাশি করিয়া প্রসার,
কেমন রাজিছে ওই নির্জ্জন কান্তার!
সিন্ধুর সলিলসিক্ত স্নিগ্ধ সমীরণ,
আসিয়া কানন মাঝে,
কেড়ে ল'য়ে অমিয় সুবাস,
বিতরিছে চারিভিতে অপব্যয়ী যথা।
উপাংশু বসিয়া পিক পল্লবিত শাখে

ছড়াইছে চারিদিকে সুস্বর-লহরী !
মনে হয় বাজে যেন শ্যামের বাঁশরী !
তরল ললিত তানে সাম সুধাগানে
বিমোহিছে ঋষিগণ এ কাননভূমি।
মনোরম ললাম কানন—
প্রকৃতির প্রিয় লীলাভূমি ;
হেথা বসি' সাধিব শঙ্করে।

অসুবল। [নেপথ্য হইতে] ব্রহ্মহত্যা হ'ল—কে কোথায় আছ—রক্ষা কর।

অর্জ্জুন। আমি উপস্থিত থাকতে ব্রহ্মহত্যা হবে! ভয় নাই—ভয় নাই—
[দ্রুত প্রস্থান।

দ্রুতপদে যুবনাশ্বের প্রবেশ।

যুব। কোথায় গেলেন তৃতীয় পাণ্ডব! মায়াবী দানব অসুবলের কুহকে প'ড়ে এ বন ছেড়ে কি অন্যত্র গেলেন? এত অনুসন্ধানেও ত কোন ফল হ'ল না।

বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষ। এই কল্যাণ-কাননেই তিনি শিব-সাধনার সঙ্কল্প করেছেন। এতক্ষণ সতর্ক পাহারা দিচ্ছিলেন ত?

যুব। কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করছ, বৃষকেতু?

বৃষ। আস্‌বার সময় আমি শুন্‌লাম—কে যেন উচ্চৈঃস্বরে চেঁচিয়ে বল্‌লে ব্রহ্মহত্যা হ'ল। তাই আমি ক্ষিপ্রপদে এদিকে ছুটে এলাম। কিছু দেখ্‌তে পেলাম না।

যুব। কোন্‌দিকে সে শব্দ শোনা গেল?

বৃষ। সে শব্দ-তরঙ্গ বিধুনিত এই বনেই সে চীৎকার শোনা গেল।

যুব। আমার অনুমান —এ সেই মায়াবী দানবের একটা মস্ত ছল ?

বৃষ। কি রকম ?

যুব। ব্রহ্মহত্যা হ'ল ব'লে যখন অর্জ্জুন চীৎকার শুনতে পাবেন, নিশ্চয়ই তিনি তখন বিপন্ন ত্রাণের জন্য ছুটবেন। নিরস্ত্র যোগিবেশে নিঃসহায় পেয়ে অনুবল তাঁকে হত্যা করবে।

বৃষ। আপনার এ অনুমান নয়—এ জীবন্ত সত্য। চলুন—তন্ন তন্ন অন্বেষণ ক'রে পাপাত্মাকে বধ করি।

যুব। দেখ—দেখ কে আস্‌ছে!

বৃদ্ধ দ্বিজবেশী অনুবলকে স্কন্ধে করিয়া
অদূরে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অনু। [প্রবেশ পথে] এইদিকে চল, অত আস্তে আস্তে যাচ্ছ যে! [পদাঘাত]

অর্জ্জুন। কোন্ দিকে যেতে হবে ?

অনু। সাম্‌নের দিকে—না না ফের—পিছন দিকে। সত্বর যাও!

বৃষ। ঐ যে—ঐ যে, পিতৃব্য! আশ্চর্য্য! জনৈক বৃদ্ধ ঋষিকে কাঁধে নিয়ে তিনি এইদিকে আস্‌ছেন।

যুব। এ আর কেউ নয়, বৃষকেতু! বিপ্রবেশী এ সেই দৈত্যাধম অনুবল।

উভয়ে। হত্যা কর—হত্যা কর। [আক্রমণোদ্যত]

অনু। একি অর্জ্জুন! দস্যুর হাত হ'তে আমায় উদ্ধার ক'রে শেষকালে এই সব অধার্ম্মিক ক্ষত্রিয় দিয়ে আমায় বধ করতে চাইছিস্? ভস্ম করব—ভস্ম করব। তীব্র অভিশাপে তোর চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ করব। গোখ্‌রোর পুচ্ছ ধ'রে খেলা করছ ?

অর্জ্জুন। ক্ষান্ত হও তোমরা—ব্রহ্মবধ ক'রো না। ইনি তপস্বী ব্রাহ্মণ।

বেগে অনুশাল্বের প্রবেশ।

অনুশাল্ব। কে ব্রাহ্মণ? এ সেই পাপিষ্ঠ অনুবল। আরে রে বর্ব্বর! ছদ্মবেশে মানুষের চক্ষে ধূলি দিয়েছিস্ ব'লে আমাকেও প্রতারিত করতে পার্‌বি? আর তোর অব্যাহতি নাই। এই কৃপাণে—[অসি নিষ্কাসন]

অনুবল। [লাফাইয়া পড়িয়া] জ্ঞাতিদ্রোহি! আততায়ী অনুশাল্ব! তোকে ধিক্। [পলায়নোদ্যত]

অনুশাল্ব। যাবি কোথায়? অনুশাল্বের হাতে আজ তোর রক্ষা নাই।

অনুবল। অনুবলের হাতে তোরও নিস্তার নাই। একদিন এর প্রতিফল পাবি।

[বেগে প্রস্থান।

অনুশাল্ব। পালাবি কোথায়? স্বর্গ-মর্ত্ত রসাতলে যেখানে থাক্‌বি, খুঁজে বের্ ক'রে তোকে নিষ্ঠুরভাবে বধ কর্‌ব।

[বেগে প্রস্থান।

বৃষ। আশ্চর্য্য এ অনুবলের শঠতা! চমৎকার তার উদ্ভাবনা! অদ্ভুত তার মায়াবিদ্যা। অনুশাল্ব না থাক্‌লে বোধ হয়, বিষম অনর্থ হ'ত।

যুব। আমরা চমৎকৃত হচ্ছি, পার্থ! যে, তোমার মত বিজ্ঞকেও দৈত্যের মায়াজালে পড়্‌তে হ'ল।

অর্জ্জুন। যোগে বস্‌বার আমি উপক্রম কর্‌ছি, এমন সময়—"ব্রহ্মহত্যা হ'ল" কাতর চীৎকার শুন্‌তে পেলাম। সত্য ঘটনা মনে ক'রে গিয়ে দেখি—এক ব্রাহ্মণ ভূতলে প'ড়ে আছেন—দু'খানি পা-ই কর্ত্তিত। কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে বল্‌লে দস্যু তার পা কেটে দিয়ে তার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে

গেছে। তার পর সে কাতরকণ্ঠে বল্‌লে, "ক্ষত্রিয়! আমায় কাঁধে ক'রে আশ্রমে রেখে এস।" আমি তার কাতরতায় দুঃখিত হ'য়ে তাকে কাঁধে নিয়ে চল্‌ছি। সে আর কিছুতেই নাম্‌তে চাইলে না। আমায় বড়ই পীড়ন করেছে সে, সেই ব্রাহ্মণই হচ্ছে—ঐ ছদ্মবেশী ধূর্ত্ত অসুবল।

যুব। পূর্ব্বেই ত আমি অনুমান করেছিলাম। এস যাই, সে পাপাত্মার অনুসরণ করি—ধৃত ক'রে বধ করি।

বৃষ। উত্তম, এস আমরা যাই। গিয়ে মারাত্মক মড়কের ন্যায় বিশ্ব-সংসার ছেয়ে ফেলি। দেখি, সে পাপাধম কোথায় আত্মরক্ষা করে!

অর্জ্জুন। ভগবতী দুর্গার মুখে আমি শুনেছি, শৈব-অস্ত্রে আমার হাতে পাপ অসুরের মৃত্যু। শিব-সাধনায় শৈব-অস্ত্র গ্রহণ কর্‌তে হবে। সশস্ত্র হ'য়ে তোমরা চতুর্দ্দিকে সতর্ক পাহারা দাও গে। আমি শিব সাধনায় প্রবৃত্ত হই। [উপবেশন]

যুব, বৃষ। জয় মহাবীর অর্জ্জুনের জয়।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন।　জগদ্‌গুরো নমস্তভ্যং শিবায় শিবদায় চ।
যোগীন্দ্রানাঞ্চ যোগীন্দ্রগুরুনাং গুরবে নমঃ॥
গুণাতীত-গুণাধার গুণবীজ গুণাত্মক।
গুনীশ গুণিনাং বীজ গুণিনাং গুরুবে নমঃ॥
ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মভাবেচ তৎপরঃ।
ব্রহ্মবীজ স্বরূপেন জগদ্বীজ নমোস্তুতে॥

[ধ্যানস্থ]

গীতকণ্ঠে মায়া ও প্রপঞ্চের প্রবেশ।

উভয়ে।—[নৃত্যসহ]

গান।

এস রসিক, নবরসে মজাব তোমায়।
সোহাগে সাজাব রাজা বসা'য়ে হিয়ায় ॥
স্নুরা পিয়ালা পিয়ে,
কুঞ্জে কুঞ্জে গিয়ে বসিবে হাওয়ায় (বঁধু)
মোরা হরষিত চিতে, হাসিরূপ-গীতে
তুষিব তোমায়। (বঁধু)
মোরা কুসুমে মধুপ সম র'ব গু'ঞ্জনায় ॥

দুর্গা। [নেপথ্য হইতে]

ভুলো না—ভুলো না, বৎস! মায়ার কুহকে।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে মায়াবিনী দানবীর প্রবেশ।

মায়াবিনীগণ।—[নৃত্যসহ]

গান।

ও নাগর! রসের সাগর দেখ না চোখ চেয়ে।
মোদের যৌবন গাঙে বাণ ডেকেছে চারিদিক্ ছেয়ে ॥
আছে থরে থরে থরে চোখের কোণে বাণ,
আছে অমিয় হাসি, লাবণীরাশি,
সুরসে উরসে সুধা কানে-কান,
তুমি মনের মতন রসিক রতন, এস বুকে ধেয়ে ॥

যোগিবেশে মায়াবী দানবগণের প্রবেশ।

মায়াবিগণ।—

গান।

কোন্ শালা আর করে যোগ-সাধন।
ছুড়ে ফেলে নামাবলি, পরব গলে প্রেমের বাঁধন ॥

গান।

মায়াবিনীগণ।— দূর—দূর—দূর মুখপোড়া বাঁদর,
বেরসিকে জানে কি রে মোদের আদর,
মায়াবিগণ।— মাইরি লো—রূপসী লো কদর জানি খুব,
পায়ে পড়িব, টিপে দিব, রসে দিব ডুব.
[গলাধারণ]
মায়াবিনীগণ।— ছাড়্-ছাড়্-ছাড়্ ওরে নচ্ছার, দূর-দূর-দূর-দূর,
ঝাঁটিয়ে দোব—পিট্‌টা বুঝি কর্‌ছে সুর্-সুর্.।

১ম মায়াবিনী। [অর্জ্জুন প্রতি] বলি, ও মশাই! চোখ বুজে ব'সে ব'সে কি ভাব্‌ছ? চাও না গো, মোরা রূপের বাজার বসিয়েছি। এ বাজারে—

১ম মায়াবী। এ বাজারে ও কেলোটাকে ডাক্‌ছ কেন? এস গো মোদের সাথে।

১ম মায়াবিনী। এমন রসে ভরা রসবতী আর পাবে কোথা গো? এস না, নাগর!

১ম মায়াবী। আবার ওটাকে কেন? এস—এস, সোনার চাঁদ [অর্জ্জুনের হস্তধারণ]

১ম মায়াবিনী। লোকটা ত ভারি বেরসিক!

১ম মায়াবী। বেরসিক ব'লে বেরসিক—হদ্দ বদ্‌রসিক!

১ম মায়াবিনী। এখানে আসাই ভুল হয়েছে।

১ম মায়াবী। এখানে আর থাক্‌তে আছে!

১ম মায়াবিনী। দুয়ো—দুয়ো! চ-চ!

১ম মায়াবী। চল—চল, চাঁদ আমার!

[মায়াবী ও মায়াবিনীগণের হাত ধরাধরি করিয়া প্রস্থান।

দুর্গা ও গঙ্গার প্রবেশ।

দুর্গা। শোন—শোন, স্নেহের ভগিনি !
অর্জ্জুনের তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদিতে
করিতেছে অসুবল বিশেষ আয়াস।
কোন ক্রমে যোগভ্রষ্ট হ'লে ধনঞ্জয়,
সন্তোষিতে না পারিবে কভু মৃত্যুঞ্জয়ে।
দুর্ব্বৃত্ত দানব তবে হ'য়ে বলবান্
করিবে এ সৃষ্টিমাঝে অশান্তি সৃজন।
পাপের প্রাবল্যে হবে বিশ্ব সৃষ্টি লোপ,
যাগ-যজ্ঞ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম পাইবে বিলোপ।
মহাশক্তি প্রকাশিয়া অর্জ্জুন-হৃদয়ে,
এস মোরা দৈত-মায়া করিব বিনাশ।

গঙ্গা। কেন, ভগ্নি ! করিব এ ছল চতুরতা ?
মহাসংহারিণী মূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
করিব মুহূর্ত্ত মধ্যে দৈত্যের নিধন,
অগ্নিমুখ-দীপ্র-অস্ত্র করিয়া ক্ষেপণ।

দুর্গা। সম্বর'—সম্বর' ক্রোধ—শোন অনুরোধ,
করিও না দৈত্যের বিরোধ।
এস যাই—মিশি গিয়া পার্থের শরীরে,
বিভোদিতে আসুরিক মায়া।

[অর্জ্জুনকে স্পর্শ উভয়ের অন্তর্দ্ধান।

অর্জ্জুন। অকস্মাৎ হৃদয় মাঝারে
অনন্ত ভাস্করপ্রায় কোন মহাশক্তি
জাগিয়া উঠিল যেন বিদ্যুৎ ঝলকে।

অপূর্ব্ব মঞ্জুল মূর্ত্তি জ্যোতির্ব্বিমণ্ডিতা!
হর হর শম্ভো! হর হর শম্ভো!
হর হর শম্ভো! [ধ্যানস্থ]

অনুবল। [নেপথ্য হইতে] ঐ দেখ্—দৈত্যগণ তোর মাতা কুন্তী আর পত্নী দ্রৌপদীকে হত্যা কর্‌ছে।

মায়া কুন্তী। [নেপথ্য হইতে] কোথা পুত্র অর্জ্জুন! দেখে যা' বাপ! দৈত্যের হাতে তোর অভাগিনী জননীর কি দুর্গতি হচ্ছে! [রোদন]

মায়া-দ্রৌপদী। [নেপথ্য হইতে] কোথায় তৃতীয় পাণ্ডব! দৈত্যের হাতে আমাদের মুক্ত কর।

অনুবল। [নেপথ্য হইতে] আর কাঁদ্‌লে কি হবে? আগে তোদের সামনে অর্জ্জুনকে বধ করি, তারপর তোদের হত্যা কর্‌ব। [প্রবেশ করিয়া] এইবার অর্জ্জুন! তুমি যমালয়ে যাও। [কর্ত্তনোদ্যত]

সহসা খড়্গোত্তোলনপূর্ব্বক গঙ্গার আবির্ভাব।

গঙ্গা।—

গান।

যমালয়ে যাবে তুমি।
ঘনিয়ে এল মরণ তোমার ছাড়্‌তে হবে কর্ম্মভূমি।
দিন-কতক হেথা এসে উঠ্‌লি খুব বেড়ে,
ধরাটাকে সরা দেখ্‌লি, চাল্‌ চাল্‌লি বেড়ে,
হাসি গেল, কান্না এল, কালের কোলে পড়্‌ ঘুমি' ॥

অনু। এ কি এ বিকট সংহারিণী মূর্ত্তি! [কম্পন]

গঙ্গা। ধ্বংস হও, মায়া-কৃষ্ণা! ধ্বংস হও, মায়া-কুন্তি!

[মায়াকুন্তী ও মায়াদ্রৌপদীর অন্তর্দ্ধান।

এইবার, দানব! তোরও শেষ।

অনু। ঐ—ঐ ভৈরবী বিশ্বসংহারিণী-মূর্ত্তি!

[বেগে প্রস্থান, দুর্গা ও গঙ্গার পশ্চাদ্ধাবন।

অর্জ্জুন। হর—হর শম্ভো!

মৃতকল্প কুকুর লইয়া সন্ন্যাসিবেশে
শিবের প্রবেশ।

শিব। হর হর শম্ভো!

অর্জ্জুন। আবার শোনাও মধুর নাম—হর হর শম্ভো!

শিব। হর হর শম্ভো! কে তুমি, বীর! ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর কথায় উত্তর দাও? তবুও নির্ব্বাক্? হর হর শম্ভো!

অর্জ্জুন। হর হর শম্ভো! [চাহিয়া] প্রণিপাত সন্ন্যাসীর পদে। [প্রণাম]

শিব। কে তুমি, বীরপুরুষ?

অর্জ্জুন। এ দাস তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন।

শিব। বিশ্ববিজয়ী অর্জ্জুন! উত্তম, আমার একটু উপকার করবে, অর্জ্জুন? বড় নিরুপায় আমি।

অর্জ্জুন। আজ্ঞা করুন, কি করতে হবে?

শিব। এখনই করতে হবে, মুহূর্ত্ত বিলম্বে বিশেষ হানি হবে।

অর্জ্জুন। ক্ষণেক সময় দিন্, প্রভু! ইষ্টদেবতার পূজা—

শিব। বারংবার বল্ছি—এক মুহূর্ত্ত বিলম্বে বিশেষ ক্ষতি হবে।

অর্জ্জুন। প্রভু!

শিব। আরে রে দুর্ম্মতি! আমার কথায় বারবার উপেক্ষা? এখনই তীব্র অভিশাপে পাণ্ডবকুল রৌরব নরকে নিক্ষেপ করব।

অর্জ্জুন। ক্রোধ সংবরণ করুন, প্রভু! বলুন, আমায় কি করতে হবে?

শিব। শিব-উপাসক আমি, এই বনে আমার শিবমন্দির আছে; ম্লেচ্ছ এসে সে পবিত্র মন্দির অপবিত্র কর্‌ত; তাই আমি মহাবল কুকুর প্রতিপালন কর্‌ছি। ভয়ে সে ম্লেচ্ছ এখন আর আমার মন্দির কলুষিত কর্‌তে আসে না। কয়েকদিন হ'ল—রক্ত-মাংসের অভাবে এ কুকুর বড়ই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে। একে রক্ত-মাংস দাও—একে বাঁচাও—আমার ধর্ম্ম-সাধনের সহায় হও।

অর্জ্জুন। অপেক্ষা করুন, আমি হরিণ মেরে নিয়ে আসি।

শিব। অত বিলম্ব সইবে না। এই দেখ—কেমন কাতর চোখে আমার এ মুমূর্ষু কুকুর তোমার দিকে চেয়ে আছে!

অর্জ্জুন। আর অমন কাতরতা প্রকাশ কর্‌তে হবে না, কুকুর! আমার নিজের রক্ত মাংস দিচ্ছি। [কর্ত্তনোদ্যত]

শিব। ক্ষান্ত হও, বৎস! [শিবমূর্ত্তি ধারণ]

অর্জ্জুন। চন্দ্রার্ক বৈশ্বানর লোচনায়,
ভস্মাঙ্গরাগায় নন্দীশ্বরায়,
মুনীন্দ্র দেবার্চ্চিত শেখরায়,
পিনাক হস্তায় নমো শিবায়ঃ। [প্রণাম]

শিব। ঈপ্সিত বর লও, বৎস!

অর্জ্জুন। শৈবাস্ত্র প্রদান করুন।

শিব। ঐ কুকুর গ্রহণ কর, বৎস!

অর্জ্জুন। কুকুর কি হবে, প্রভু?

শিব। চেয়ে দেখ ত, অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। একি! এ যে বিশাল শৈব-অস্ত্র। [গ্রহণ]

শিব। অন্য বর লও।

অর্জ্জুন। ত্রিনেত্র নগর পরিত্যাগ করুন, প্রভু!

শিব। পাপ-পূর্ণ ত্রিনেত্র নগর আমি পরিত্যাগ করেছি। যাও, বৎস! ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর গে।

[অন্তর্দ্ধান।

অর্জ্জুন। জয় শিব শম্ভো!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অমলার কক্ষ।

শোকাকুলা রোরুদ্যমানা অমলাকে ধরিয়া অরুণার প্রবেশ।

অরুণা। কেঁদো না, ছোট মা, ঘরে চল।

অমলা। ঘর-বা'র্ যে আমার সব জায়গাই সমান, অরুণা! ঘরে যখন থাকি, অভাগিনী কুঞ্জর দশা দেখে—চোখের জল দেখে আমি পাগল হ'য়ে যাই। আবার যখন বাইরে যাই, হাঁসি আর কুশোর খেলার স্থান শূন্য দেখে আমি আত্মহারা হ'য়ে যাই। কোথাও যে আমি তিষ্ঠুতে পারছি না, মা! [রোদন]

অরুণা। আমিও কোথাও তিষ্ঠুতে পারছি না, ছোট-মা! আজ কতদিন হ'ল—হাঁসি আর কুশোকে না দেখে আমি আকুল হয়েছি। ঘরে যখন একা থাকি, মনে হয়—যেন হাঁসি আর কুশো আমায় বৌদিদি ব'লে ডাক্‌ছে। তাড়াতাড়ি উঠে আমি জানালা খুলে বাইরে তাকিয়ে থাকি। তখন ইচ্ছা হয়, ছোট মা, খাণিকক্ষণ খুব চেঁচিয়ে কাঁদি। [রোদন]

অমলা। ঐ দেখ, মা! আমার হাঁসি আর কুশোর কীর্ত্তি! নন্দদুলালের ঘর সাজাবে ব'লে দু'ভা'য়ে মিলে ঐ রঙিন্ কাগজ কেটে রেখেছে। সাজাবার আর দিন পেলে না।

অরুণা। আর কেঁদে কি কর্‌বে, মা? বেলা হয়েছে, খাবে চল।

অমলা। [সরোদনে] আমার হাঁসি আমার কুশো আর অভাগিনী কালিন্দী ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ক'রে একমুটো ভিক্ষার জন্য মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আমি পাষাণীর মত উদরপূর্ত্তি ক'রে খাচ্ছি। ওঃ—যত অত্যাচার আমার প্রতি! কেন? আমি কি কেউ নই? এক-একখানা ক'রে আমার হাড় ক'খানা খসিয়ে নিচ্ছে, আমি নীরবে স'যে যাচ্ছি।

অরুণা। বড়-মাও যেমনি, তুমিও তেমনি। কে বলে তুমি কেউ নয়?

অমলা। না—না, অরুণা! আমি কেউ হ'তে চাই না। সে বড় আছে—বড়ই থাক্, আমি ছোট আছি—ছোটই থাক্‌ব। আমি দানবী হ'তে চাই না। নারী আমি, সইতে এসেছি—সইব।

অরুণা। চুপ্ কর মা, ঐ যে কুঞ্জ আস্‌ছে।

যেন কাহাকে ছুটিয়া ছুটিয়া ধরিতে যাইতেছে,
এইভাবে গীতকণ্ঠে কুঞ্জলিকার প্রবেশ।

কুঞ্জ।—

গান।

যেয়ো না—যেয়ো না ছুটিয়ে যেয়ো না,
এস সখা হৃদাসনে।
আছে মম আঁখিজল, ধোয়াব চরণতল,
বাসনা পুরাব দরশনে॥

কেঁদে কেঁদে হয় মম বেলা অবসান,
তবু দেখা না দাও সখা এমনি পাষাণ,
আমি করিয়া গরল পান, ত্যজিব দুখের প্রাণ
মিলিব স্বরগে তব সনে ॥

অমলা। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মা আমার! [ধরিলেন]

কৃষ্ণ। মা! মা! সে গেল কোথায়?

অমলা। কার কথা বল্‌ছ, মা?

কৃষ্ণ। কাল রাতে ঘুমুতে ঘুমুতে যাকে দেখেছিলাম।

অমলা। কাকে দেখেছিলে, মা?

কৃষ্ণ। দেখেছিলাম—সে বড় সুন্দর! হাঁসিদা'র মত অত বড়। আমার কাছে ব'সে হেসে হেসে কত কি বল্‌লে। আমিও কত কি বল্‌লাম—কত খেল্‌লাম—তার পর ঘুমিয়ে পড়্‌লাম। ঘুম থেকে উঠে আমি আর তাকে দেখ্‌তে পেলাম না। তাকে তুমি দেখেছ, মা?

অমলা। কেমন তার চেহারা?

কৃষ্ণ। [পট দেখাইয়া] এই ছবির মত।

অমলা। [স্বগত] ঐ ত জামাতার প্রতিকৃতি! নারায়ণ! এই শিশু বালিকাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে এ কি খেলা খেল্‌ছ? আমায় অন্ধ ক'রে দাও—এ মর্ম্মান্তিক দৃশ্য আর আমি দেখ্‌তে পার্‌ছি না। [রোদন]

কৃষ্ণ। কাঁদ্‌ছ, মা! তুমি বুঝি দেখ্‌তে পাও নি? তুমি দেখেছ, বৌদিদি? না, আমি আর তোমার কাছে আস্‌ব না।

অরুণা। [ভগ্নস্বরে] কেন আস্‌বে না, বোন্‌?

কৃষ্ণ। না, আমি আর তোমার কাছে আস্‌ব না—বৌদি' ব'লে ডাক্‌ব না—তোমার সঙ্গে খাব না।

অরুণা। কেন—কি হয়েছে, বোন্‌?

কৃষ্ণ। তুমি আমায় দেখ্‌লে অত কাঁদ কেন ?

অরুণা। না, আর আমি কাঁদ্‌ব না। [কোলে লইলেন]

কৃষ্ণ। তা' হ'লে আস্‌ব। তুমি তাকে দেখেছ, বৌদি' ?

অরুণা। হাঁ—দেখেছি।

কৃষ্ণ। সে আবার আস্‌বে ?

অরুণা। আস্‌বে।

কৃষ্ণ। কবে আস্‌বে, বৌদি' ?

অরুণা। কাল আস্‌বে।

কৃষ্ণ। মা! মা! [কাছে গমন]

অমলা। কি, মা ? [আঁচলে মুখ মুছাইয়া দিলেন।]

কৃষ্ণ। সেদিন তুমি আমায় বলেছিলে—হাঁসি দা' মামার বাড়ী গেছে। আজও ত এল না। কবে আস্‌বে ?

অমলা। শীগ্‌গিরই আস্‌বে।

কৃষ্ণ। ক'দিন ত কুশো দা'কেও আর দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

বৃষধ্বজের প্রবেশ।

বৃষ। [সরোদনে] কুশোকে আর দেখ্‌তে পাবি নে, বোন! সে জন্মের মত ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে।

অমলা। কি বল্‌লি বিষু! কুশো চ'লে গেছে ? হা কুশো! [মূর্চ্ছা]

অরুণা। [মুখে বস্ত্রাবৃত করিলেন]

কৃষ্ণ। [সরোদনে] কুশো দা' চ'লে গেছে! আমায় ব'লেও গেল না ? আসুক্—আমি বল্‌ব, 'কুশো দা' ! তোমার সঙ্গে আমার আড়ি। তোমার সঙ্গে আমি আর খেল্‌ব না।"

বৃষ। আর তার সঙ্গে খেল্‌তে পাবে না, ভগ্নি!

কৃষ্ণ। [সরোদনে] আর তার সঙ্গে খেল্‌তে পাব না, দাদা ?

বৃষ। আর খেল্‌তে পাবে না, তার খেলা ফুরিয়েছে।

অমলা। [সংজ্ঞা লাভে] হায়—মাতৃ-পিতৃহারা অনাথ শিশু! হাঁসিকে—কুশোকে এই কোলে বসিয়ে এক সঙ্গে দুধ খাইয়েছি। কি হ'য়েছিল, বিষু?

বৃষ। শান্তশীলের মুখে যা শুন্‌লাল মা, সে বড় নিদারুণ সংবাদ! বুধ-বারে কুশো কুটীরে একা ছিল, কালিন্দী আর হাঁসি ভিক্ষায় বেরিয়েছিল। কালিন্দী সন্ধ্যাকালে খালি হাতে ফিরে এসে বাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছিল। কুশো দেখ্‌তে পেয়ে ছুটে গিয়ে বল্‌লে—"আজ বুঝি কিছু পাস্‌ নি, মা, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছিস্‌? ঘরে চল্‌—আমার পেটের অসুখ—আমি খাব না।"

অমলা। রাজার ছেলে এক মুঠো ভাত খেতে পেলে না?

বৃষ। সন্ধ্যার পর কালিন্দী কোলে নিয়ে বসেছিল, এমন সময়ে মহা-পাপী দধিমুখ বা'র্‌ থেকে দরজা বন্ধ ক'রে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে।

অমলা। কি—কি! তাকে পুড়িয়ে মার্‌লে?

বৃষ। কাকা কালিন্দীকে উদ্ধার করেছেন। কুশোকে নিয়ে বের্‌ হবার সময়ে মন্ত্রী, জ্বলন্ত বাঁশ প'ড়ে মারা গেছেন। কুশো খানিকক্ষণ বেঁচেছিল। [অরুণাকে জড়াইয়া ধরিয়া রোদন]

কৃষ্ণ। য়্যাঁ য়্যা! আমার কুশো দা' বেঁচে নাই, দাদা!

বৃষ। কুশোর শোকে হাঁসি পাগল হ'য়ে ভাই ভাই ব'লে পথে ছুটে বেড়াচ্ছে।

অমলা। হাঁসি! হাঁসি! কুশোকে আমার কাছে নিয়ে আয়, বাবা!

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

বৃষ। অরুণা!

অরুণা। হাঁসি গেল—কুশো গেল, কার সঙ্গে আমি খেল্‌ব, প্রিয়তম?

বৃষ। জননীর খেলা দেখে আরও খেল্‌বার সাধ আছে, অরুণা ? সব গুটাও—খেলা ওঠাও—খেলা ভাঙ্‌বার সময় এসে পড়্‌ল ব'লে! কুঞ্জকে নিয়ে তুমি সান্ত্বনা দাও, আমি ছোটমা'র কাছে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

নন্দদুলাল-মন্দির।

গীতা সম্মুখে রাখিয়া রেণুশর্ম্মা উপবিষ্ট, সম্মুখে বড়রাণী কমলা দণ্ডায়মানা।

রেণু। কি হয়েছে, রাণী-মা ?

কমলা। মহারাজ কি জানি কেন শাসনভার আমার হাতে দিয়ে গেলেন—তিনিই জানেন! হিংসেয় লোক জ্ব'লে মর্‌ছে।

রেণু। কে তোমার হিংসা কর্‌ছে ?

কমলা। কেন? সকলেই।

রেণু। ছোটরাণীও হিংসা কর্‌ছে ?

কমলা। ও মাগো! সে ত আমার সঙ্গে কথাই কয় না!

রেণু। এমন ত সে ছিল না! বড় ভগ্নীর মত সে তোমায় ভক্তি কর্‌ত। আশ্চর্য্য!

কমলা। মন্ত্রী ত মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়েই চ'লে গেল।

রেণু। আর ?

কমলা। গুর্জ্জরসিংহ সেনাপতি পদ ছেড়ে দিলে। বল্‌লে—মেয়ে মানুষের অধীনে আমি চাকরি কর্‌ব না।

রেণু। এর মীমাংসা আমি কিছু কর্‌তে পার্‌ছি না, মা; আমি শুনেছি অন্য রকম।

কমলা। সে বুঝি আপনাকে জানিয়েছে, আমি তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি?

রেণু। শুধু আমায় কেন, সকলকেই সে সে কথা জানিয়েছে।

কমলা। বাবা! মানুষ কি নেমকহারাম! আমি আরও তাকে বলেছি, গুর্জ্জরসিংহ! নারী আমি, রাজ্য শাসন কর্‌বার মত বুদ্ধিও নাই—অভিজ্ঞতাও নাই। তুমিই সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'য়ে দেখে-শুনে কাজ কর। আমার মুখের উপরে সে বল্‌লে—"আমি মেয়ে মানুষের চাক্‌রী কর্‌ব না।" বলুন, এতে আমার কি অন্যায় হয়েছে?

রেণু। এতে ত তোমার কোন অন্যায়ই দেখ্‌ছি না, মা।

কমলা। গুর্জ্জর সিংহ বুঝি চারিদিকে আমার নিন্দা খুব গেয়ে বেড়াচ্ছে?

রেণু। তা' আমি জানি না, তবে রাজ্যময় এ কথা রাষ্ট্র যে, তুমিই তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছ। দেখ্‌লাম প্রজারা সব অসন্তুষ্ট—ক্রুদ্ধ—উত্তেজিত।

কমলা। আমার বিরুদ্ধে সে সকলকে উত্তেজিত ক'রে তুলেছে। বাড়ীর ভৃত্য পর্য্যন্ত আমার হুকুম মান্‌তে চায় না। আপনি সাক্ষী গুরুদেব! মহারাজ এলে এ সব কথা আপনাকে বল্‌তে হবে।

রেণু। যা জানি, অবশ্য বল্‌ব।

কমলা। ভাগবত গীতা পাঠ ত আজ শেষ। এই দশ সহস্র মুদ্রা দক্ষিণা গ্রহণ করুন। উপযুক্ত ভোজ্যাদি আমি পাঠিয়ে দোব এখন।

রেণু। [টাকা তুলিতে তুলিতে] সাধু-সন্ন্যাসী আমি—অর্থ আমি বিষাক্ত মনে করি, তবে কি না সংসার ধর্ম্ম করতে গেলে অর্থ না হ'লে

চলে না। শিষ্য তোমরা—সন্তানও তোমরা, তোমরা না খাওয়ালে খাওয়াবে কে? কৃষ্ণ হে! তোমার ইচ্ছা!

কমলা। যৎকিঞ্চিৎ আজ দিলাম—আরও দোব। পাঁচটি ছেলে—ছয়টি মেয়ে নাতি নাতকুর—বিপুল সংসার—টাকা না হ'লে চল্‌বে কেমন ক'রে? যখন যা দরকার, আমায় বল্‌বেন। পরকালের কাজ ত কিছু কর্‌তে পার্‌লাম না। গুরুর চরণই আমার ভরসা। গুরু-কৃপা থাক্‌লেই আমি উদ্ধার পাব।

রেণু। কোন চিন্তা ক'রো না, মা! দিনরাত আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—নন্দদুলালকে জানাচ্ছি।

কমলা। এখন আসি, প্রভু! [প্রণাম]

রেণু। হাঁ, এস মা! সন্ধ্যা হ'য়ে এল।

কমলা। [কিয়দ্দূর গিয়া আবার ফিরিয়া] ভাল কথা মনে পড়েছে, গুরুদেব! আমি না কি কুশোকে তাড়িয়ে দিয়েছি, এই নিয়ে লোকে খুব কানাকানি কর্‌ছে। আপনি ত সব জানেন। খুব বেয়াদব হ'য়ে উঠেছিল ব'লে আমি তাকে শাসন করেছিলাম। ওর বাপ-মা নিরুদ্দেশ—ওর ভাল-মন্দ আমরা না দেখ্‌লে কে দেখ্‌বে? আমি কি কুশোর পর?

রেণু। সে কি! তুমি পর হ'লে তার আবার আপনার কে?

কমলা। খারাপ হ'য়ে যাচ্ছিল ব'লে আমি তাকে শাসন করেছিলাম; কালিন্দী রুখে এসে আমায় কত কথা শুনিয়ে দিলে! মর্ আবাগীর বেটা! আমার চেয়ে তোর দরদ কি বেশি? কিছু বল্‌লাম না—ত্রিশ বছর সংসারে আছে—শাশুড়ীর মত—

রেণু। খুব সহিষ্ণুতা তোমার মা, আমরা সইতে পার্‌তাম না।

কমলা। তার পর কালিন্দী তাকে নিয়ে কখন পালিয়ে গেল, জান্‌তে পার্‌লাম না। তবুও আমি দ'য়েকে দিয়ে কত খুঁজিয়েছি।

রেণু। কমলা, তুমি সাক্ষাৎ কমলা!

কমলা। মহারাজ এখানে এলে এ সব কথা কিন্তু আপনাকে বল্‌তে হবে।

রেণু। নিশ্চয় বল্‌ব।

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।

বৈষ্ণবগণ।—

গান।

কেন করি সন্দ ভাল-মন্দ চিন্‌লি না রে মন।
তুই কাঞ্চন ফেলে কাচ কুড়ালি, তোর এ ধারা বল্‌ রে কেমন॥
তুই কাজ হারালি কামনা বশে,
ভজ্‌লি না মন, সেই হৃষীকেশে,
তুই মজে রইলি বিষয় রসে, ভুলে গেলি আপন জন॥

কমলা। তোমরা আমার কক্ষে যাও। দ'য়ের কল্যাণে আমি আজ বৈষ্ণব ভোজন করাব।

[বৈষ্ণবগণের প্রস্থান।

একচক্ষু উৎপাটিত আহত মস্তকে দধিমুখের প্রবেশ।

দধি। জ্ব'লে মনাম—জ্ব'লে মনাম—উঃ! উঃ। [ভূতলে পতিত]

কমলা। [দৌড়িয়া গিয়া] একি! একি! আহা! এাক হয়েছে? একটা চোখ উপ্‌ড়ে পড়েছে—মাথা ফেটে গেছে! আহা, বেচারা ভাই আমার! একটু জল দেন, গুরুদেব! [রেণুশর্ম্মার নিকট গেলেন।]

ইত্যবসরে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে বৃষধ্বজের প্রবেশ।

বৃষ। [দধিমুখের হাত ধরিয়া তুলিয়া] ওঠ, রে পাপাসুর! আজ তোর জীবলীলা শেষ করব। আর তোকে বাঁচ্‌তে দেওয়া হবে না।

কমলা। [বৃষধ্বজের দিকে ক্রোধ মূর্ত্তিতে চাহিলেন]

রেণু। [দ্রুত বৃষধ্বজের হস্ত ধরিয়া] কি কর্‌ছ, বৃষধ্বজ ? তোমার মাতুল যে ইনি !

বৃষ। হাত ছেড়ে দিন্, এখনই এ দুর্ব্বৃত্তকে হত্যা কর্‌ব।

কমলা। [অতি রুক্ষ ও গম্ভীর স্বরে] বিষু !

বৃষ। রক্তজবা-রক্তিমনেত্র উগ্রচণ্ডামূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে আছ মা, আমার ? এখনই এই অসুরের মুণ্ড কেটে দিচ্ছি।

কমলা। আমার ভ্রাতার অঙ্গে নখাঘাত কর্‌বি ত রাজ্য রসাতল কর্‌ব।

বৃষ। রসাতল কর্‌তে আর কতটুকু বাকী আছে, আমায় বল্‌তে পার, মা ? এবার শেষ ক'রে দাও—প্রতিহিংসা পূর্ণ কর, আমি তোমার ভ্রাতাকে আজ ক্ষমা কর্‌ব না।

কমলা। চেয়ে দেখ, বিশ্ববাসি ! ভীত চকিতনেত্রে চেয়ে দেখ—মাতৃস্নেহ-সুধা আজ গরলে পরিণত হচ্ছে ! পবিত্র মন্দাকিনী আজ বিষাক্ত বদ্ধ পল্বলে পর্য্যুষিত হচ্ছে ! স্বর্গীয় পারিজাতে বিষকীটের সঞ্চার হচ্ছে ! সাবধান ! স্নেহময়ী মাতৃমুখ হ'তে আজ অভিশাপের বিষ উদ্গীরণ হচ্ছে !

বৃষ। আসুক্ তীব্র মাতৃশাপ—আসুক্ তীব্র ব্রহ্মশাপ—আমি মাথা পেতে নোব। আসুক্ ভয়ঙ্কর নরক-যন্ত্রণা, আমি তার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব। আমি পাপাত্মাকে ক্ষমা কর্‌ব না। [কর্ত্তনোদ্যত]

দ্রুতপদে রুদ্রানন্দের প্রবেশ।

রুদ্রা। ক্ষমা কর, যুবরাজ ! পাপীর শাস্তি দেবেন ভগবান্।

বৃষ। কুশোর প্রাণহন্তার শাস্তি দিতে দিলেন না ? ভগবন্ ! একটা বজ্র মেরে এই মুহূর্ত্তে পাষণ্ড দধিমুখ সহ এই স্থানটা রসাতলে ডুবিয়ে দাও। কুশো ! কুশো ! ভাই আমার ! [বেগে প্রস্থান।

দধি। ঐ—ঐ আগুন! ঐ—ঐ দগ্ধ কুশো! ঐ—ঐ দগ্ধ মন্তিন্! ঐ—ঐ ননক! উঃ-উঃ! জ্ব'লে ম'নাম—জ্ব'লে ম'নাম।

[বেগে প্রস্থান।

কমলা। কোথা যাস্ ভাই, কোথা যাস্? আয়—আয়—ফিরে আয়।

[বেগে প্রস্থান।

রুদ্রা। রেণুশর্ম্মা!

রেণু। পাষণ্ড! পাষণ্ড!

রুদ্রা। পাষণ্ড ত আছি, একটা কথা শোন।

রেণু। বল—কিন্তু সংক্ষেপে।

রুদ্রা। সর্ব্বভৌম পণ্ডিত তুমি—বিজ্ঞতম সুধী তুমি, কিছু পেলে?

রেণু। তোমার প্রয়োজন?

রুদ্রা। প্রয়োজন আছে। শাস্ত্র পুরাণ ঘেঁটে কিছু পেলে? কালী-কৃষ্ণ এক—পূর্ণব্রহ্ম, জান্‌তে পার্‌লে?

রেণু। কালী-কৃষ্ণ এক হ'তেই পারে না।

রুদ্রা। হ'তে পারে কি না, প্রত্যক্ষ কর।

গীতকণ্ঠে জম্বু স্বামীর প্রবেশ।

জম্বু।—

গান।

একি হেরি আজি হর-মনোরমা,
কেন গো এ সাজে সাজিলে শ্যামা।
এ ভবে তোমারে কে চিনিতে পারে,
কতরূপ ধ'রে তুমি বিহর, মা॥
দেখেছি ভৈরবী মুরতিধারিণী,
বিলোলরসনা রুধিরপায়িনী,

খড়্গাধারিণী দানবঘাতিনী
বিমুক্তকেশিনী রণ-বেশিনী, মা !—
ওমা দিগম্বরী পীতবাস পরি',
অসি পরিহরি' ধরেছ বাঁশরী,
নরমুণ্ডমালা বনমালা করি'
পরেছ গলেতে প্রেমমূর্ত্তি ধরি',
দৈত্যহরা শ্যামা হ'লে শ্যামহরি
দেখাতে জগতে প্রেমের প্রতিমা ॥

[সহসা নন্দদুলাল-বিগ্রহ কৃষ্ণের শ্যামামূর্ত্তি ধারণ]

রুদ্রা। দেখ—দেখ, রেণুশর্ম্মা ! কৃষ্ণের অপূর্ব্ব শ্যামামূর্ত্তি !

রেণু। [সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিয়া] অনন্তরূপী কৃষ্ণ কালীরূপ ত ধর্‌তেই পারেন। এতে আর আশ্চর্য্য কি !

রুদ্রা। কালী কৃষ্ণ হ'তে পারে না, বল্‌ছ ? ঐ চেয়ে দেখ—

রেণু। আমার কৃষ্ণ আবার কৃষ্ণই হ'লেন।

রুদ্রা। তা' হলেই ত হ'ল—কালী কৃষ্ণ এক।

জম্বু। [মস্তকে হাত দিয়া] মন অন্তর্ম্মুখী কর—কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছ ?

রেণু। সহসা হৃদয় মাঝে কি জেগে উঠেছে, জম্বুস্বামী ! তুমি আমার গুরু—পাণ্ডিত্যাভিমানী বিষয়-বিমুগ্ধ আমি, আমার হাত ধ'রে আঁধার হ'তে আলোয় নিয়ে চল।

জম্বু। আলোয় নিয়ে যাও, রুদ্রানন্দ ! আলিঙ্গন কর।

রুদ্রা। তবে আলোয় চল, রেণুশর্ম্মা ! আজ উভয়ে উভয়ের গলা ধ'রে এস, বিশ্ববাসীকে চেঁচিয়ে বলি—ধর্ম্ম নিয়ে কেউ কখন বিবাদ ক'রো না। যে যে নদী ধরেছ—সেই নদীতে একটানা বেয়ে যাও। অনন্ত সমুদ্রে পৌছাবেই পৌছাবে। [উভয়ে উভয়কে ধরিয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

জম্বুমঠ।

কুশধ্বজকে ক্রোড়ে লইয়া সুশীলা উপবিষ্টা।

সুশীলা। উঃ! কি যন্ত্রণা! দু'দিনের মধ্যে চেতনা ফিরে এল না! মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত কর্‌ছে। আর এ দারুণ কষ্ট দেখ্‌তে পার্‌ছি না। নারায়ণ! ওর সমস্ত যন্ত্রণা আমায় দাও—ওকে সুস্থ কর। হা, রে নরপিশাচ! কে এমন নিষ্ঠুরতা কর্‌লি? একি এমন কর্‌ছে, কেন? প্রভু!

জয়গোপালের প্রবেশ।

জয়। কেমন আছে শিশু?

সুশীলা। আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। দেখুন ত—এরূপ কর্‌ছে কেন, প্রভু?

জয়। মাটীতে শুয়িয়ে দাও, খুব যাতনা পাচ্ছে। [তথাকরণ]

সিংহবাহুর প্রবেশ।

সিংহ। [প্রবেশ পথ হইতে] প্রভু! বালকটি কেমন আছে?

জয়। বড়ই শোচনীয় অবস্থা!

সিংহ। এ দু'দিন আমিও আস্‌তে পারি নাই। এই সব স্থান আমার পুড়ে গেছে। আজ কতকটা সুস্থ হয়েছি। বালকটির জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হচ্ছে। আহা—আহা! কি যন্ত্রণা পাচ্ছে!

সুশীলা। উঃ! কি কঠোর মৃত্যু! [সজল নয়নে স্থিরদৃষ্টি]

জয়।—

গান।

এই খেলার স্থান এই ত শ্মশান।
একটি খেল্‌তে আসে আর একটি যায়
করি' খেলার অবসান ॥
ওই যে শিশু ভূতলে শয়ান,
সমল হ'ল ওর অমল বয়ান,
আঁখি মুদি' কোন্ দেশে আজ করিল পয়াণ ;—
ও শিশু যাদের কোল জুড়াল,
তারা এবে কোথায় রইল,
সম্বন্ধ আজ সব ফুরা'ল—
হ'ল ভোজের বাজী অবসান ॥
যাচ্ছে দেহ প'চে গ'লে,
ছিঁড়ে খাচ্ছে প্রাণীদলে,
দেহের দশা এই ত ফলে যবে গতপ্রাণ ;—
সময় থাক্‌তে সম্‌ঝে চল,
আয়ু ত ফুরা'য়ে এল,
প্রাণ খুলে হরিবল,
তোল হরিনামের জয়-নিশান ॥

উন্মাদিনীর ন্যায় কালিন্দীর প্রবেশ।

কালিন্দী। [প্রবেশ পথ হইতে] কৈ—কৈ, কোন্‌খানে আমার ছেলে? ব'লে দাও—ব'লে দাও—আমার ছেলে কোথায়?

জয়। অভাগিনি! এ ছেলে কি তোমার?

কালিন্দী। আমার না ত কার? বল না গো! সে কোথায়? আমি ক'দিন বাবার মুখ দেখ্‌তে পাই নি।

সিংহ। [ভগ্নস্বরে] আর কি দেখ্‌তে এসেছ, অভাগিনি! ঐ যে—সে শিশু ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে।

কালিন্দী। এই যে—এই যে বাছা আমার—মাটিতে প'ড়ে আছে—ধূলোয় লোটাচ্ছে। আয় বাবা! আমার কোলে আয়। তুই ত মাটিতে কখন ঘুমাস্ নি! রাক্ষসি! এতদিনে তোর মনের সাধ মিট্‌ল? বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েও তোর আশা পূর্‌ল না, শেষে ঘর জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে মার্‌লি? যেমনই পোড়ালি—তেমনিই পুড়্‌বি—বুকের মাঝে অবিরত হাজার হাজার চিতার আগুন জ্বল্‌বে।

সুশীলা। তোমার ছেলে মরেছে, মা? এই শিশুর জন্যই না সেদিন প্রসাদ নিয়ে গিয়েছিলে? [রোদন]

কালিন্দী। হাঁ, মা! প্রতিদিন খেতে দিতে পারি নি, সেদিন সারাদিন ভিক্ষে ক'রে কিছু পাই নি—সন্ধ্যাবেলা ফিরে গেলাম—ঘরে ঢুক্‌তে পার্‌লাম না। পথে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছি, বাবা ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে—"আজ বুঝি কিছু পাও নি, তাই কাঁদ্‌ছ? আমি ত কিছু খাব না—ঘরে চল।" এই ব'লে হাত ধ'রে ঘরে নিয়ে গেল।

সুশীলা। [সরোদনে] আহা! সোনার ছেলে!

কালিন্দী। ঘরে গিয়ে কোলে নিয়ে বসেছি, আর চেঁচিয়ে উঠে বল্‌লে—দেখ মা! ঘরে আগুন! বা'র্ থেকে দোর বন্ধ—বেরুতে পার্‌লুম না। পরের ছেলের জন্য আজ আমি জ্ব'লে পুড়ে মর্‌ছি!

সুশীলা। এ তোমার নিজের ছেলে নয়, মা?

কালিন্দী। নিজের ছেলে না হ'লেও এ যে আমার নিজের ছেলের চেয়েও বেশি। আশৈশব বুকে ক'রে মানুষ করেছি, আজ সেই সোনার চাঁদকে বিদেয় দিয়ে আমি অভাগী এখনও বেঁচে আছি!

সুশীলা। আ-হা-হা! সোনার পুতুল মাটীতে শুয়ে আছে! [রোদন]

কালিন্দী। আশা ছিল, এ সোনার পুতুল যাদের, একদিন তাদের— কোলে দেখে চোখ জুড়াব। মনের আশা মনেই রইল।

খাদ্য হস্তে গীতকণ্ঠে হংসধ্বজের প্রবেশ।

হংস।—

গান।

কৈ—কৈ প্রাণের ভাই! এই ত আমি এসেছি।
ভিক্ষে ক'রে তোর তরে কত খাবার এনেছি ॥
(খাবি আয়—ছুটে আয়) ॥
এত ডাকি সাড়া নাই,
রাগ ক'রে কি আছিস্ ভাই,
তোর হাঁসিদা'কে ভুলে যাবি তা' ত ভাবি নাই ;—
দু'দিন তোরে না দেখে ভাই, বড় আকুল হয়েছি ॥
(ছুটে আয়—কোলে আয়) ॥

কালিন্দী। হাঁসি! হাঁসি! এই যে তোর কুশো।

হংস। কৈ—কৈ? কুশো কৈ—কালিন্দী?

সিংহ। [সরোদনে] একি! তবে সিংহবাহুর কপাল পুড়েছে, কালিন্দি?

সুশীলা। কালিন্দি! কালিন্দি! আমার ছেলে দাও! [মূর্চ্ছা]

কালিন্দী। হা কুশো! [মূর্চ্ছা, জয়গোপাল কর্ত্তৃক উভয়ের শুশ্রূষা]

হংস। কুশো রে! ভাই রে! তোর হাঁসি-দা'কে ফেলে একা চ'লে গেলি! সব ছেড়ে আমি তোর কাছে ছিলাম। তোকে ছেড়ে ত আমি থাকৃতে পারব না, ভাই! তুই যেখানে গিয়েছিস্, আমিও সেখানে যাব।

সুশীলা। [সহসা উঠিয়া] আমার ছেলে দাও, কালিন্দি !

কালিন্দী। [উঠিয়া] আমি কি কর্‌ব, মা ? সাপের বিবরে রেখে এসেছিলে, সাপিনী ছোবল মেরেছে। মহারাজ কোথায় গেছেন—সুযোগ পেয়ে আমার বাবাকে তাড়িয়ে দিলে। আমি বাছাকে নিয়ে ভিক্ষে ক'রে খাওয়াতাম, রাক্ষসীর প্রাণে তাও সইল না !

সিংহ। কাঁদ্‌ছ, প্রিয়তমে ? পুত্রের মায়া কাটিয়ে চ'লে এসেছিলে, এখন আবার এ মমতা কেন ?

সুশীলা। সাধ ক'রে এসেছিলাম, নাগ ! বড়রাণী আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বার আয়োজন কর্‌ছিল, কত কুৎসা রটনা কর্‌ছিল, তাই মনের দুঃখে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। জম্বুস্বামী আমায় না বাঁচালে এ শোকের জ্বালা সইতে হ'ত না।

কালিন্দী। এই ন'বছর বাবা যে কষ্ট পেয়েছে, তা যদি বনের কাছেও বলি, তা' হ'লে বনেও বুঝি আগুন লাগে, মা ! যখন-তখন বড়রাণী মার্‌ত—দ'য়ে মার্‌ত, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ছোটরাণীর ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌ত। আমি ঘরে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়াতুম।

সুশীলা। বড় দাগা পেয়ে পুত্র আমার চ'লে গেছে !

সিংহ। আর কোন কথা শুন্‌তে চেয়ো না, সুশীলা ! যত শুন্‌বে, ততই শোকের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌বে। কেঁদো না—কেঁদে ফল নাই।

সুশীলা। সোনার চাঁদ ছেলে চ'লে গেল, তবুও তুমি কাঁদ্‌ছ না ?

সিংহ। দেখ, প্রিয়তমে ! কাল রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখ্‌লাম। আমি একটা বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হ'য়ে সিংহাসনে বসেছি, আর এক লক্ষ বীরপুত্র পৃথিবী জয় ক'রে এসেছে। সে এক-একজন বীরপুত্র যেন এক-একজন অর্জ্জুন। মহানন্দে আমি রাজত্ব কর্‌ছি। সহসা

একটা বিরাট্ প্রলয়ে সাম্রাজ্যও ডুবে গেল—লক্ষ পুত্রও ম'রে গেল। এখন ভাব্ছি, প্রিয়ে! ঐ লক্ষ পুত্রের জন্য কাঁদ্‌ব? না তোমার এক পুত্রের জন্য কাঁদ্‌ব? অভাগিনি! শোক সংবরণ কর। চল, পিত-মাতায় আজ পুত্রের মুখাগ্নি করি গে—শ্মশানে নিয়ে চল।

সুশীলা। আমার নন্দদুলালের কাছে আমার কুশো থাক্‌বে। ঐ খানেই চিতা সাজাও, পুত্র নিয়ে আমি চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ি।

জয়। এ মঠে যাদের মৃত্যু হয়, ঐখানেই তাদের সমাধি করা হয়।

সিংহ। জয়গোপাল! জ্বালাও চিতা, জ্বালাও আগুন! আজ সিংহবাহুর শেষ আশা—সিংহবাহুর শষ ভরসা—শেষ বংশ সেই আগুনে শেষ ক'রে দি'।

জয়। সন্ধ্যা হ'য়ে এল, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। [চিতা সজ্জা]

সিংহ। তিন চিতা জ্বাল—তিন চিতায় তিন জন ভস্ম হই। এস পুত্র! এই আমার প্রথম—এই আমার শেষ সম্ভাষণ—এই আমার শেষ আলিঙ্গন! [কোলে লইলেন] দাদা! আর তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না। তোমার স্নেহের সিংহবাহু দূর হ'তে আজ তোমার কাছে বিদায় নিচ্ছে।

শ্বেতবাহুর প্রবেশ।

শ্বেত। কেন, ভাই! আজ বিদায় চাইছ?

সিংহ। এই চেয়ে দেখ, দাদা! [কুশধ্বজকে ভূতলে স্থাপন]

শ্বেত। একি! [সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ]

হংস। [দৌড়িয়া গিয়া] বাবা! বাবা! এসেছ বাবা? আর কি দেখ্‌তে এসেছ, বাবা? আমার কুশো নাই।

শ্বেত। [সরোদনে] কুশো নাই! কৈ—কৈ, বাবা! আমার কুশো কৈ?

হংস। ঐ মাটীতে প'ড়ে আছে।

শ্বেত। আয়, বাবা কুশো! তোকে বাড়ীতে রেখে গেলাম, ফিরে এসে আর দেখ্‌তে পেলাম না? উঃ! সমস্ত শরীরে ঘা! আমার কুশোর কি হয়েছিল, বাবা?

হংস। বাবা! সেদিন কৃত্রিম যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে কুশোর বাণ আমার বুকে লাগ্‌ল, আমি প'ড়ে গেলাম; সেইজন্য বড় মা কুশোকে তাড়িয়ে দিলে, ধাই মা তাকে নিয়ে চ'লে এল।

শ্বেত। কুশোকে তাড়িয়ে দিলে? কুশোকে তাড়িয়ে দেবার সে কে?

হংস। তার পর শোন, বাবা, আমি রাত্রে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেলাম—কত খুঁজ্‌লাম—শেষকালে বনের মধ্যে পেলাম। সেইদিন দধিমুখ জল্লাদকে নিয়ে কুশকে বধ কর্‌তে এল, কে যেন এসে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল।

সিংহ। সেখানে কি তোরা ছিলি, বাবা! আমিই সেই ছদ্মবেশী—তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। ফিরে গিয়ে আর তোদের দেখ্‌তে পেলাম না।

হংস। ধাই-মা তখনই আমাদের নিয়ে কল্যাণ-কাননে গেল। একখানা প'ড়ো কুটীরে আমরা থাক্‌তাম। ভিক্ষে ক'রে এনে কোন দিন খেতাম, কোন দিন উপোসী থাক্‌তাম।

শ্বেত। যাদের বাড়ীতে প্রত্যহ হাজার হাজার ভিক্ষুকে আহার পায়, তারাই ভিক্ষুক হ'য়ে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা ক'রে খায়!

হংস। তারপর সেদিন ধাই-মাও ভিক্ষেয় কিছু পেলে না—সন্ধ্যাবেলা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ঘরে ফিরে এল, আমি তখনও ফিরি নি। সন্ধ্যার পর দধিমুখ ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে।

শ্বেত। থাক, বাবা! সেই রাক্ষস-রাক্ষসীর রক্তে তোকে স্নান করিয়ে—তোকে বুকে নিয়ে আনন্দধামে চ'লে যাব। রাক্ষসী কমলা! রাক্ষস দধিমুখ! তোদের রক্ত চাই—রক্ত চাই। [দ্রুত গমনোদ্যত]

সিংহ। [বাধা দিয়া] ক্ষান্ত হও, দাদা! [গমন পথে জানু পাতিয়া দরদর নেত্রে শ্বেতের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।]

শ্বেত। [সিংহবাহুকে বুকে চাপিয়া] বাধা দিয়ো না, ভাই! হৃদয়ের মাঝে সহস্র চিতার আগুন জ্বল্‌ছে। আমি সেই রাক্ষসীর চক্রান্তে—বুঝ্‌তে পারি নাই যে, তুমি নির্দ্দোষ—বিনাপরাধে নির্ব্বাসিত কর্‌লাম। এই দশ বৎসর কত দুঃখ পেয়েছ। আমার সতী-লক্ষ্মী ভ্রাতৃবধূ—জানি না সে অভা-গিনী কোথায়?

হংস। বাবা! বাবা! ঐ যে কাকী-মা।

শ্বেত। [সহসা জানু পাতিয়া] মা! আমি তোমাদের কাছে বড় অপরাধী। সতী-লক্ষ্মী তুমি মা! আমায় তীব্র অভিশাপে পুড়িয়ে ফেল। [হস্ত দ্বারা মুখ ঢাকিয়া সুশীলাকে কাঁদিতে দেখিয়া] কাঁদ্‌ছ, মা? [সহসা উঠিয়া] চিতা জ্বাল—আজ অগ্নিবংশ অগ্নিতে ভস্মসাৎ হ'ক্‌। [জয়-গোপাল চিতা জ্বালিলেন] ঐ যে পরমপিতা—শোকতপ্ত সন্তানগণকে কোলে নিতে জ্ব'লে উঠেছে! আয়—আয়, বাবা কুশো! [ধরিলেন]

হংস। [কুশধ্বজকে ধরিয়া] না, পিতা! কুশোকে আমি পোড়াতে দোব না। প্রাণের ভাইকে আমি নিয়ে বনে-বনে, ঘাটে-মাঠে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে ঘুর্‌ব, যদি কেউ দয়া ক'রে বাঁচিয়ে দেয়! না দেয় ত নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ব।

শ্বেত। ছেড়ে দাও, বাবা, তুমি ত আমার অবাধ্য নও। [লইলেন]

হংস। ঐ নিয়ে গেল—ঐ নিয়ে গেল। [মূর্চ্ছা]

সিংহ। লক্ষ্মণ আগে গেল, রাম পরে চল্‌ল। জয়গোপাল!

জয়। [শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।] চল, বাবা, আমরা সেই হিংসা-দ্বেষ বিবর্জ্জিত প্রেমরাজ্যে যাই।

[কুশধ্বজকে বক্ষে করিয়া শ্বেতবাহু দণ্ডায়মান, সম্মুখে শোকাকুল সিংহবাহু হস্ত প্রসারিত করিয়া নিষেধ করিতেছেন। শোক-বিহ্বলা কালিন্দী ও সুশীলা আলুলায়িত কেশা হইয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়াছেন। সহসা হংসধ্বজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া শ্বেতবাহুর দিকে ফিরিয়া বাধা দিলেন।]

সিংহ। দাদা! বিরত হও, রাজ্য অরাজক ক'রো না। আমার কোলে দাও, নির্ব্বংশ সিংহবাহু শেষ হ'য়ে যাক্।

শ্বেত। কুশ যথা যাব তথা ক'রো না বারণ,
জ্বল, রে আগুন! দ্বিগুণ—দ্বিগুণ,
ভস্মীভূত কর শরীর আমার।
জয় নারায়ণ! জয় নারায়ণ!
[চিতায় পতনোদ্যত ও হংসধ্বজের মূর্চ্ছা]

দ্রুতপদে জম্বুস্বামীর প্রবেশ।

জম্বু। ক্ষান্ত হও, মহারাজ!

[সকলে জম্বুস্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন]

শ্বেত। [কুশধ্বজকে শোয়াইয়া] দয়া ক'রে আমার কুশোকে বাঁচিয়ে দিন্।

জম্বু। মানুষের কি সে শক্তি আছে, মহারাজ! শোনাও—শোনাও নারায়ণ! তোমার শিশুভক্তের মুখে তোমার গুণগান; যা শুনে এ কয়দিন আমি মুগ্ধ হ'য়েছিলাম! ওঠাও—ওঠাও, প্রভু! ভক্তের মুখে সেই তান!

সহসা গীতকণ্ঠে নন্দদুলালের প্রবেশ।

নন্দ।—

গান।

ওঠ—ওঠ—ওঠ সখা, এস—এস কোলে। [কুশধ্বজকে তুলিলেন]
নাচ—নাচ কুতূহলে হরি হরি ব'লে ॥

কুশ।— তুমি যারে রাখ হরি, চরণকমলে,
তাঁর কি কভু মরণ আছে, বাঁচে সে ম'লে ॥
(হরি হরি ব'লে)

নন্দ।— ওঠ—ওঠ—ওঠ সখা, এস—এস কোলে
প্রেম বিলাও, প্রাণ জুড়াও হরি হরি ব'লে [হংসধ্বজকে তুলিলেন]

হংস।— দয়াময় হরি তুমি তব দয়া পেলে,
বিপদে সম্পদে তব শ্রীপদ মেলে ॥
(হরি হরি ব'লে)

নন্দ।— দাও আমায় শান্তি-কোল, মুখে বল হরিবোল
ভকত পরশে আমি ভাসি শান্তি-জলে।
[উভয়কে বুকে লইলেন]

হংস।— [জানু পাতিয়া]
নিবেদন করি পায়, রেখো সদা রাঙা পায়,

কুশ।— যেন মম জীবন যায় হরি হরি ব'লে ॥
[সহসা নন্দদুলালের অন্তর্দ্ধান।

সকলে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

কুশো। হাঁসি দা'! হাঁসি দা! মা কৈ? এই যে মা! [কালিন্দীর কোলে উঠিয়া] ভিক্ষেয় কিছু পেয়েছ, মা?

কালিন্দী। আর ভিক্ষা কর্‌বে কেন, বাবা! ঐ যে তোমার জ্যেঠা মশাই—ঐ তোমার বাবা—ঐ তোমার মা।

কুশ। [শ্বেতবাহুর নিকটে গিয়া] জ্যেঠা মশায়! তুমি আমায় না জানিয়ে কোথায় গিয়েছিলে? আমি আর তোমার কোলে যাব না।

শ্বেত। আর যাব না, বাবা! কোলে এস। [কোলে গ্রহণ] পিতা-মাতার স্নেহ-কোল কত মধুর, এ পর্য্যন্ত জান্‌তে পাও নি'। পিতা মাতার কোলে যাও।

কুশ। আমায় কোলে নাও, বাবা!

সিংহ। এস—এস আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! তুমিও এস আমার হৃদয়-মাণিক হাঁসি! আজ দুই ভাইকে কোলে নিয়ে মনের সাধ পূর্ণ করি। [কোলে লইয়া] যাও—কোলে যাও।

সুশীলা। আয়, আমার রাম-লক্ষ্মণ! আয় আমার হারানিধি! [উভয়কে কোলে গ্রহণ।]

জম্বু। মহারাজ! সিংহবাহু আর সুশীলা আমার মঠে বিশ্বহিত ব্রত নিয়েছে, এরা আর সংসারে ফির্‌বে না। হংসধ্বজ, কুশধ্বজ এরাও আমার শিষ্য হবে, কালিন্দীও ব্রতধারিণী হবে। এখন সকলে আমার আশ্রমে চল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্রোতস্বতী তীর।

স্বেচ্ছাসেবক সাজে গুর্জ্জরসিংহের প্রবেশ।

গুর্জ্জর। ঐশ্বর্য্যশালিনী বীরপ্রসবিনী রাজলক্ষ্মী মা আমার! শস্যহাস্যোজ্জ্বলা সুষমাসজ্জিত চিরগৌরবিণী মা আমার! শান্তি-নিকুঞ্জ-শ্যামলা সুজলা সুফলা মা আমার! আর বুঝি তোমায় রক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না। তুমি আজ দুর্ব্বলা, ম্রিয়মাণা, মলিনা! সন্তান শোক-বিহ্বলা তুমি আজ রোরুদ্যমানা। তোমায় রক্ষা কর্‌বার মত শক্তি আমার বাহুতে নাই। তোমায় রক্ষা কর্‌বার মত সাহস নাই—তেজ নাই—উৎসাহ নাই। তবুও আমি যুদ্ধ কর্‌ব। মান চাই না—সম্মান চাই না—গৌরব চাই না—বিভব চাই না, চাই তোমায় রক্ষা কর্‌তে।

শ্বেতবাহুর প্রবেশ।

শ্বেত। গুর্জ্জরসিংহ!

গুর্জ্জর। [চমকিতে] মহারাজ! [সজল নয়নে অভিবাদন]

শ্বেত। এইভাবে এইবেশে এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছ, বৎস?

গুর্জ্জর। আর বুঝি এ রাজ্য রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না, মহারাজ!

শ্বেত। দেখ্‌ছি, অসহায় শিশুর মত কাঁদ্‌ছ! রক্ষা কর্‌বার মত কি আয়োজন করেছ?

গুর্জ্জর। কি আয়োজন আমি কর্‌ব, মহারাজ! আমি পদচ্যুত।

শ্বেত। কি অপরাধে?

গুর্জ্জর। যুদ্ধে বন্দী শস্ত্রগুরু সিংহবাহুকে আমি পাণ্ডব-শিবিরে গিয়ে মুক্ত ক'রে দিয়েছি—এই অপরাধে।

শ্বেত। না, গুর্জ্জর! এ তোমার অপরাধ নয়, এ তোমার কর্ত্তব্য। এর জন্য তুমি পদচ্যুত হও নাই, অন্য কোন গুরুতর অপরাধ ক'রে থাকবে।

গুর্জ্জর। আমার বিরুদ্ধে এ ছাড়া অন্য কোন অভিযোগ করেন নাই। জ্ঞাতসারে আমিও কোন অপরাধ করি নাই।

শ্বেত। হুঁ—আচ্ছা, গুর্জ্জর! পদচ্যুত হয়েছ ব'লে এ রাজ্যের প্রতি কি তোমার কোন কর্ত্তব্য নাই?

গুর্জ্জর। গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। সেই কর্ত্তব্যের আহ্বানে ক্ষিপ্তবৎ ছুটে বেড়াচ্ছি। যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে দশ হাজার পার্ব্বত্য সৈন্য সঙ্কলন করেছি—বিপুল অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করেছি। রাজ্য রক্ষার জন্য সমর-সাগরে ঐ মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ব। হয় উঠ্‌ব, না হয় ডুব্‌ব।

শ্বেত। এ রাজ্যের সুসন্তান তুমি, গুর্জ্জর! তোমার মত আত্মত্যাগী বীর-দেবতা যে রাজ্যে, সে রাজ্য পবিত্র তীর্থ—সে রাজ্য স্বর্গ! এস, বৎস! তোমায় আলিঙ্গন ক'রে পবিত্র হই। [আলিঙ্গন] জীবনের পরপারে যদি স্বর্গের চেয়ে কোন উচ্চস্থান থাকে, জেনো বৎস, সে স্থানের শীর্ষে তোমার সিংহাসন পাতা রয়েছে।

গুর্জ্জর। মহারাজ, যতটুকু আমার ক্ষমতা, কর্ত্তব্য পালন ক'রে যাচ্ছি; পরজীবনে কি ফল হবে—সে চিন্তা আমার নাই।

শ্বেত। তোমার ন্যায় আত্মত্যাগী বীর এ জগতে বিরল। রাজধানীতে চল, বৎস! সেনাপতিত্ব গ্রহণ করবে।

গুর্জ্জর। পায়ে প'ড়ে অধম পুত্র ক্ষমা চায়, মহারাজ! সীমার বাইরে—মুক্ত বাতাসে এসে আমি যতটুকু কর্ত্তব্য পালন ক'রে যেতে পারি, সেই ভাল, ও দুর্গন্ধময় গণ্ডীর মধ্যে আর আমায় আটকে রাখ্‌বেন না।

শ্বেত। অভিমানী পুত্র আমার! রাক্ষসী তোমায় যে দাগা দিয়েছে, সব আমি জেনেছি। ছদ্মবেশে সপ্তাহকাল আমি রাজ্য মধ্যে ঘুরে সব খবর পেয়েছি।

বিভ্রান্ত দধিমুখের পশ্চাতে ছুরিকা হস্তে
দ্রুত ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।

দধি। জ্ব'লে ম'নাম—জ্ব'লে ম'নাম। [ভূতলে পতন]

ব্রাহ্মণী। [দধিমুখের বুকে ছুরি বসাইয়া] মর্—মর্।

গুর্জ্জর। [বাধা দিয়া] একি! একি কর্‌ছ, পাপিয়সি?

ব্রাহ্মণী। কি কর্‌ছি, শুন্‌বে? স্বামী-হত্যার প্রতিশোধ নিচ্ছি। কি কর্‌ছি—শুন্‌বে? স্তন্যপায়ী শিশুপুত্রের হত্যার প্রতিশোধ নিচ্ছি। কি কর্‌ছি—শুন্‌বে? আমার নারী-জীবনের সর্ব্বস্বহারীর প্রতিশোধ নিচ্ছি। স্বর্গ হ'তে চেয়ে দেখ, স্বামি! চেয়ে দেখ, পুত্র! বহু দিন পেছনে-পেছনে ঘুরেছি—আজ সুযোগ পেয়েছি। আমার জীবনের কার্য্য শেষ—দধিমুখেরও শেষ। এইবার ঐ নদী পেরিয়ে পরপারে চ'লে যাই।

[দ্রুত প্রস্থান।

শ্বেত। একি, দধিমুখ?

গুর্জ্জর। হাঁ, মহারাজ!

শ্বেত। কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন! বিশ্ববাসি! পাপের পরিণাম দেখ! সাবধান হও—খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে চল, প্রহেলিকাময় এ মায়ারাজ্য! [দ্রুত প্রস্থান।

গুর্জ্জর। এখনই শেষ হবে। বড় রাণীর কাছে নিয়ে যাই।

[মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরুণার কক্ষ-সংলগ্ন উপবন।

অরুণা মালা গাঁথিতেছিলেন।

অরুণা। চারু উপবন জন-মনোহর,
নবীন পত্রেতে রব ঝর্ ঝর্
থর্--থর্—থর্ মুঞ্জরী দোলে।
ধীরি-ধীরি-ধীরি বহিছে পবন,
শীতল পরশে জুড়ায় জীবন,
তর্ তর্-তর্ কাঁপায় ফুলে॥
তুলেছি কুসুম রকম-রকম,
মরি-মরি-মরি কিবা মনোরম,
গাঁথিব মালিকা হরষ মনে।
সেঁউতি-টগর-গোলাপ-বকুল,
জাঁতি-যুথি-বেলা-রঙ্গন-পারুল;
বিলায় সুবাস জগৎ জনে॥
আসিবেন স্বামী ভবনে যখন,
বসা'য়ে আসনে পূজিব চরণ,
দিব এ মালিকা আদরে তাঁয়!
নবীন কুসুমে তাঁহারে সাজাব,
হেরি' তাঁর রূপ বাসনা মিটাব,
মানস—পরাণ দানিব পায়॥

জনৈক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। তিন দিন আছি উপবাসী,
পথশ্রমে ক্লান্ত অতিশয় ;
দাও মা, আহার্য্য-জল কাতর ব্রাহ্মণে।

অরুণা। সাজিবেন যবে তিনি সমর সজ্জায়,
আমি সাজাইব তাঁরে ফুলের মালায়।
কি শোভা হইবে তাঁর হেরিব নয়নে।

ব্রাহ্মণ। ক্ষুধাতুর-তৃষ্ণাতুর ব্রাহ্মণ-বচনে
এত তোর অবহেলা ? এতই তাচ্ছিল্য ?
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কি রে এত উপেক্ষার ?
রে অতিথি-লাঞ্ছনাকারিণি !
অভিশাপ করিব প্রদান।
যার তরে গাঁথিস্ মালিকা,
না শুকাতে মালার কুসুম,
শুকাইবে সে জনার প্রাণ।
পিপাসার্ত্ত বিপ্র আমি, জল না পাইয়া
ভগ্ন মনে যেতেছি যেমন,
নিশ্চয় জানিস্ তুই, ওরে পাপিয়সি !
যার তরে এক মনে গাঁথিস্ মালিকা,
পিপাসায় সকাতর হ'য়ে সেইজন
করিবেক প্রাণ বিসর্জ্জন।

[দ্রুত প্রস্থান।

অরুণা। সহসা হৃদয় মম দুরু দুরু করি'
কি কারণ উঠিল কাঁপিয়া ?

অকস্মাৎ গভীর আঁধার
আবরিল জগতের হাসি !
ওই—ওই রুক্ষ স্বরে কে যেন কহিছে,
মুছে যাক্ সিঁথির সিন্দুর।
ওকি—ওকি ! কে ওখানে সমর-ভূমিতে
পিপাসায় কাতর হইয়া,
জল জল ক'রি হায়, ত্যজিল জীবন !
হা নাথ ! হা হৃদয়েশ ! [মূর্চ্ছা]

যোদ্ধৃবেশে বৃষধ্বজের প্রবেশ।

বৃষ। অরুণা ! অরুণা ! একি !
[কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া]
অরুণার কেন হেন দশা ?
প্রিয়তমে ! [ধরিলেন]

অরুণা। কি দেখিনু, প্রিয়তম !
কি দেখিনু আচম্বিতে আঁধার মাঝারে !

বৃষ। কি দেখিলে, প্রিয়তমে ?

অরুণা। কি দেখেছি কহিব, কেমনে ?
বুঝি—নাথ !
[কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া]

বৃষ। মোর তরে কর অশ্রুপাত ?
হয়েছি বিস্মিত অতি আচরণে তব।
বীরের নন্দিনী তুমি, বীরের অঙ্গনা,
তব মুখে এ ভীরুতা সাজে কি কখন ?
অর্জ্জুনের সনে যুঝি' পড়ি যদি রণে,

যাইব অক্ষয় স্বর্গে পুষ্পরথে চড়ি'।
আর যদি রণজয়ী হ'য়ে
ফিরে আসি জয়মাল্য প'রে,
রহিবে অমরকীর্ত্তি এ মরভুবনে।
মুছিয়া বিষাদময়ী চিন্তার কালিমা
সহরষে দাও মোরে বিদায় এখন।

অরুণা। যাও, নাথ! যাও তবে দুর্ব্বার সমরে,
অরিকুল কর বিনির্ম্মূল।
জ্বালাও সমর-বহ্নি পৃথিবী ব্যাপিয়া,
অরাতি স্তম্ভিত কর অমিত বিক্রমে!
মদমত্ত হস্তী যবে পশে নলবনে,
লণ্ড ভণ্ড করে সব চক্ষের পলকে,
তেমনি মর্দ্দন কর দুর্জ্জয় অরাতি।
আমি তোমা' ভুলে যাই—
তুমিও ভুলিয়ো মোরে, ক্ষতি নাই—
মনে রেখো কর্ত্তব্য তোমার;
এস, নাথ! সাজা'য়ে দি'
সমরের সাজে। [সাজাইলেন]

বৃষ। প্রত্যেক বাক্যেতে তব, প্রত্যেক অক্ষরে
আছে যেন এ হেন বিদ্যুৎ—
পশি' যাহা হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে
শ্লথ শক্তি করিল জাগ্রত।
যাও, প্রিয়ে! স্বীয় অন্তঃপুরে,
আমি যাইতেছি পরে—

কমলার প্রবেশ।

কমলা। এখনো দাঁড়া'য়ে হেথা আছিস্, বর্ব্বর ?
কালান্তক যম সম অরাতির সেনা,
চতুর্দ্দিকে করিতেছে ঘোর কোলাহল,
বাজিতেছে বিজয়-বাজনা,
চলিতেছে তুমূল তাণ্ডব,
তা দেখিয়া দেহে তোর ছোটে না শোণিত—
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সম ?
পিতা তোর বীরেন্দ্র কেশরী—
যাঁর ভীম হুহুঙ্কারে—ধনুক-টঙ্কারে
শূন্যবর্ত্মে স্তব্ধীভূত সচল জলদ,
স্তব্ধীভূত মত্ত সিন্ধুনীর,
স্বর্গধামে বিধূনিত অমর নিকর,
তাঁর রক্তে জন্ম তোর,
তাঁর রক্ত বহে তোর শিরায়—শিরায়,
তুই হেন কাপুরুষ—ক্ষত্রকুলগ্লানি ?
দীর্ণা হ'য়ে বসুন্ধরে ! গ্রাস' কুলাঙ্গারে
কিংবা ভীম অম্বুচ্ছ্বাসে ডুবাও বর্ব্বরে।

বৃষ। মা গো !
বর্ণে—বর্ণে তব বাক্য ফলিবে নিশ্চয়।
নিশ্চয় সে রণাঙ্গনে অনন্ত-শয্যায়
চিরতরে করিব শয়ন।
আমার রুধির পাতে
হবে মাগো, প্রায়শ্চিত্ত তোমার পাপের।

চিরতরে লইতে বিদায়,
আসিয়াছি অন্তঃপুরে সবার সকাশে ;
দাও মা, বিদায় মোরে যাই রণভূমে।

শশব্যস্তে অমলার প্রবেশ।

অমলা। কোথা যাবি, প্রাণাধিক ? [রোদন]
বৃষ। ছোট মা !
কি কারণে করিছ রোদন ?
ক্ষত্রিয়-সন্তান আমি যাব রণভূমে,
শত্রুর কবল হ'তে রক্ষিবারে দেশ ;
এ সময় উচিত কি রোদন তোমার ?
অমলা। সে জন্য কাঁদি না বাবা, নাহি আকুলতা,
ব্রহ্মশাপ হ'ল তব'পরে।
[চক্ষু ঢাকিলেন]
বৃষ। জ্ঞাতসারে করি নাই কোন অপরাধ,
তথাপি কি হেতু মাগো, হ'ল অভিশাপ ?
অমলা। জানি না কারণ কিছু।
আসিতেছিলাম যবে তোমার কক্ষেতে,
শুনিলাম, অরুণারে কুপিত ব্রাহ্মণ
দিল তীব্র অভিশাপ।
মহাত্রাসে ব্রাহ্মণের পশ্চাতে-পশ্চাতে
ছুটিলাম বিদ্যুতের বেগে,
নারিলাম ধরিতে তাঁহায়।
কি হয়েছে, মা অরুণা ?

অরুণা। [সরোদনে]
কি হয়েছে—কিছুই জানি না।
কুসুম চয়ন করি গাঁথিনু মালিকা,
এর মাঝে কি হয়েছে জানিব কেমনে ?

বৃষ। যা' হবার হবে, মাগো! ভাবিয়া কি ফল ?
দাও এবে হাসিমুখে বিদায় আমায় !

বর্ম্ম ও চক্র হস্তে কুঞ্জলিকার প্রবেশ।

কুঞ্জ। যুদ্ধে যাবে, দাদা ? যাও—এই নাও। [অস্ত্র দিলেন]

বৃষ। এ সব কি, কুঞ্জ ?

কুঞ্জ। আমি আমার কৃষ্ণের কাছে কত কাঁদ্‌লাম—কৃষ্ণ এই বর্ম্ম আর চক্র দিয়ে বল্‌লে—"কাঁদিস না, এই বর্ম্ম আর চক্র নিয়ে তোর দাদাকে দি'গে যা। যে পর্য্যন্ত এ সব তার কাছে থাক্‌বে, সে পর্য্যন্ত তার পরাজয় বা মৃত্যু হবে না।"

বৃষ। [কুঞ্জকে কোলে লইয়া] তুমিই ধন্য, কুঞ্জ! তোমার জন্য এ রাজবংশও ধন্য! তবে এখন আসি, ভগিনি!

কুঞ্জ। [কোল হইতে নামিয়া] এই বর্ম্ম প'রে যাও।

বৃষ। আচ্ছা, প'রে যাচ্ছি। [বর্ম্ম পরিয়া চক্র গ্রহণ] তবে আসি, মা!

কমলা। এস, বাবা! আশীর্ব্বাদ করি—বিজয় লাভ ক'রে অক্ষত শরীরে ফিরে এস, বাবা!

অমলা। আমিও আশীর্ব্বাদ করি, বৎস! জয়ী হ'য়ে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ কর।

বৃষ। পিতা! উদ্দেশে তোমার চরণে অধম সন্তান প্রণাম কর্‌ছে।

শ্বেতবাহুর প্রবেশ।

শ্বেত। যুদ্ধে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ কর। উত্তর সীমান্তে যুদ্ধ কর্‌বে তুমি—যাও।

বৃষ। পিতার আদেশ শিরোধার্য্য! জয় জগদীশ হরে!

[প্রস্থান।

অমলা। আমিও স্বস্ত্যয়ন করাই গে।

[প্রস্থান।

শ্বেত। কমলা!

কমলা। মহারাজ!

শ্বেত। কুশো কোথায়?

কমলা। জানি না।

শ্বেত। রাজ্য হ'তে তুমি তাকে বিতাড়িত কর নাই?

কমলা। আমি করি নাই। হাঁসিকে খুব মেরেছিল ব'লে আমি তিরস্কার করেছিলাম। কালিন্দী তাকে নিয়ে রাত্রে কোথায় চ'লে গেছে।

শ্বেত। আবার মিথ্যাকথা?

কমলা। গুরুদেব রেণু শর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা ক'রো, নাথ!

শ্বেত। তাঁর মুখেই আমি সমস্ত খবর পেয়েছি। আবার আমায় প্রতারিত কর্‌বার চেষ্টা করছ? এতদিন আমায় ভুল বুঝিয়ে নিজের দুরভিসন্ধি পূর্ণ করেছ। তোমারই চক্রান্তে কুললক্ষ্মী সুশীলা সংসার-ত্যাগিনী! তোমারই চক্রান্তে কুশধ্বজ বিতাড়িত—ভস্মীভূত! তোমারই প্রশ্রয়ে পাপাত্মা দধিমুখ আমার সোনার রাজ্যকে শ্মশান বানিয়েছে! প্রতিহিংসাময়ী সতীর হাতে তোমার ভাই মরেছে, এবার ভা'য়ের সঙ্গে—

কমলা। আমার ভাই নাই? ওহো! [মূর্চ্ছা]

অরুণা। মা! মা! একি হ'ল! [শুশ্রূষা]

কমলা। [সহসা উঠিয়া] ঐযে—ঐযে স্নেহের ভাই আমায় ডাক্‌ছে! যাচ্ছি ভাই! যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

শ্বেত। দাঁড়াও, তোমার পাপের ইয়ত্তা নাই। তোমার শাস্তি মৃত্যু! স্ত্রীলোক অবধ্যা ব'লে মৃত্যুদণ্ড তোমায় আমি দোব না। ভগবানই সে ব্যবস্থা কর্‌বেন। তবে এ কথা নিশ্চয় জেনো—তোমার পাপমুখ আর কখন আমি দেখ্‌ব না।

[বেগে প্রস্থান।

কমলা। স্বামী আমার মুখ আর দেখ্‌বে না! দেখ্‌বে না? যদি সিংহবাহুর পায়ে প'ড়ে ক্ষমা চাই, যদি সুশীলার পায়ে প'ড়ে মার্জ্জনা চাই, তারা আমায় ক্ষমা কর্‌বে না? দেবতা তারা—নিশ্চয় আমাকে তারা মাপ কর্‌বে। তা' হ'লে ত, নাথ! তুমি আমায় ঘৃণা কর্‌বে না? সিংহবাহু! সিংহবাহু! দেবতা তুমি, এ অভাগিনী বৌদিদিকে ক্ষমা কর। ও কে চেঁচিয়ে বল্‌ছে—"ক্ষমা নাই"? ঐ—ঐ বিরাট্ আগুনের মাঝে দাঁড়িয়ে কে চেঁচিয়ে বল্‌ছে—'ক্ষমা নাই'। ক্ষমা নাই? তবে ঐ নদীতে, না—না, আগুনে—আগুনে! না—না, বিষপানে—বিষপানে! ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

কুঞ্জ। বড় মা বুঝি পাগল হ'য়ে গেল! ওকি—তুমি কাঁদ্‌ছ বৌদি?

অরুণা। ঐ শোন, বোন্! ঐ শোন। কে যেন চেঁচিয়ে বল্‌ছে, তোর কপাল পুড়ে যাচ্ছে, অরুণা! আমি যাব—সঙ্গে যাব।

কুঞ্জ। ভয় কি, বৌদি'! কৃষ্ণের বর্ম্ম আর চক্র নিয়ে দাদা যুদ্ধে গেছে, নিশ্চয়ই দাদা জয়ী হবে। ঘরে চল।

[অরুণার হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দক্ষিণ সীমান্ত—মীন-ব্যূহ।

যুদ্ধমান অনুশাল্ব ও অনুবলের প্রবেশ।

অনুবল। আরে—আরে অনুশাল্ব ঘৃণিত পিশাচ!
দানব বলিয়া তোরে না করি স্বীকার।
দানব হয় কি কভু এত কাপুরুষ—
দানবে পারে কি কারো দাসত্ব করিতে?
দেবত্রাস বৃত্রাসুর সুধীর তারক,
বিষ্ণুরূপী হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু,
মহাকায় মধু ও কৈটভ,
দনুজেন্দ্র নিবাত কবচ,
আরো কত লক্ষ লক্ষ বীর পরন্তপ
উজলিল যেই মহাকুল,
সেই কুলে তোর জন্ম—অতি অসম্ভব!
অবিশ্বাসী, আততায়ী, ওরে রে বর্ব্বর!
এখনো কি হইল না জ্ঞানের সঞ্চার?
মানবের পদসেবা হয় নি কি শেষ?
প্রচণ্ড চরণাঘাতে পাঁজর ভাঙিল।
এতেও কি অন্ধ আঁখি ফুটিবে না তোর?
এখনো আত্ম-সম্মান জ্ঞান থাকে যদি তোর,
বিপক্ষের পক্ষ পরিহরি'
দৈত্য পক্ষে কর্ যোগদান।

অনুশাল্ব। এ হেন দুরাশা পাপি, পুষিস্ হৃদয়ে ?
আমি কি রে তোর মত এত নীচাশয় ?
কৃপা করি' যেই মহাজন
পদাশ্রয় করেছেন দান,
বিশ্বাসঘাতক হ'য়ে
তাঁর শিরে ধরিব কৃপাণ ?
নরকের কীট তুই,
কি জানিবি—কি বুঝিবি ধর্ম্মের মহিমা ?
আয়—আয়, দুরাশয়! সম্মুখ আহবে,
মারিব—মারিব তোরে মর্দ্দিব চরণে।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

অনুবলের পুনঃ প্রবেশ।

অনুবল। নিপাতিত দানবীয় সেনা।
একজনো নাহিক জীবিত!
ওকি—ওকি করালী মূরতি!
সশস্ত্র অর্জ্জুন ওই সম্মুখে দাড়া'য়ে
করিছে আরক্ত দৃষ্টিপাত!
মারিল—মারিল মোরে—ঘাতিল পরাণে।
এদিকেও—ওদিকেও দুর্জ্জয় ফাল্গুনী!
ওদিকেও—ওদিকেও মায়াবী অর্জ্জুন!
অর্জ্জুন ভুবনময় করি বিলোকন।
আসুক্—আসুক্ ধনঞ্জয়,
শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত করিব সমর।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। জীবনের শেষ তোর হ'ল সমাগত। [শরত্যাগ]

অনুবল। বায়ুভরে আসে উড়ে ওই শৈববাণ !
ভৈরব হুঙ্কারে মম কাঁপিতেছে প্রাণ।
মরিল—মরিল আজ বীর অনুবল।

[বেগে প্রস্থান।

অর্জ্জুন। পড়িল—পড়িল ওই দৈত্য অনুবল।
যুধ্যমান যুবনাশ্ব, গুর্জ্জর সুধীর
ওই—ওই—করিছে সংগ্রাম।

[বেগে প্রস্থান।

যুধ্যমান যুবনাশ্ব ও গুর্জ্জরসিংহের প্রবেশ।

গুর্জ্জর। যুবনাশ্ব!

যুব। গুর্জ্জরসিংহ!

গুর্জ্জর। ত্রিনেত্রনগর এখনও জগদ্বক্ষে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে বুঝি সইছে না?

যুব। ক্ষুদ্র ত্রিনেত্র নগর আমরা জয় করতে আসি নি। আমরা এসেছি—যজ্ঞীয় তুরঙ্গ রক্ষার জন্য, বীরমদে মত্ত হ'য়ে যে তুরঙ্গম ধর্‌বে, তার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে আমরা বাধ্য। সাপের বিবরে ঢুকে তোমরা নিজেরাই আপন বিপদ্ ডেকে নিয়েছ, আমরা তাতে দোষী নই।

গুর্জ্জর। স্থির জেনো, যুবনাশ্ব! গুর্জ্জর জীবিত থাক্‌তে তোমরা কোন ক্রমে ত্রিনেত্রনগর অধিকার কর্‌তে পার্‌বে না।

যুব। তা হ'লে গুর্জ্জর এই মুহূর্ত্তেই জীবলীলা ত্যাগ কর্‌বে।

গুর্জ্জর। গুর্জ্জরের চেয়ে যুবনাশ্বেরই সে আকাঙ্ক্ষা বেশি।

যুব। উত্তম—যুদ্ধ কর। দেখা যাক্—কার বীরত্ব কতদূর?

গুর্জ্জর। আমি প্রস্তুত। [যুদ্ধ ও পতন]

যুব। পড়িল—পড়িল আজ সুধীর গুর্জ্জর।
গাও সবে উচ্চরবে,
জয় মহারাজ যুধিষ্ঠির-জয়!

[প্রস্থান।

গুর্জ্জর। চলিলাম রাজলক্ষ্মী, সন্তাপিত মনে
তোমার স্নেহের অঙ্ক করি' পরিহার।
স্নেহ মায়া, ভালবাসা ত্যজি'
চলিলাম আজি আমি অজানা বিদেশে।
অন্তিমের নিবেদন শোন, মা আমার!
মৃত্যুর পূর্ব্বেতে মাগো, দাও দরশন,
হরষে ছাড়িব প্রাণ বড় আকিঞ্চন।
পূরিবে না বাসনা আমার?

দ্রুত রাজলক্ষ্মী আসিয়া গুর্জ্জরকে কোলে করিয়া বসিয়া গায়িলেন।

রাজলক্ষ্মী।—

গান।

ধর—ধর—ধর হরি করি, তোমা মুক্তিদান।
পবিত্র বীরত্বগর্ব্বে পূর্ণ মম এ সন্তান॥

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।— পবিত্র এ স্নেহ তব পবিত্র তুলসী সমান,
তুলসীর মত ভক্তে দিব মম শিরে স্থান॥
(তাতে সাজিবে ভালো)

রাজলক্ষ্মী।— সম্মুখ সমরে পুত্র দিল তার পুণ্যময় প্রাণ,
শত্রু সনে যুঝি রণে মা'র কোলে হ'ল শয়ান ;
কৃষ্ণ।— মরিয়ে অমর হ'ল, রইল কীর্ত্তি বর্ত্তমান।
বলি' হরিবোল, দিয়ে কোল নিয়ে যাব নিত্যধাম ॥
(হরি হরি হরি ব'লে)
[গুর্জ্জরের দুই হস্ত দুইজনে ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

উত্তর তোরণ।

মীনপুচ্ছ-ব্যূহে সেনাদল ও সম্মুখে বৃষধ্বজ উপস্থিত।

বৃষধ্বজ। ওই দেখ সৈন্যগণ !
শত্রু-সৈন্যগণ ভৈরব হুঙ্কারে
করে ভীম আস্ফালন।
জাগিয়া উঠিয়া—গজ্জিয়া গর্জ্জিয়া,
চলিয়া-দলিয়া—পিষিয়া—পিষিয়া
ঝঞ্ঝার মত সবেগে যাও।
আবর্ত্তের মত ছোট' রণভূমে,
দিক্ আঁধারিয়া মহাবহ্নিধূমে,
দুর্জ্জয় বীরত্ব সবে দেখাও।
ধাও সিন্ধুগর্ভে—পর্ব্বত-শিখরে,
গ্রহ-উপগ্রহ ধ'রে আন জোরে,
উল্কা-প্রভঞ্জন বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হও।
তবে ত পারিবে বিপক্ষ ভেদিতে,

প্রতিদ্বন্দ্বী সনে সমতুল্য হ'তে,
তিগ্মতেজে রণে প্রবৃত্ত হও।
বল সবে উচ্চরবে,
জয় জয় ত্রিনেত্রের জয়!

সসৈন্যে বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষকেতু। বিরচিয়া দুষ্প্রবেশ্য মীনপুচ্ছ-ব্যূহ
ওই দেখ, বৃষধ্বজ বিরাজে সম্মুখে।
তোমরা বীরের পুত্র, বীর-অবতার,
বিশ্বজয়ী ধনুর্ধর, দুর্জ্জয় প্রতাপ,
তোমরাই কুরুক্ষেত্রে অমিত বিক্রমে
লভিয়াছ অমর-বিজয়।
তোমাদেরি ভুজবলে রাজ্য শত শত
হইয়াছে পাণ্ডবের চির পদানত।
আজিও সে মহাবীর্য্য জ্বালিয়া সকলে
পোড়াও অরাতি-সৈন্য অদম্য সাহসে।
ভেদ কর মীনপুচ্ছ-ব্যূহ। [আক্রমণ]

বৃষধ্বজ। কে রে তুই ক্ষত্রিয় অধম?
বারংবার হ'য়ে পরাভূত,
বার বার রণভূমি করি' পরিহার
বাঁচাইলি শশকের প্রাণ;
আবার আসিলি তুই করিতে সমর?
আরে—আরে নির্লজ্জ দুর্ম্মতি!
দুর্ম্মতি হইল তোর মরণের তরে।
আয়—তোর যুদ্ধ সাধ করি প্রশমন।

বৃষকেতু। জয়-পরাজয় কার কবে হয়,
কে করে নির্ণয় তার ?
এ হেতু করিস্, মূর্খ, এত অহঙ্কার ?
সাগরের তরঙ্গের উত্থান-পতন
মুহুর্ম্মুহু করি' বিলোকন
কোন্ সুধীজন ক'রে আত্মশ্লাঘা এত ?
জয়লক্ষ্মী তোর অঙ্কে ছিল এতক্ষণ,
এবার আমার অঙ্ক করিবে গ্রহণ।
সাবধানে আত্মরক্ষা কর।

[ভীষণ যুদ্ধ ও বৃষকেতু পরিবেষ্টিত]

বৃষধ্বজ-সৈন্যগণ। যুবরাজকে রক্ষা কর। [যুদ্ধ করিতে করিতে] উহু-হু! বড় পিপাসা! [ভূতলে পতন]

[সসৈন্যে বৃষকেতুর পলায়ন।

বৃষধ্বজ। পিপাসা—পিপাসা—দারুণ পিপাসা! আর দাঁড়াতে পারছি না। [পড়িয়া গেলেন]

সৈন্যগণ। একটু জল দাও, যুবরাজ! এক বিন্দু জল খেতে পেলে শত শত পাণ্ডবসৈন্য নিপাত করতে পারি। একটু জল—

বৃষধ্বজ। কোথায় পাব জল? ত্রিনেত্র নগর দেবতার কোপে জল-শূন্য। উঃ! দারুণ পিপাসা! কোথায়, মা জাহ্নবি! জল দাও—জীবন বাঁচাও।

কলসী কক্ষে নীলবস্ত্রাবৃতা মায়াবিনীগণের প্রবেশ।

সৈন্যগণ। [সহসা উঠিয়া] যুবরাজ! যুবরাজ! ঐ যে রণস্থলে গঙ্গা ঢেউ খেলিয়ে আস্‌ছে—চেয়ে দেখ।

বৃষধ্বজ। [স্থিরনেত্রে চাহিয়া দেখিয়া]

ওই—ওই যে মাতা পশিছে হেথায়।

[কাছে ছুটিয়া গিয়া]

দাও মা, দাও মা, জল সন্তানে তোমার।

[নীলবস্ত্র পড়িয়া গেল]

একি! কে তোমরা ?

মায়াবিনী। চিন্‌তে পার্‌ছ না, আমরা ঘরে ঘরে জল জুগিয়ে বেড়াই।

বৃষধ্বজ। যেই হও তোমরা, আমরা বড় তৃষ্ণার্ত্ত—একটু জল দাও।

মায়াবিনী। বুঝ্‌তে পার্‌লাম না—কি চাও তুমি ?

বৃষধ্বজ। একবিন্দু জল। গলা শুকিয়ে গেল—ছাতি ফেটে গেল—একটু জল !

মায়াবিনী। জল দিলে কি দেবে ?

বৃষধ্বজ। যা চাও, তাই দোব।

মায়াবিনী। শপথ কর।

বৃষধ্বজ। ধর্ম্মের নামে শপথ ক'রে বল্‌ছি—যা চাও, দোব।

মায়াবিনী। ঐ চক্র আর বর্ম্ম দাও।

বৃষধ্বজ। এ যে আমার জীবন-রক্ষার বস্তু, এ নিয়ে তোমরা কি কর্‌বে ?

মায়াবিনী। কৈফিয়ৎ দিতে হবে ? চল—চল। [গমনোদ্যত]

সৈন্যগণ। জল দাও, যুবরাজ ! বড় পিপাসা—

বৃষধ্বজ। উঃ! আর শোনা যায় না। যায় যাবে আমার প্রাণ, আমি সৈন্যগণের প্রাণ বাঁচাব। [বর্ম্ম ও চক্র দিয়া] এই নাও—জল দাও—প্রাণ বাঁচাও।

মায়াবিনী। [বর্ম্ম, চক্র লইয়া কলসী প্রদান] এই নাও।

বৃষধ্বজ। খাও, সৈন্যগণ! জল খাও। [সকলে বদ্ধাঞ্জলি হইলে জল পান করাইলেন]

বৃষধ্বজ। [একবার সৈন্যদের দিকে একবার মায়াবিনীর দিকে চাহিতে চাহিতে সরোদনে] একি দিলে, মা?

মায়াবিনী। গঙ্গাজল।

বৃষধ্বজ। কৈ, গঙ্গাজল? এ যে দুর্গন্ধময় রক্ত!

মায়াবিনী। আমি ত গঙ্গাজলই দিয়েছি।

বৃষধ্বজ। তবে এমন কেন, হ'ল?

মায়াবিনী। যার যখন কপাল ভেঙে যায়, তার হাতে সুধাও তখন গরল হ'য়ে যায়।

[মায়াবিনীগণের প্রস্থান।

সৈন্যগণ। উঃ! পিপাসা। [অবসন্ন হইয়া পতন]

বৃষধ্বজ। মৃত্যু! মৃত্যু! আমায় গ্রাস কর।

সসৈন্যে বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষকেতু। নিশ্চয়ই মৃত্যু গ্রাস ক'রবে। [সকলের কৃপাণ উন্মোচন]

বৃষধ্বজ। মার—মার, বৃষকেতু! একটু জল—[পড়িয়া গেলেন]

বৃষকেতু। [একদৃষ্টে তাকাইয়া] আহা কি করুণ! [ইতিমধ্যে সৈন্যগণ কর্ত্তনোদ্যত হইল দেখিয়া] আরে রে বর্ব্বর! তোরা মানুষ না অসুর? তৃষিতের কাতর বিলাপে তোদের বজ্র-কঠোর হৃদয় বিগলিত হচ্ছে না? এতদিন পাণ্ডবের আশ্রয়ে থেকে ক্ষমার মহিমা বুঝ্‌তে পার্‌লি না? মনুষ্যত্ব থাকে ত এই মুহূর্ত্তে মুমূর্ষুগণের সেবা-শুশ্রূষা কর্‌। [সৈন্যগণের তথাকরণ] বৃষধ্বজ! [মস্তক তুলিয়া নিজ কোলে রাখিলেন]

বৃষধ্বজ। তুমি মানব নও, বৃষকেতু! দেবতা। ভাই! পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেল।

বৃষকেতু। খানিক অপেক্ষা কর, আমি জল নিয়ে আসি।

বৃষধ্বজ। কোথায় জল পাবে, ভাই ? ত্রিনেত্র নগর জলশূন্য।

বৃষকেতু। মহারথ ভীষ্মদেবের শরশয্যাকালে আমার পিতৃব্য অর্জ্জুন শরক্ষেপে পৃথিবী বিদীর্ণ ক'রে ভোগবতীর জলে ভীষ্মের পিপাসা দূর করেছিলেন, আমিও আজ ভোগবতীর শীতল জলে তোমাদের পিপাসা বিদূরিত কর্‌ব। [ধনুর্ব্বাণ ধারণ]

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। ধন্য বৃষকেতু! ধন্য তুমি কর্ণপুত্র! পাণ্ডবকুলের উপযুক্ত সন্তানের উপযুক্ত কথা।

অনুশাল্বের প্রবেশ।

অনু। আমিও ধন্য! মহাসমরে পাণ্ডববংশীয় বীরগণকে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত ক'রে যখন তোমা হেন বিশ্বজয়ী বীরকে মূর্চ্ছিত করেছিলাম, তখন এই বৃষকেতুর বলেই আমি পরাস্ত হ'য়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির আর পরমব্রহ্ম কৃষ্ণের কৃপা লাভ করেছিলাম।

বৃষধ্বজ। জল দাও—জল দাও, অর্জ্জুন!

দ্রুতপদে যুবনাশ্বের প্রবেশ।

যুব। জল দাও—জল দাও, মহামেঘ! এমন জল দাও, যাতে ওর ভবের পিপাসাও দূর হয়। ভীষ্মদেবের পিপাসার শান্তি করেছিলে, আজও পিপাসার্ত্তের পিপাসা শান্তি কর।

অর্জ্জুন। বৃষ্টিবাণে জলধারা করিয়া বর্ষণ
বাঁচাইব তৃষিতের প্রাণ। [শরত্যাগ]

বৃষকেতু। সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ—একি ভয়ঙ্কর!

বৃষ্টিধারা বিনামেঘে পড়ে অগ্নিধারা
ভস্মীভূত হইতেছে শত-শত প্রাণ।

[সরোদনে]

একি দৈব-বিড়ম্বনা—হিতে বিপরীত !
কোথা মা জাহ্নবি ! পতিত-পাবনি !
রক্ষা কর ত্রিনেত্র-নগর ;
ত্রাহি—ত্রাহি তৃষিতের প্রাণ।
এস দেবী—সুরেশ্বরী, এস মা ঝটিতি।

জলপাত্র লইয়া গীতকণ্ঠে গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা।—

গান।

এসেছি—এসেছি আমি এনেছি সুশীত জল।
কাঁদিস্ না—কাঁদিস্ না ওরে, ফেলিস্ না আর আঁখিজল ॥
ভেসে ভেসে অশ্রুজলে,
ডাকিস্ যখন মা-মা ব'লে,
তোরে কোলে নিতে অবনীতে ছুটে আসি অবিরল ॥

বৃষধ্বজ ও সৈন্যগণ। জয় মা গঙ্গে ! জয় মা গঙ্গে !

[উঠিয়া হাত পাতিলেন]

সহসা শিবের প্রবেশ।

শিব। দিয়ো না—দিয়ো না গঙ্গে, দিয়ো না সলিল,
শিববাক্য ক'রো না লঙ্ঘন।

[বৃষধ্বজ সহ সৈন্যগণ পড়িয়া গেলেন]

গঙ্গা। অর্জ্জুনের ভক্তিস্বরে হ'য়ে আকুলিত,
আসিয়াছি পুরাইতে বাসনা তাহার ;

অবশ্য অভীষ্ট তার করিব পূরণ।
ধর বৎস! জলপাত্র এই। [প্রদানোদ্যত]

শিব। জান না কি, সুরধুনি! জান না কি তুমি,
কত পাপে মম প্রিয় ত্রিনেত্র নগর
করিলাম পরিত্যাগ সন্তাপিত চিতে?
হ'ল হেথা ব্রহ্মরক্তপাত,
হ'ল হেথা সতীত্ব-সংহার,
হ'ল হেথা নারী-হত্যা,
হ'ল হেথা কত শত নারকীয় লীলা!
একে পাপ—তাহে ব্রহ্মশাপ!
হতেছে পাপীর সাজা ত্রিনেত্র নগরে।

অর্জ্জুন। যত পাপ হইয়াছে ত্রিনেত্র নগরে,
লইলাম সমুদয় আপনার শিরে;
অনন্ত নরকে আমি করিব বিহার,
তার বিনিময়ে, মাগো! কর জলদান।

গঙ্গা। তব ইচ্ছা করিব পূরণ,
কর বৎস, এ জল গ্রহণ। [প্রদান]

শিব। হবে না পাপের শাস্তি—একি অবিচার?

যুব। আশুতোষ! পরিহরি' রোষ,
রক্ষা কর ত্রিনেত্র নগর।
জলাভাবে ধ্বংস হয় জল-জীবগণ,
এ অকূলে কূল দাও আকুল সন্তানে।

শিব। দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিব পাপিগণে,
বাষ্পরূপে উড়াইব পাত্রস্থ সলিল। [তথাকরণ]

অর্জ্জুন ।　একি—একি হইল সহসা !
চোখের পলকে পাত্র হ'ল বারিহীন !
হয় ত্বরা মহেশ্বর, কর বারিদান,
না হয় প্রস্তুত হও করিতে সংগ্রাম ।

শিব ।　মহাকাল সনে বাদ সাধিলি, বর্ব্বর !
এত গর্ব্ব—এত স্পর্দ্ধা তোর ?
মুহূর্ত্তেকে নিরার্জ্জুন করিব মেদিনী ।　[শূল উত্তোলন]

অর্জ্জুন ।　হ'ক্ তবে বিশ্বেশ্বর ! বিশ্বের সংহার ।

বৃষকেতু ।　উদ্দীপিত ত্রিশূলীর করাল ত্রিশূল
গর্জ্জিছে ভৈরব রবে অগ্নি উগারিয়া ।
স্বীয় বক্ষে শূলাঘাত করিয়া গ্রহণ
বাঁচাইব পিতৃব্য-জীবন ।　[অগ্রসর]

অনু ।　স'রে যাও—স'রে যাও, বৃষকেতু !
বুক পাতি' আমি লব শূল ।

গঙ্গা ।　থাকিতে জাহ্নবী হেথা,
পারিবে কি অর্জ্জুনে বধিতে ?
রক্ষিব ভক্তের প্রাণ নিজ প্রাণ দানে ।　[অগ্রসর]

শিব ।　জাহ্নবি ! জাহ্নবি ! ধৃষ্টতা তোমার ।
পতিবাক্য উপেক্ষা করিয়া
করিয়াছ সলিল প্রদান ;
তোমারও যথাদণ্ড করিব বিধান ।
কলিযুগে অধোগতি হইবে তোমার ।
লৌহসেতু তব বক্ষে হবে বিরাজিত ।
মল-মূত্রে তব গাত্র হবে কলুষিত ।

গঙ্গা। [সক্রোধে]

শোন তবে—শোন শিব, আমার বচন,
দিব তোমা' তীব্র অভিশাপ ;
যে শাপে পৃথিবী হ'তে তোমার অর্চ্চনা —

দ্রুতপদে দুর্গার প্রবেশ।

দুর্গা। ক্ষান্ত হও স্নেহের ভগিনি !
একি, নাথ ! একি ভ্রম তব ?
পাপীর উদ্ধার হেতু বিষ্ণুপদ হ'তে
হইয়াছে উদ্ভব যাহার,
তারে দিলে হেন অভিশাপ ?
তৃষিতে সুশীত জল করিতে প্রদান
যে অর্জ্জুন এত যত্নবান্,
সে হ'ল কি বধ্য তব ?

গঙ্গা। ভগিনি ! [সরোদনে]

দুর্গা। শিববাক্য হবে না অন্যথা ;
মম বরে তুমি চির সুপবিত্রা,
তব স্পর্শে কলি-জীব পাবে দিব্যগতি।

বৃষধ্বজ। ত্রাহি—ত্রাহি ত্রিলোচন ! ত্রিতাপনাশন !
ত্রাহি—ত্রাহি তৃষিতের প্রাণ।

শিব। জল দাও—জল দাও তৃষিত সন্তানে,
কাতরে চাহিছে জল ভকত আমার।
ধন্য—ধন্য নির্ব্বিকার তুমি, ধনঞ্জয় !
জগৎ গায়িবে সবে তব জয়-গাথা।

[প্রস্থান।

গঙ্গা। ধর বৎস! পুনঃ জল করিয়া গ্রহণ
তৃষাতুরে কর বিতরণ। [জল প্রদান]

দুর্গা। এস, ভগ্নি! মহাকার্য্য সম্মুখে মোদের।
[উভয়ের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। মিটা'য়ে মনের সাধ কর জলপান,
এই লও বৃষধ্বজ! [প্রদানোদ্যত]

বৃষধ্বজ। দাও জল। [জানু পাতিয়া বসিলেন] না—না, আগে এদের দাও।

অর্জ্জুন। সকলে জল খাও, সৈন্যগণ!

সৈন্যগণ। [জানু পাতিয়া বসিলেন] জয় জয় অর্জ্জুনের জয়! [জলপান]

অর্জ্জুন। এইবার, বৃষধ্বজ! তুমি খাও।

বৃষধ্বজ। [পাত্র লইয়া] জয় নারায়ণ! [পান করিতে উদ্যত]

সহসা ব্রহ্মশাপের প্রবেশ।

[বৃষধ্বজ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ব্রহ্ম। ওঠ—ওঠ কোটী কোটী প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড,
বারিরাশি এ মুহূর্ত্তে কর বিশোষণ।
রক্ষা কর—রক্ষা কর বিপ্র-অভিশাপ!
জ্বল—জ্বল ভীষণ অনল,
বারিরাশি এ মুহূর্ত্তে কর বিশোষণ,
রক্ষা কর—রক্ষা কর বিপ্র-অভিশাপ।
[জলপাত্র লইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান।

বৃষধ্বজ। [পড়িয়া গিয়া] জল—একবিন্দু জল—নারায়ণ! [মৃত্যু]

জলপাত্র হস্তে অরুণার প্রবেশ।

অরুণা। জল এনেছি—জল এনেছি, জল খাও নাথ! চ'লে গেলে? আমায় সংসার-পাথারে ভাসিয়ে চ'লে গেলে? পার্‌বে না—একা যেতে পার্‌বে না—আমিও সঙ্গে যাব। মৃত্যু! আমার স্বামীকে যেখানে নিয়ে রেখেছ—আমাকেও সেখানে নিয়ে যাও। ঐ নদী সাঁতরে পেরিয়ে যাব।

[উন্মাদিনীবৎ প্রস্থান।

শ্বেতবাহুর প্রবেশ।

শ্বেত। সমরক্ষেত্র! রক্তরঞ্জিত নূতন শ্মশান করেছ। বড় ভয়ানক—বড় সুন্দর! স্তূপীভূত শব নিয়ে তুমি ভয়ানক—মৃত বীরবরের অক্ষয় স্বর্গের শরণি তুমি বড় সুন্দর। পুত্র! পুত্র! আমার বংশের গৌরব! উঃ! জল-জল কর্‌তে কর্‌তে জীবন ত্যাগ কর্‌লে? পাপিয়সী কমলা—পাপের জ্বালায়—বিবেকের তাড়নায় পাগল হ'য়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে চ'লে গেছিস্, তোর পাপের ফল আমায় ভোগ কর্‌তে রেখে গেছিস্? যেখানে আছিস্—সেইখান হ'তে দেখ্—আর মর্ম্মান্তিক জ্বালায় পুড়ে মর্। পুত্র! পুত্র! যে পর্য্যন্ত সাধের ত্রিনেত্র রাজ্য উদ্ধার কর্‌তে না পারি, সে পর্য্যন্ত এখানেই অপেক্ষা কর।

[দ্রুত প্রস্থান।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। ওঠ, বৎস! পুষ্পরথে চ'ড়ে নিত্যধামে যাও। অরুণা গেছে—তুমিও যাও, মিলন-মন্দিরে আনন্দে বাস কর গে।

[বৃষধ্বজের হস্ত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

সমরস্থল।

শোকার্ত্ত অর্জ্জুনকে ধরিয়া যুবনাশ্ব ও অনুশাল্বের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। [সরোদনে] পার্‌লাম না—পার্‌লাম না, এত চেষ্টা ক'রেও বিষুর মুখে এক বিন্দু জল দিতে পার্‌লাম না। বৃষধ্বজের মরণ-দৃশ্য বহুদিন পরে আজ আবার অভির শোক জাগিয়ে দিয়েছে। শুনেছি—বাছা আমার মৃত্যুকালে 'জল' 'জল' ক'রে এই বিষুর মত ছট্‌ ফট্‌ কর্‌তে কর্‌তে প্রাণত্যাগ করেছে। পিতা হ'য়ে পুত্রের মুখে একবিন্দু জল দিতে পার্‌লাম না !

অনু। অর্জ্জুন! তোমার মত জ্ঞানী শোকে মুহ্যমান। রবির কিরণে ত কেবল পল্বলের জলই উত্তপ্ত হয় জানি, কিন্তু গভীর সাগরের জলও কি উষ্ণ হয় ?

যুব। ভেবে দেখ, পার্থ ! এখনও কি বিশাল কর্ত্তব্য সম্মুখে বর্ত্তমান। শোকে তুমি বিহ্বল হ'লে সে কর্ত্তব্য সম্পন্ন হবে না—হ'তে পারে না। সিন্ধুর বক্ষে গিয়ে মাঝি ভয় খেলে নৌকা কি রক্ষা হয় ?

অর্জ্জুন। কি বল্‌ব যুবনাশ্ব! এক-একটা স্মৃতির আগুন জ্ব'লে উঠে আমায় পুড়িয়ে মার্‌ছে। যুদ্ধক্ষেত্রে পুত্র যখন মৃত্যুকালে "পিতা জল দাও—পিতা জল দাও" ব'লে আমায় ডেকেছিল, আমি পুত্রের মুখে জল দিতে পার্‌লাম না। অভির মত বীর বৃষধ্বজের মুখেও একবিন্দু জল দিতে পার্‌লাম না। [রোদন]

সহসা বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষকেতু। পিতৃব্য !

অর্জ্জুন। বৃষকেতু !

বৃষকেতু। ঐ দেখুন—শ্বেতবাহু সমরক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

অর্জ্জুন। যুদ্ধ আমি করব না।

শ্বেতবাহুর প্রবেশ।

শ্বেত। ক্ষত্রিয় হ'য়ে যুদ্ধ করবে না, অর্জ্জুন ?

অর্জ্জুন। যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে দাও, মহারাজ ! সন্ধি কর। বীরকুমার বৃষধ্বজের জ্বালাময় মরণ দেখে আমি বড়ই শোকাকুল হয়েছি ! ও হোহো ! এত চেষ্টা ক'রেও একবিন্দু জল তার মুখে দিতে পারলাম না !.

শ্বেত। এত সহৃদয়—এত মহামনা—এত নির্ব্বিকার না হ'লে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণরূপে তোমার রথের সারথি হ'ন্ ? অর্জ্জুন ! শ্রীকৃষ্ণের সখা তুমি, তোমায় আমি কি আশীর্ব্বাদ করব ! তবুও কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি—নিরাপদে যজ্ঞাশ্ব সহ ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে যজ্ঞ সুসম্পন্ন কর।

অর্জ্জুন। তোমার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য, মহারাজ ! পরম বৈষ্ণব তুমি —তোমার আশীর্ব্বাদ অন্যথা হবার নয়। সন্ধি কর—যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে দাও।

শ্বেত। এ কুৎসিত প্রস্তাব তোমার সাজে না, অর্জ্জুন ! ক্ষত্রিয় হ'য়ে বিনা যুদ্ধে অশ্ব ফিবে দিতে আমি পারব না।

অর্জ্জুন। যদি বিনাযুদ্ধে অশ্ব ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছা নাই, তবে আশীর্ব্বাদ করলেন কেন, মহারাজ ?

শ্বেত। শত্রু হ'য়েও যিনি ম্রিয়মাণ তৃষিত পুত্রকে জল দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁকে আশীর্ব্বাদ করব না ত কাকে আশীর্ব্বাদ করব ? আবার বলি, অর্জ্জুন ! তুমি সর্ব্বত্র জয়ী হও।

অর্জ্জুন। তোমারই আশীর্ব্বাদে মহারাজ, তোমার পরাজয় নিশ্চিত। এ যুদ্ধে তবে ফল কি ?

শ্বেত। ফল কিছু হ'ক্ না হ'ক্—যুদ্ধ কর্‌ব ! প্রস্তুত হও, অর্জ্জুন !

অর্জ্জুন। আমি প্রস্তুত। [উভয়ের যুদ্ধ]

শ্বেত। [আহত হইয়া]

ত্রাহি ত্রাহি দেবদেব, ত্রাহি সঙ্কট সাগরাৎ।
মহাশূন্যে মহাকালে মহাকালী যুত সদা ॥
মূলাধারে স্বয়ম্ভুশ্চ কুণ্ডলীশক্তিসংযুত ।
সাধিষ্ঠানে মহাবিষ্ণু ত্রৈলক্য-পালক ॥
মণিপুরে মহারুদ্র সর্ব্বসংহারকারক ।
অনাহতে ঈশ্বরশ্চ সর্ব্বদেবৈর্নিসেবিত ॥
বিশুদ্ধাখ্যে যোড়শারে সদাশিব ইতি ।
আজ্ঞা চক্রে শিবঃ সাক্ষাৎ চিতিরূপেন ॥
সহস্রারে মহাপদ্মে ত্রিকোণ নিলয়াসনো
বিন্দুরূপে মহাদেব পরমেশ্বর স্থিতেন ॥

শিবের প্রবেশ ।

শিব। ভয় নাই—ভয় নাই, বৎস ! এই যে এসেছি।

শ্বেত। মহাকাল তুমি দেব, থাক মোর পাশে ;
তোমার প্রসাদে আমি বধিব অর্জ্জুনে।

অনু। হের—হের, ধনঞ্জয় নিজে মহাকাল
শত্রুর সহায় হ'য়ে আসিয়াছে আজি।

অর্জ্জুন। [জানু পাতিয়া]
রুচিত রজতরুচির, নলিন নয়ন রূচমীশ,
শঙ্কর নৌমি বিশ্ব শরীর, জয় হর বিশ্বপতে !

গীতকণ্ঠে বালকমূর্ত্তি শিবের প্রবেশ।

বালশিব।—

গান।

কে আমারে সকাতরে ডাকিস্ এ সময়।
তুই কি রে মোর প্রিয়ভক্ত বীর ধনঞ্জয় ॥
বড় স্নেহের ধন তুই আমার,
কি হয়েছে প্রাণের কুমার
ভয় নাই বাপ ভয় নাই আর,
হবে তব জয় ॥

শ্বেত। অর্জ্জুনের পাশে মহাতেজোময় ও কে, প্রভু? ও বালক তোমার রূপান্তর কি না?

শিব। জগতে যা' কিছু দেখ্ছ—সবই আমার রূপান্তর।

শ্বেত। একরূপে তুমি আমার কাছে—অন্যরূপে অর্জ্জুনের কাছে আসীন! আমি তোমায় চাই না, ভক্তবৎসল!

শিব। চাই না বল্লে ত আমি থাক্তে পারি না, বৎস!

শ্বেত। থাক বল্লে বুঝি থাক্তে পার্তে, প্রভু? যে রাবণকে তুমি সস্নেহে রক্ষা কর্তে, শ্রীরামচন্দ্রের কাতর আহ্বানে তার পক্ষে স্থির থাক্তে পেরেছিলে কি? অর্জ্জুন ডাক্তে না ডাক্তেই ঐ বাল-মূর্ত্তি ধ'রে তার কাছে দাঁড়িয়ে আছ। যাও তুমি, এই তোমার প্রদত্ত ত্রিশূল ত্যাগ কর্লাম। [ত্রিশূল ত্যাগ]

শিব। [সক্রোধে]
ত্রিশূলের অপমান করিলি, বর্ব্বর!
তার প্রতিফল পাবি অচিরাৎ।

[বাল-শিব সহ সম্মিলিত হইয়া অন্তর্দ্ধান।

অর্জ্জুন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, মহারাজ!

শ্বেত। উত্তম।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

অনু। ভীষণ—ভীষণ যুদ্ধ!
ওই দেখ কামদেব, বৃদ্ধ নীলধ্বজ,
হংসধ্বজ, তাম্রধ্বজ আদি বীরগণ
করিতেছে তুমূল সমর!
সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!
নৃপ-বাণে মূর্চ্ছিত সকলে।

যুব। হের—হের ভূপতির হর্য্যক্ষ-বিক্রমে
পরাভূত সুবিশাল পাণ্ডব-বাহিনী।
ওই—ওই হায় রে কি সর্ব্বনাশ!
হের ওই সংজ্ঞাশূন্য পড়িল অর্জ্জুন!
রথে শ্বেতবাহু করিছে প্রয়াণ।
যাই—যাই করি গতিরোধ।

[সকলের দ্রুত প্রস্থান।

যুধ্যমান শ্বেতবাহু ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

শ্বেত। জ্বলিতেছে ধ্বক্ ধ্বক্ কালান্তক শর
মহাবীর পরন্তপ অর্জ্জুনের করে!
আর মম নাহিক নিস্তার।
এস এ নিদানে এস প্রভু পতিত-পাবন!
দয়া করি' দীনহীনে দাও দরশন।
নারায়ণ! নারায়ণ! [ধ্যানস্থ]

দ্রুতপদে হংসধ্বজের প্রবেশ।

হংস। বুক পেতে বাণ লব আমি।

শ্বেত। কে রে—কে?

হংস। আমি, পিতা! আমি।

[বাণবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতন]

শ্বেত। হাঁসি! একি কর্‌লি, বাবা? পিতার প্রাণ বাঁচাতে এসে নিজের জীবন দিলি? অমলা! অমলা! দেখে যাও—তোমার স্নেহের হাঁসিও চ'লে গেল। বিষম বাণবিদ্ধ হয়েছে। [জোরে তুলিতে গিয়া নিজের বুকে বিদ্ধ হইল]

বেগে অমলার প্রবেশ।

অমলা। কৈ, নাথ! কৈ, নাথ! হাঁসিকে নিয়ে তুমি যাচ্ছ? আমি কি তোমার কেউ নই? হাঁসি! হাঁসি! [হংসধ্বজকে কোলে গ্রহণ]

অর্জ্জুন। আহা! আহা! মায়ের কোলে মৃতপুত্র? কি কর্‌লাম? কুসুম ছিঁড়ে ফেলে তরুর শোভা নষ্ট কর্‌লাম! মহামারীর মত সংসারের সর্ব্বনাশ কর্‌তেই কি আমার জন্ম? আরও কিছুদিন বেঁচে থাক্‌লে পৃথিবী শ্মশান হবে। আমি আত্মত্যাগ কর্‌ব। [আত্মহননোদ্যত]

রুদ্রানন্দের প্রবেশ।

রুদ্রা। ক্ষান্ত হও, অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। আর কেন বাধা দিচ্ছেন, প্রভু! ঐ দেখুন—শ্বেতবাহু—ঐ দেখুন মায়ের কোলে মৃতপুত্র! আমিই এই সর্ব্বনাশ করেছি—ত্রিনেত্র-নগর শ্মশান ক'রেছি।

শ্বেত। এ তোমার দোষ নয়, ভাই! দেবতার কোপ।

রুদ্রা। দেবতার কোপ! কোন্ দেবতার কোপ? দেখুক্ সে, এ রুদ্রানন্দ ব্রহ্মতেজে কোপ দূর ক'র্তে পারে কি না? নিষ্পাপ প্রজাগণ, জীবিত হও।

[হংসধ্বজ উঠিলেন ও অমলা কোলে করিয়া বসিলেন]

দুর্গা। [নেপথ্য হইতে] বৃষধ্বজ, অরুণা, গুর্জ্জরসিংহ মুক্ত। বৈষ্ণব-রাজা শ্বেতবাহুর মহানির্ব্বাণ। তার জন্য আর চেষ্টা ক'রো না, বৎস।

রুদ্রা। তোমার আদেশ শিরোধার্য্য, মা!

দ্রুতপদে রেণুশর্ম্মার প্রবেশ।

রেণু। নিরদয় রাজহন্তা পামর অর্জ্জুন!
দিব তোরে তীব্র অভিশাপ।
শ্বেতবাহু যেই বাণে মরিলেন রণে,
মৃত্যুকালে সেই অস্ত্র না হবে স্মরণ ;
অবশ্য পুত্রের হাতে হারাবে জীবন,
সত্য—সত্য এই বাক্য কহিনু, অর্জ্জুন!

শ্বেত। গুরুদেব! আমার অন্তিম আসন্ন। আমার মস্তকে পদধূলি দিয়ে মুক্ত করুন।

রেণু। যাও, বৎস! দিব্যধামে—নারায়ণ তোমার মনের আশা পূর্ণ করুন।

[প্রস্থান।

শ্বেত। এ সময়ে প্রাণাধিক সিংহবাহুর দেখা পেলেম না?

দ্রুতপদে সিংহবাহুর প্রবেশ।

সিংহ। এই যে—এই যে আমি এসেছি, দাদা!

শ্বেত। বড় অপরাধী আমি, আমায় আলিঙ্গন দাও, ভাই!

সিংহ। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন এ অভাগাকে স্নেহের কোলে লালন পালন করেছ, দাদা! পিতা-মাতার অভাব বুঝ্‌তে দাও নাই। আমায় একা রেখে তুমি একা যাবে, দাদা?

শ্বেত। কেঁদো না, ভাই! আমায় এখন শান্তিতে মর্‌তে দাও। এদের দেখো, ভাই! আমার রাজ্য—তুমি—

অর্জ্জুন। তোমার রাজত্ব হংসধ্বজের করে অর্পণ কর্‌ব।

শ্বেত। [কুঞ্চ ও রত্নকে আসিতে দেখিয়া] ও কারা?

সিংহ। কুঞ্চ আর রত্ন।

কুঞ্চলিকা ও রত্নবানের প্রবেশ।

শ্বেত। আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও। প্রভু জম্বুস্বামীর সঙ্গে দেখা হ'ল না?

জম্বুস্বামীর প্রবেশ।

জম্বু। এই যে আমি এসেছি, বৎস!

শ্বেত। পদধূলি—উঃ! পিপাসা—

জম্বু। এই জল পান কর, বৎস!

শ্বেত। আমার বিষু খেতে পায় নি।

জম্বু। অন্য চিন্তা ক'রো না, বৎস! ঐ চেয়ে দেখ—

ওঙ্কার মূর্ত্তির পাদদেশে প্রবাহিনী গঙ্গার
কোলে বৃষধ্বজ ও অরুণা।

শ্বেত। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

জম্বু। মহারাজের নিত্য মিলন হ'ল। বল—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

[যবনিকা।

শে—১৭

সুকবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

ধাত্রী পান্না বা বনবীর। উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভাণ্ডারী অপেরার অভিনয়ে এক বিজয়-বৈজয়ন্তী। ইহাতে বিক্রমজিৎ, উদয়সিংহ করমচাঁদ, জগমল, বিজয়সিংহ, সখারাম, চৈতন্যরাম, জয়দেবী, মন্দাকিনী,শীতলসেনী, পান্না, কমলা সবই আছে। মূল্য ১॥• মাত্র।

সরমা বা বীরমাতা (তরণীর যুদ্ধ) পণ্ডিত শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত, ভাণ্ডারীর অপেরার অভিনয়ে কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহাতে সেই রাম-লক্ষ্মণ, তরণী, মেঘনাদ, মকরাক্ষ, কুম্ভ, নিকুম্ভ, রসমাণিক্য, সীতা, সরমা, সূর্পনখা, আর সেই কুশীলব, সুরজার পাষাণ-ভেদী শোকোচ্ছ্বাস সবই আছে। মূল্য ১॥• মাত্র।

সিন্ধুবধ বা অকাল-মৃগয়া (অভিশাপ) উক্ত অঘোরবাবুর কৃত ; ষষ্ঠী অপেরাপার্টির অভিনয়। ইহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ, দশরথের মৃগয়া, বালক সিন্ধুবধ, সখা দীনবন্ধু ও ভবিতব্যের গীতসুধা সবই আছে। মূল্য ১॥• মাত্র।

মথুরা-মিলন অঘোর বাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি, বহু অপেরাপার্টিতে অভিনীত। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের মান-মাথুরলীলা, গোষ্ঠলীলা, কংসবধ, রাই উন্মাদিনী, দশম দশা প্রভৃতি ভাবুক দর্শক ও পাঠকের চিত্তবিনোদন-নিত্যনূতন। অথচ সহজে অতি সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১॥• মাত্র।

প্রমতি-মুক্তি সুকবি সতীশচন্দ্র কবিভূষণ প্রণীত ; সত্যম্বর অপেরায় ত্রিশঙ্কুর ন্যায় সমান যশের অভিনয়। ইহাতে সেই সুকেতু, কঙ্কনকেতু, অমল, মকরকেতন, ধনজিত, রণজিত, সত্যব্রত, ধৃতবুদ্ধি, সাধু, অধর্ম্ম, কামরূপ, সুচরিতা, আশা, মনোরমা, মায়া, কমলা সবই আছে, মূল্য ১॥• মাত্র।

পূর্ণাহুতি উক্ত সতীশবাবুর কৃত, সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। ইহা কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধের শেষ পূর্ণাহুতি, অশ্বত্থামা দ্বারা দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিশীথে নিহত, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, বলরাম-কন্যা রুচির প্রণয়-প্রসঙ্গ প্রভৃতি আছে, মূল্য ১॥•।

সরোজিনী প্রবীণ নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বিশ্ববিজয়ী ঐতিহাসিক নাটক, বহু থিয়েটার ও অপেরাপার্টিতে অভিনীত। সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। সেই রাণা লক্ষ্মণসিংহ, বিজয়সিংহ, রণধীর, ভৈরবাচার্য্য, আলাউদ্দীন, সরোজিনী, রোষেণারা, মনিয়া, অমলা ইত্যাদি সবই আছে, মূল্য ১।• মাত্র।

কনোজ-কুমারী নাট্যবিনোদ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল প্রণীত। বীণাপাণি নাট্যসমাজে অভিনীত। পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে যেন হীরামুক্তা বসানো, সহজে সুন্দর অপেরা অভিনয় হয়। মূল্য ১৲ মাত্র।

দুর্ব্বাসা-দমন বা অম্বরীষের ব্রহ্মশাপ,ভাবুক কবি শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, অভয় দাস, শশী অধিকারীর যাত্রাপার্টিতে যশের অভিনয়। সেই বিরূপ, কেতুমান্, সেই লহরী, লীলা, সেই প্রেমদাস, ভজনদাস, ভীষণ চক্রান্ত, ষড়্‌যন্ত্র সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়, [সচিত্র] মূল্য ১॥• মাত্র।
